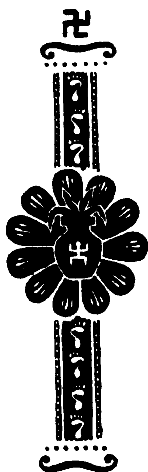
তৃষিত মরু

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য



রবীন্দ্র পাব্লিশিং হাউস্
৫০, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট • কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীরাম চন্দ্র সুর
রবীন্দ্র পাব্‌লিশিং হাউস
৫০নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—তিন টাকা।

মুদ্রাকর :
শ্রীরাম চন্দ্র সুর
বী প্রেস
৫০নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ—

পরম শ্রদ্ধেয়

বন্ধুবর 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক, সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ

ভারতীরঞ্জন করকমলেষু

ভাগ্যের দুর্য্যোগ রাতে দুর্ল্লভের তীর্থযাত্রী—
স্নেহের নির্ঝরে তব করেছি গাহন,
প্রাণের পরমোৎসাহে তাই তব করে মোর—
সঁপিনু 'তৃষিত মরু' চিত্ত-উপায়ন।

শারদীয়া সপ্তমী ১৩৫৩ সন
১২৬নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ভবদীয় সখ্যযুক্ত—
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

উপহার—

তৃষিত মরু

—এক—

'—চলে যাচ্ছ—?'

করবীর ব্যথিত কণ্ঠ কোন রকমে মুখর হইয়া সন্দীপের অন্তরে আঘাত দিল। অশ্রুসিক্ত সন্দীপ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। বলিবার যত কথা ছিল তাহারা একে একে ভাষাহারা হইল। সে যেন তখনও দেখিতেছে চতুর্দিকে শত্রুতার রূপ আর মানুষের পৈশাচিক আচরণ।

[illegible] মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—'তুই ঘরে যা—'

'[illegible]লো কবে আসবে!' জল ছল ছল চোখে করবী প্রশ্ন করিল। [illegible] বিদ্যুতের মত সন্দীপের মন স্পর্শ করিলেও ক্ষণমুহূর্ত্তে বেদনা [illegible] হইয়া উঠিল যে, উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর [illegible] বেদনা গুমরাইতে থাকে। অদূরে মউটুসকি পাখী [illegible]।

[illegible]মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপে যেন অদৃষ্ট দেবতার গভীর [illegible]শের বুক চিরে নামিয়া আসিল। নিঃসম্বল সন্দীপ

রাজপথে দাঁড়াইয়া সমগ্র বিশ্বকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। সে সময়ে করবী বলিল—'জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি না করলে পারতে—এতদিন চুপ্ করে থেকে আজ অমন হোলে কেন?—'

সন্দীপ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'মানুষ কেন অমন হয় তা সে নিজেই জানে না—সহ্যেরও একটা সীমা আছে—বিমাতার চক্রান্ত আর বাবার বাক্যবাণ, এর চেয়ে মরণ ভালো। তোদের ঘরে যেমন তোর বউদিকে তোর মা বাবা লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিচ্ছে, সময় নেই অসময় নেই ঝগড়া চল্‌ছে, আমাদের ঘরেও তেম্নিভাবে চল্‌ছে আমাকে নিয়ে। তোর মা কই মেয়েকে তো অমন লাঞ্ছনা দেয় না? বিমাতা আমাকে যেমন অত্যাচার করে, কই নিজের ছেলে বঙ্কুকে পারে না? বঙ্কু তো স্কুল পালিয়ে ডাকবাংলোর পুকুরটার কাছে গিয়ে বসে থাকে, বাবাও তো বঙ্কুকে বিশেষ কিছু বলেন না? জানিস্ পরের ছেলে পরের মেয়ের ওপর দরদ কারো নেই, এম্নি মজার সংসার—কেন মিছে বক্‌ছিস করবী—'

করবী সন্দীপের কথায় উত্তর দিতে পারিল না। তাহাকে কোন প্রকারে বিদায় দিয়া সন্দীপ মালাপাড়া ছাড়িয়া যশোহর রোডের দিকে অগ্রসর হইল। সে পথ চলে, অভাবের তীব্রতা তাহার অন্তরে বারে বারে অনুভূত হয়। যে সংসারে সে আজন্ম প্রতিপালিত, সেই সংসারে তাহার স্থান নাই। এই কথা মনে উদয় হইলেই অনর্গল অশ্রুপাত করে!

সান্ত্বনা দিবার এবং সমবেদনা প্রকাশ করিবার কেহ নাই—যে আছে, সেই করবীকে ছাড়িয়া যাইতে হইল। ভাগ্যবিড়ম্বিত পথিক অনির্দেশের পথে অগ্রগামী।

সে বেকার, বসিয়া বসিয়া খায় এবং গল্প কবিতা লিখিয়া সময় নষ্ট করে—ইহাই অপরাধ! এ অপরাধ পিতা হরগোবিন্দ বাবুর ক্ষমার অযোগ্য।'

বিমাতা ইন্দুমতী স্বামীকে বুঝাইয়া এবং সন্দীপকে শুনাইয়া বারে-বারে বলিয়াছেন—'তোমার বন্ধু বেঁচে থাক, ঐ একরত্তি গুঁড়োই একদিন বড় হয়ে তোমার সকল দুঃখ ঘোচাবে—বিক্ষুব্ধ সন্দীপ নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিয়াছে এবং নিজের মনে বলিয়াছে—'মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন'—মা বাঁচিয়া থাকিলে বেকার পুত্রকে কতদিন স্নেহের পক্ষপুটে রাখিতেন তাহা বলা কঠিন। অর্থনৈতিক সমস্যাপূর্ণ যুগে স্নেহ মমতা অর্থোপার্জ্জনের দাঁড়িপাল্লায় ওজন হয় আর স্বার্থতার কষ্টিপাথরে ঘসিয়া তাহার দর ওঠে। তাই নয় কি! একথাও সময়ে সময়ে সন্দীপের মনে উদয় হয়। সতীর্থ মাধবের সম্বন্ধে যেটুকু অবগত হইয়াছে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে ভাবে আর নিজের মনে বলে—'তাহলে মাধবের আজ দুর্দ্দশা হ'বে কেন! মা বাপের একটি মাত্র ছেলে—কলেজে পড়্তে পড়্তে মা বাপ জোর করে তার বিয়ে দিল, এখন চাকুরী যোগাড় কর্‌তে পারে না, ছেলে বউকে তাড়িয়ে দিলে। মাধব বউ নিয়ে শ্বশুর বাড়ী পড়েই বা আছে কেন? —নিজের মা তো বর্ত্তমান। এই তো সংসার—'

প্রতিদিনই সন্দীপ বিরলে বসিয়া নিজের মধ্যে আলোচনা করিয়া আসিয়াছে। আরও আলোচনা করিতে থাকে পাশের বাড়ীর বধু-নির্য্যাতন লইয়া। করবীর বউদিদি শিক্ষিতা ক্ষণিকা বড়লোকের মেয়ে, সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা। কি অত্যাচারই না ভোগ করে! সে কথার প্রতিবাদ করিলেই শাশুড়ী ঠাকুর ঘরে মাথা কুটিয়া ছেলে বউকে গালাগালি দিয়া আসেন এবং কপাল ফুলিয়া উঠিলে পাড়ার গিন্নিদের

কাছে প্রচার করেন বউ মারিয়াছে, এতখানি মিথ্যাও সত্যের বড়াই করে! গৃহস্বামী লোকেন্দ্র বাবু আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী অন্নদা ঠাকুরাণীর কথা বিশ্বাস করিয়া ক্ষণিকার সহিত ঝগড়া করেন। ঝগড়ার জন্য তাঁহার মক্কেলরাও বিরক্ত অনুভব করে। লোকেন্দ্র বাবুর পসার আছে, বিরক্ত হইয়াও তাহারা তাঁহার অনুরক্ত। পুত্র প্রদীপ কলিকাতায় থাকে—কলেজের অধ্যাপক। প্রতি শনিবার বাড়ী আসিলে পারিবারিক কলহ বিবাদ আরম্ভ হয়, সময়ে সময়ে তাহা চরমে উঠিতে থাকে। সোমবারে প্রদীপ চলিয়া গেলে কলহ বিবাদের আংশিক নিবৃত্তি হয়। দিনের পর দিন পাশাপাশি দুইটি উকিল পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কলহ বিবাদ পাড়া প্রতিবেশীগণের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করে। পথ চলিতে চলিতে নিজের মনে সন্দীপ বলে—'পাড়ার আপদ ছিলাম তো আমি, আজ থেকে সবাই ঘুমিয়ে বাঁচবে। যে দিন বৌদি আমার মত বেরিয়ে পড়বে সে দিন পরম শান্তি মালা-পাড়ায় বিরাজ করবে—এই হিন্দু সমাজ—এই হিন্দুর সংস্কৃতি! যে সমাজ অধঃপতনের চরম সীমায় উঠেছে, তার ভবিষ্যত কতটুকু ভালো হবে?' শেষে নিজের মনে প্রশ্ন করে—'জগতে নিঃস্বার্থ উদারতা. আর পরার্থপর বেদনা একান্ত দুর্লভ নয় কি?—'

যশোহর রোড। দুই ধারে তরুশ্রেণী পরস্পর শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এক প্রকার আলিঙ্গনসূত্রে আবদ্ধ। উচুনীচু নানা প্রকারের গাছপালার ভিতর হইতে পাখীদের ডাক শোনা যায়। রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটির ঘর, টিনের চালা, দুইতালা একতালা বাড়ীও কিছু কিছু পথের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। ঘোড়ার গাড়ী, লরি, সাইকেল-রিক্‌স যাতায়াত করে, ইহারই আশে পাশে যাহারা পথ চলিতেছিল তাহাদের অনুসরণ না করিয়া সন্দীপ স্বতন্ত্রভাবে [illegible]

গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। পথের ধার ঘেঁষিয়া উদাসীর মত চলিতেছিল।

মন বাঁধা ধরা পথে চলে না। তাহার গতিও এলোমেলো। প্রতি মুহূর্ত্তে আলোছায়ার নৃত্য চলে। মনের বিচিত্র অসম্বদ্ধতার মধ্যে যে কথা ভাবা যায়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আর একটি কথা ভাবনার জন্য আসিয়া দাঁড়ায়। স্নায়ুতন্ত্রীর স্পন্দন গুলি নীরবে চলিতে থাকে এবং সন্দীপকে চিন্তায় আচ্ছন্ন করে। করবীর সহিত তাহার আবাল্য পরিচয়। ছেলে বেলা হইতে তাহার জীবনকে সুন্দর করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য লীলায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত করিবার জন্য অদম্য চেষ্টাই করিয়াছে ঐ করবী।

যে দিন সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে পড়িতে গেল, সে দিনও এমনই ভাবে করবী পথের ধারে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল—'কবে আসবে'! আজ প্রস্থানের পথে ঠিক সেই একই কথা। সে দিন করবীর অনাঘ্রাত জীবনের যৌবন-প্রভাতে লীলাকমলের দলগুলি ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল, আজ ফুটিয়া পরিপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। ভরা ভাদ্রের তটিনীর মত তাহার যৌবন টলমল করিতেছে। করবীর জীবন সন্দীপের জীবনের রসায়ন প্রয়াসী।

বি, এ, পাস করিয়া বাড়ীতে প্রায় তিনটি বছর বেকার অবস্থায় কাটিয়া গেল। যুদ্ধ বাধিল, তবুও সে বেকার। হ্যাঁ ভাগ্য বটে! করবীর রহস্যময়ী কল্পনা তাহাকে বারে বারে ছলনা করিয়াছে, কিন্তু এই মেয়েটির সান্নিধ্যে আসিয়া পারিবারিক সহস্র লাঞ্ছনার বেদনা উপশম হইয়াছে। তাহার সান্ত্বনার ভাষা মরুদগ্ধ হৃদয় শীতল করিয়াছে এবং সে নিভৃতে অনাবিষ্কৃত আগামী দিনের পরিকল্পনা পাইয়াছে। একদা হরগোবিন্দ বাবুর সহিত লোকেন্দ্র বাবুর কথা হইয়াছিল সন্দীপ গ্রাজুয়েট হইয়া আসিলে করবীর সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইবে।

একে বেকার, তাহার উপর সংসার অত্যাচার—লোকেন্দ্র বাবু বোধ হয় এই জন্যই সন্দীপকে কন্যা সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছেন। তাই এ বিষয়ে কোন কথা ওঠে না। নতুন করিয়া যাহাদের মন একদিন নাচিয়া উঠিয়াছিল, তাহারা নিরাশার তীরে অবসন্ন।

পথ চলিতে চলিতে বিগত দিনের কথাগুলি করবীকে কেন্দ্র করিয়া অন্তরে দোলা দেয়। মধ্যে মধ্যে চিত্তের স্থৈর্য্য হারাইয়া সে উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়। বিভ্রান্ত অনিশ্চয়তার ঘূর্ণি হাওয়ায় যে পথিক পথ চলিতে থাকে, তাহার সম্মুখে করবী আসিয়া দাঁড়াইবে চলার মাঝে, এ কথা মনে হয় নাই। মনে হইয়াছে করবীকে আর মনে হইয়াছে পিছনে ফেলিয়া আসা অতীতের স্মৃতি।

করবী পাড়ার ভিতর দিয়া ঘোষেদের খিড়কির ধারে যে সরু রাস্তাটা আছে তাহা ধরিয়া একেবারে দত্তদের বাড়ীর কাছে আসিল। তারপর বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়া ছুটিতে ছুটিতে পুনরায় রাজপথের একটি টিনের চালার পাশে গাছের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠ প্রাঙ্গণের কাছে কতকগুলি গরু চরিতে থাকে। বেলা পড়িয়া আসে। করবী মূক ও বিষণ্ণ। তাহার দীপুদাকে দেখিতে পাইবে না সেই কথা ভাবে। অতীতের অনেক সুখ দুঃখের কথা ভিড় করে উহার মনে। প্রথম যেদিন সে খেলাঘর বাঁধিয়াছিল সে দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সন্দীপ ওরফে তাহার দীপুদাই যেন সবচেয়ে আপনার জন। কৈশোরের মোহানায় দীপুদার সহিত প্রাণের তরী ভাসাইয়া চিত্তের ঘাট হইতে হৃদয়ের ঘাটে আসিয়াছিল। তাহার মন প্রাণ আবিষ্কার করিয়াছিল সন্দীপ। তাহার ন্যায় অন্যায় আবদারই এতদিন সন্দীপের উপর প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে। এখন কে-ই বা আবদার সহ্য করিবে! দীপুদার উপরই তাহার একটু অধিকার আছে। পল্লী

মেয়ের মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। সন্দীপ তাহার কপালে কতদিন কাঁচ পোকা টিপ্ পরাইয়া রহস্য করিয়াছে। আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া সে বলিয়াছে—'দীপুদা! তুমি ভারি দুষ্টু—'

মেঘলা দিনের মত আজ তাহার পথে নৈরাশ্যের সজলতা। ভাবে—'দীপুদা কি আর ফিরে আস্‌বে—'

সন্দীপ রিক্ত হস্তে আধ ময়লা হাফসার্ট এবং ধুতি পরিয়া ও পায়ে স্যাণ্ডেল দিয়া মন্থর গতিতে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। টিনের চালার কাছাকাছি আসিতেই গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া করবী বলিল—'দীপুদা—'

তাহার ডাকে চমকাইয়া উঠিয়া সন্দীপ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইল। বলিল—'আবার এসেছিস্ তুই, আমাকে সত্যি পাগল করে তুল্‌বি—'

করবী মৃদুকণ্ঠে বলিল—'আমি—না—তুমি—'

কথার উত্তর না দিয়া সন্দীপ বলিল—'সোমত্ত হয়েছিস্, আজ বাদে কাল বিয়ে হয়ে যাবে—সন্ধ্যের ঝোঁকে এম্নি ভাবে কি আস্‌তে হয়—'

করবী নিরুত্তর। তাহার মনের অসীম আকাশে চাঁদ বুঝি ডুবিয়া যাইতেছে। দিনের প্রান্ত সীমানায় করবী সন্দীপকে বিদায় দিতে আসিয়া নিজেই পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে চায়। ব্যক্ত করিতে পারেনা!

অতি কষ্টে বলিল—'এমন সাজ পোষাক পরে বেরিয়েছ যে, দেখে কষ্ট হচ্ছে, ভাল জামা কাপড়গুলো পর্‌লে হোতো না—'

'—তুই বুঝিস্‌নে, বড্ড বড় হয়ে পর্‌বে—ও তো আমার রোজগারের পয়সার জিনিষ নয়—একেবারে উলঙ্গ হয়ে যাবার উপায় নেই বলে

তাই এই গুলো পরে যাচ্ছি —নতুবা—'আর বলিতে পারিল না। গভীর বেদনা মর্ম্মে অনুভব করিল।

'—তুমি বুঝি আর আস্‌বে না?'

হৃদয়াবেগ কোন প্রকারে সংযত করিয়া সন্দীপ বলিল—'নিজেই জানিনে—'

করবী আঁচল দিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল—'তোমার সঙ্গে আমার বোধ হয় আর দেখা হবে না—'

সান্ত্বনার সুরে সন্দীপ বলিল—'এ কথা তুই বল্‌ছিস কেন? ভগবানের মনে থাকে তো দেখা হবে, আর যদি না হয় তা হলে মনে রাখিস্ রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী—যে নদী মরুপথে হারালো ধারা জানি হে জানি তাও হয়নি হারা—আশীর্ব্বাদ করি বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার কর্—আমার আশা ছেড়ে দে, বেকার মানুষের কোন মূল্য নেই—'

উভয়ের চোখে অশ্রুধারা নামিল। করবী সন্দীপকে প্রণাম করিল। অতি কষ্টে বলিল—'তোমার জন্যে দীপুদা দিনের পর দিন অপেক্ষা কর্‌বো—ঘর সংসারী হওয়া আমার ভাগ্যে নেই। এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে যদি পাশ কর্‌তে পারি তা হলে নিজের পথ ঠিক করে নেবো। যে সংসারে তোমার মত ছেলের স্থান হয়না, সে সংসার আমাদের মত মেয়ের পক্ষে বিড়ম্বনা। যে সংসারে বউদির মত বউয়ের ঠাঁই হয়না, সে সংসারে আমাদের মত মেয়ের বউ হয়ে ঘর করা চলে না।'

সন্দীপ বুঝাইতে থাকে, করবী বোঝে না। করবীর মন হঠাৎ ক্ষেপিয়া ওঠে। সংসারের অবিচার, অত্যাচার এবং কূট চক্রান্ত তাহার

অন্তরকে বিষাক্ত করিয়াছে। তাই সন্দীপের কোন কথাই তাহার মনের কোণে স্থান পায় না।

শেষে সন্দীপ বলে—'করবী! এইবার বাড়ী যা,—সন্ধ্যে হয়ে এলো—আমাকে আবার ট্রেণ ধর্‌তে হবে তো—'

হতাশার অন্ধকার আর ব্যর্থতার বাধা ঠেলিয়া করবী উত্তর দেয়—'না, আর তোমাকে দেরী করাবো না। চল্‌লাম—' বোধ হয় তাহার চিত্ত উগ্র আত্মবোধের সীমানায় আসিয়া পৌছিল।

এরূপ ভাবে কথা বলিয়া সে দ্রুত বেগে চলিয়া যাইবে সন্দীপ ভাবিতে পারে নাই। স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত করবী, তাহার জন্যই আজ পৃথিবীর মাটিতে বৃন্তচ্যুত ফুলের মত নিঃসহায় বোধ করিতেছে, আজ তাহার স্বপ্নকেন্দ্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে আকস্মিকতার আঘাত পাইয়াছে।

করবী চলিয়া গেল, পিছন ফিরিয়া চাহিল না। সন্দীপ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিল। তারপর পথ চলিতে চলিতে ষ্টেশনের কাছে আসিয়া যখন পৌছিল তখনও গাড়ীর ঘণ্টা হয় নাই। প্লাটফর্ম্মের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে থাকে নিজের অদৃষ্টের কথা। অনিশ্চয়তার আলেয়া অনুসরণ করিয়া সে কোন্ দুর দুর্গম দিগন্তের পথে হারাইয়া যাইবে, তাহা কে জানে!

করবী যখন বাড়ী আসিল তখন তাহার মাতা অন্নদা ঠাকুরাণী পুত্রবধু কণিকার সহিত তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছেন। পরস্পরের ঝগড়ার চোটে রাস্তার কুকুর গুলি ঘেউ ঘেউ করিতেছিল। অন্নদা ঠাকুরাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—'ওরে হারামজাদি! তোর বড় লোক মা বাবা তো তোর খোঁজও নেয় না। আমার অমন

সোনার চাঁদ ছেলে 'লয়' করে নিয়ে দেমাকে মট্ মট্ করছিস—তোরে ঝেঁটিয়ে সোজা করবো—'

এ কথায় পুত্রবধূ ক্ষণিকা অত্যন্ত অপমান বোধ করিল। শিক্ষিতা বধূর পক্ষে এরূপ গ্লানির কথা সহ্য করা কঠিন, তাই ক্রোধে বলিল—'কথায় কথায় আমার মা বাপ তুলবার অধিকার আপনার নেই, যদি নিজের মা বাপের ওপর একটু শ্রদ্ধাভক্তি থাকতো তা হলে এরকম কথা বলতেন না—'

'—তবে রে হারামজাদি, ছোট মুখে বড় কথা—এখনও শ্বশুরের ভাত খাচ্ছিস্ বলতে লজ্জা করে না—' এই বলিয়া ছুটিয়া দালানের ভিতর হইতে ঝাঁটা আনিয়া যেমন পুত্রবধূকে মারিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ক্ষণিকা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেই বৃদ্ধা মাটিতে পড়িয়া গেলেন। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'ওগো কে কোথায় আছ, বউ আমাকে মেরে ফেললে—'

লোকেন্দ্র বাবু বাহিরের ঘরে একজন মক্কেলের মামলার 'ব্রিফ' পড়িতেছিলেন। ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—'কি হয়েছে, হ্যাঁগা, কি হয়েছে—'

অন্নদা ঠাকুরাণী রোয়াকে শুইয়া হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে বলিলেন—'এ প্রাণ আর রাখবো না, তোমার বউ আমাকে ঝাঁটা মেরেছে—' কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার কান্নার ধ্বনি পাড়ার চতুর্দ্দিক পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।

লোকেন্দ্র বাবু গৃহিণীর কথাই ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পুত্রবধূকে ক্রোধের সহিত বলিলেন—'মনে ভেবেছ কি! জানো, তোমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে এখুনি বার করে দিতে পারি—

ছেলে এক পয়সাও এ সংসারে দেয় না—আমার রোজগারের পয়সায় খাচ্ছ—'.

গম্ভীর ভাবে ক্ষণিকা বলিল—'তা পারেন না, স্বেচ্ছায় না যাওয়া পর্য্যন্ত আপনাদের কারো ক্ষমতা নেই এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। তবে আমি যাবো, আজ না হয় কাল। দোষ গুণ বিচার করলেন না, আগেই এলেন আমাকে শাসন কর্‌তে—' মুখ বিকৃতি করিয়া লোকেন্দ্র বাবু বলিলেন—'না তা করবো কেন, তুমি দু'বেলা শ্বাশুড়ী ঠেঙাবে আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌বো—কেমন?'

শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোষবিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণিকা বলিল—'শ্বাশুড়ী ঠেঙাই একথা কে বলে—? Who is that Scoundrel. আপনার একেবারে বাহাত্তুরে ধরেছে, এত বড় মিছে কথাটা স্বচ্ছন্দে বল্‌লেন! পাঁচ বছরের ওপর ধরে আপনারা দুজনেই বরং আমার গায়ে হাত তুলেছেন, আমি কোন দিন তুলিনি—যাক্ বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে—'

এমন সময় করবী পিতার নিকট আসিয়া বলিল—'আমি তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখছি, বউদির কোন দোষ নেই। বউদি মারেনি, মা বউদিকে মার্‌তে গিয়ে পড়ে গেছে—মিছে রটিয়ে লাভ কি হচ্ছে মার, বুঝিনে—'

অন্নদা ঠাকুরাণী মেঝে হইতে উঠিয়া বলিলেন—'আগে জান্‌তাম যদি, তা হোলে করবী তোকে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মার্‌তাম। আমার পেটের মেয়ে হয়ে তুইও মহাশত্রু হয়েছিস্ দেখছি—দূর হ এখান থেকে—ঘরের শত্তুর—'

করবী কিছু না বলিয়া ক্ষণিকার হাত ধরিয়া বলিল—'চলো বউদি—ওপরে চলো—'

ক্ষণিকা ক্রোধে আত্মসম্বিৎ হারাইয়াছিল। বলিল—'ছেড়ে দাও, একটা হেস্ত নেস্ত করে তবে অন্য কাজ—যারা পরামর্শ দিতে আসে, তারা দেখেনা এসে বউর অপরাধ কি শ্বাশুড়ীর অপরাধ। সে সব ধামা ধরারা কোথায়! এসে দেখে যাক্ না—'

লোকেন্দ্রবাবু বলিলেন—'কি পাহাড়ী বউই না ঘরে এনেছি, জ্বলে মলাম, কোথাও মুখ দেখানোর উপায় নেই। তখন শশী বার বার বলেছিল মণি বাঁড়ুয্যের ঘরে দাদা কাজ করোনা, গিন্নিই তো একেবারে আগুনঝাঁপা হলেন, এখন ঠেলা সাম্‌লান আর ঠেঙানি খেয়ে মরুন—এর পর আমার পিঠে পড়্‌বে—'

'—আর আপনারা যে আমাকে বহুবার ঠেঙিয়েছেন সেটা বুঝি কিছু না। আমার স্বামী মানুষ হয়েও অমানুষ, তা না হলে এত সহ্য করতো না; আজ আমার মুখ ফুটিয়েছেন আপনারা—আপনাদের অত্যাচারে আমার ভেতরের ভগবান জেগে উঠেছেন—যদি বনগাঁ আমাকে ছাড়্‌তেই হয়, তা হোলে আপনাদের মুখে কালী মাখিয়ে দিয়ে তবে চলে যাবো—'

'—Get out—'বলিয়া লোকেন্দ্রবাবু হুঙ্কার ছাড়িলেন।

'—এ সব চোখ রাঙানি আমি ভয় করিনে—'এই কথা বলিয়া ক্ষণিকা করবীর সহিত উপরের ঘরে চলিয়া গেল।

লোকেন্দ্রবাবু অন্নদা ঠাকুরাণীকে বলিলেন—'তোমার মেয়েটি বড় কম নয়—'

অন্নদা ঠাকুরাণী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—'আমার কোনটা যে কম,—সবই ভাগ্যে করে—মেয়ে ম্যাট্রিক পড়্‌ছেন কিনা—

শিক্ষিতা হচ্ছেন—'আমি বেঁচে থাক্‌তে এত রোখ্‌ আজ যদি চোখ বুঁজুই তো তোমার উপায় কাল কি হবে—'

'—বুঝেই দেখ—'

এমন সময় চাকর আসিয়া লোকেন্দ্রবাবুকে বলিল—'আপনাকে বাইরে এক ভদ্রলোক ডাক্‌ছেন—'লোকেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন। অন্নদা ঠাকুরাণী শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

করবী বাড়ী আসিয়া শান্তি পাইল না। একে সন্দীপ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপর বাড়ীতে মায়ের আচরণে বউদিদি এমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে কোন মতে শান্ত করিতে পারিতেছে না। বুঝিবা বউদিদিও নারী মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়! বউদিদির বরাবরই অভিমান যে অন্যান্য বোনেদের মত অবস্থাপন্ন ঘরে পড়ে নাই, মা বাপ তাহার কোন খোঁজ খবর করেন না। কোন বোন বা ভগ্নীপতি তাহাকে দেখিতে আসেন না বা চিঠিপত্র দেয় না। যে সংসারে আসিয়াছে, সে সংসারে কোন দিন ভালো মুখ পায় নাই। স্বামীর মুখ হইতে এতদিন কেবল শুনিয়া আসিয়াছে—'সহ্য কর ভালো হবে—'সহ্যেরও তো সীমা আছে! তাই ভাবনা গভীর হইয়া উঠিয়াছে।

করবী অন্যান্য দিন অপেক্ষা বউদিদির অন্য এক রকমের পরিবর্ত্তন দেখিল। তাই সে শঙ্কিতা।

উপরের ঘরে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে ক্ষণিকা বলিল—'আজ্‌কের দিনে ওরকম শাসন চলে না ঠাকুরঝি, মধ্যযুগে হয় তো চল্‌তো—কর্ত্তার গিন্নী অন্ত প্রাণ—বিচার নেই, যা মুখে আস্‌বে তাই বল্‌বেন। আমি কি চুরির দায়ে ধরা পড়েছি?—মানুষ নই?'

করবী বুঝাইতে থাকে আর বলে—'ছিঃ বউদি তুমি অবুঝ হোলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো—'

'—আমার আর কি, ছেলে পুলে হয়নি—যেদিকে দু'চোখ যাবে সেদিকে চলে যাবো, তাতে হয়েছে কি? আমার মায়া নেই, দয়া ধর্ম্মও নেই—এতদিন স্বামীর মুখ তাকিয়ে সংসারের শত লাঞ্ছনা সহ্য করে আস্‌ছি, সে স্বামীও অবুঝ—' বলিতে বলিতে ক্ষণিকা কাঁদিতে লাগিল। বলিতে পারিল না। করবী নিজের চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ক্ষণিকার চোখের জল মুছাইতে থাকে।

করবী সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিল—'তোমারই সংসার বউদি, মাথা গরম কর্‌লে কি চলে—মা বাবা ক'দিনই বা বাঁচ্‌বে—'

ক্ষণিকা উত্তেজিত হইয়া বলিল—'তা বলে তো অপবাদ নিয়ে মার খেয়ে আর পাড়ার সমালোচনার বস্তু হয়ে তোমাদের সংসারে পড়ে থাক্‌তে পারি নে। আমাকে মারে যারা, তারাই প্রচার করে আমি তাদের মারি—হ্যাঁ, কলিযুগ বটে! তোমাদের ভাইবোনের স্তোকবাক্য—দিনের পর দিন একই ধরণের কথা আর ভালো লাগে না। তোমার দাদা যতি সত্যি মানুষ হোতো তা হোলে এম্নি করে আমাকে পশুর অধম করে রাখ্‌তো না। কল্‌কাতায় বাসা কর্‌তো যদি—তা তো কর্‌বে না, কিছুতেই বাসা কর্‌বে না। মা বাপের ওপর এত ভক্তি! এত ভয়! অন্যায় সহ্য করা মহাপাপ—এটা বোধ হয় জানো—কেন তা সহ্য করবো?—'

করবী একথার কোন উত্তর দেয় না, নিজের মনে বলে—'বউদি বুঝি আর এক কাণ্ড ঘটায়—'

এমন সময় নীচের তলা হইতে অন্নদা ঠাকুরাণী কন্যাকে ডাকিয়া

বলিলেন—'পান দোক্তা নিয়ে আয়, তোর ওবাড়ীর কাকিমা এসেছেন—'

করবী বউদিদির ঘর হইতে বাহির হইয়া ভাঁড়ার ঘরে গেল। পান দোক্তা লইয়া মায়ের নিকট আসিয়া শুনিতে লাগিল ইন্দুমতী সন্দীপের সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেছেন।

ইন্দুমতী বলিতেছিলেন—'বাপের সঙ্গে এমন কথা কাটাকাটি আরম্ভ করলো, বুঝিবা মেরেই বসে। বল্লাম, ওগো সরে এস, শেষে এই বয়সে ছেলের হাতের চড় খাবে কি? যেম্নি বল্‌লাম, ব্যাটা আমাকে যাচ্ছে তাই বল্‌লে। দুধ কলা দিয়ে এতদিন সাপ পুষেছি বুঝ্‌লে দিদি—একি আমার বন্ধু! পেটের ছেলে, মুখের দিকে তাকাবে—'

'—আমার পেটের ছেলে কই আমার মুখের দিকে তো তাকায় না—বউ যা বলে, তাই শোনে। আমার কপাল মন্দ, নতুবা বউ আমাকে ঠেঙায়। এখনও কর্ত্তা বেঁচে। তোমার বন্ধুর বউ হোক্ তখন বুঝ্‌বে দিদি। আজ কালকার বউরা যেন ডাইনি, ছেলেগুলোর ঘাড়ের রক্ত চুষে খায়—ঠাট্‌ঠমকের তো কথাই নেই—'

পরস্পরের মধ্যে কথা চলিতে থাকে। করবী মনে ব্যথা পাইল। নিজের মনে বলিল—'মিথ্যাকে কি অদ্ভুত ভাবেই না এরা সত্যের পর্য্যায়ে ফেল্‌তে চায়—'

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তুলিয়া মিথ্যা কুৎসা প্রচারের দিকে যাহাদের লক্ষ্য তাহাদের নিকট না দাঁড়াইয়া থাকাই ভালো এইরূপ চিন্তা করিয়াই করবী নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

শুইয়া কখন সন্দীপের কথা ভাবে, কখন বা বউদির কথা ভাবে। নিজের সম্বন্ধে নীরব থাকে, সচেতন হইতে পারে না।

গাছের ছায়া তাহার জানালার ধার অধিকার করিয়া বসে।

—দুই—

সন্দীপ চলিয়া যাইবার পর দুই তিন মাস হরগোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে অশান্তি নাই কিন্তু লোকেন্দ্রবাবুর বাড়ীর অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শনিবার আসিলেই প্রদীপ কুমারের মুখখানি ম্লান হয়। শনিবারের ছুটি। দুইটার পর শিয়ালদহের ষ্টেশনে ভিড় হইতে লাগিল।

অধ্যাপক প্রদীপ কুমার বনগ্রাম লোকালে উঠিয়া ভাবিতে লাগিল দৈনন্দিন পারিবারিক অশান্তির কথা। আশে পাশে যাত্রীদের মধ্যে প্রাণের উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিল। শনিবারের দুপুরের ছুটি প্রত্যেকের কাছেই বেশ উপভোগ্য। জিনিষপত্র কিনিয়া সকলে বাড়ীর দিকে চলিয়াছে সপ্তাহের পর, কিন্তু তাহার পক্ষে যাওয়া না যাওয়া একই প্রকার। হয় তো গিয়া শুনিবে বউয়ের সহিত মায়ের কলহ বিবাদ চরমে উঠিয়াছে, অথবা যদি না হইয়া থাকে তো তাহার যাওয়ার পরই আরম্ভ হইবে। শনি ও রবিবার বিশ্রামের দিন বলিয়া অপরের নিকট উপভোগ্য হইলেও তাহার কাছে বেদনাদায়ক। বরং ক্লাসে যখন পড়ায় বা মেসে থাকে সত্যই চিত্তপ্রসাদ লাভ করে। তবে কি ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় সে শান্তিতে জীবন যাপন করে!

সারাটা পথ এই সকল কথা আলোচনা করিতে করিতে কখন যে সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে নিজেই খেয়াল করিতে পারে নাই। দুইঘন্টা পরে বনগ্রামে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু তাহার বুকের মধ্যে

কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছিল। ম্লান মুখে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। বাড়ী আসিয়া করবীর মুখে শুনিল স্ত্রী ক্ষণিকা দুইদিন হইল অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। কেহই তাহার অনশন ভঙ্গ করিতে পারে নাই। প্রদীপ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া উপরের ঘরে গেল। করবী বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়াছিল। প্রদীপ ক্ষণিকাকে ডাকিতেই সে উঠিয়া বসিল। প্রদীপ বলিল—'উপবাস করে রয়েছ কেন?—'

ক্ষণিকা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত অনর্গল অশ্রুপাতের পর কোন প্রকারে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—'হয় আমাকে বিদায় দেও, নয় কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে বাসা করো। আর গঞ্জনা সহ্য করতে পার্‌ছিনে, মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও—'

প্রদীপ সান্ত্বনার সুরে বলিল—'কিছু খাও, কমলা লেবু এনেছি—'

গম্ভীরভাবে ক্ষণিকা উত্তর দিল—'ওসব দিয়ে তোমার মা বাপ বোনকে ভুলোও গে—আমার প্রতিজ্ঞা তুমি ভাঙ্‌তে পারবে না। যদি আমার ওপর তোমার কিছুমাত্র মমতা থাকে, তা হোলে এখুনি কল্‌কাতায় নিয়ে চলো। না থাকে, ব্যস্‌, স্পষ্ট বলো. আমার পথ আমি দেখে নেবো—এ বাড়ীতে জলস্পর্শ করবো না—কিছুতেই না—'

প্রদীপ প্রমাদ গণিল, অন্তরে অনুভব করিল স্ত্রীর একগুঁয়েমি আচরণ। জটিল সমস্যার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আচ্ছা তোমাকে কল্‌কাতায় নিয়েই যাবো—কিছুদিন বাপের বাড়ী থাক্‌বে তারপর বাসা ঠিক করে সেখানে চলে যাওয়া যাবে—'

উগ্রকণ্ঠে ক্ষণিকা বলিল—'বাপের বাড়ী? কেন? তার চেয়ে ফুটপাথে বসে থাকবো, বাসা ঠিক হোলে ফুটপাথ থেকে বাসায় গিয়ে উঠ্‌বো—যারা আমার কোনদিন খোঁজ নেয় না, তাদের কাছে কেন যেতে যাবো?—'

নীচের দালান হইতে অন্নদা ঠাকুরাণী করবীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন—'ওরে করবী! তোর দাদাকে বল্ বউয়ের পায় ধর্‌তে, নতুবা রক্ষে নেই—মা মনসার পায়ে ধর্‌তে বল্—'

একথা ক্ষণিকা ও প্রদীপের কর্ণে পৌঁছিল। ক্ষণিকা বলিল—'শুনছ তো তোমার মায়ের কথা, এর পরও বল্‌তে চাও এখানে থাক্‌তে—'

এমন সময়ে করবী আসিয়া বলিল—'দাদা! তোমায় বাবা ডাক্‌ছেন—'

ক্ষণিকা বলিল—'যাও. শুনে এসো গে,—বউয়ের কেচ্ছা খানিক গাওয়া হবে এইবার—'

ধীরে ধীরে প্রদীপ লোকেন্দ্রবাবুর নিকট আসিতেই তিনি বলিলেন—'তোমার বউয়ের অত্যাচার আর সহ্য হয় না, বউ নিয়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যাও, এ বাড়ীতে জায়গা হবে না। যদি আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে চাও বউকে ত্যাগ করতে হবে। আর বউয়ের ওপর দরদ দেখাতে হয় আমাদের আশা ছেড়ে দাও—তোমার বউ যে যা মুখে আস্‌বে বল্‌বে, যা বুঝবে তাই কর্‌বে, শাশুড়ী ঠেঙাবে, আমি বেঁচে থাক্‌তে তা হবে না। তুমি তো আমার সংসারে এক পয়সা দাও না। তোমার রোজগারের কোন প্রত্যাশাই করিনে—'

অন্নদা ঠাকুরাণী উগ্রকণ্ঠে বলিলেন 'তোমার মত শয়তান ছেলে কেন যে পেটে ধরেছিলাম—মা বাপের চোখের জলে কি তোমার ভালো হবে ? লেখা পড়ায় ধিক্—তুমি বংশের কুলাঙ্গার—'

প্রদীপ বলিল—'যেখানে সন্তান অপরাধ করে, সেখানে মা বাপের চোখের জল বা শাপ কার্য্যকরী হয় কিন্তু যেখানে সন্তান নির্য্যাতিত হয়, সেখানে বিপরীত ফল হয় ! মা বাপকেই কষ্ট ভোগ করতে হয়। তা না হলে প্রহ্লাদের জন্যে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করে ভগবানের আবির্ভাব হোতো না। পরের মেয়েকে এনে নিজের মেয়ের মত দেখ্‌বার প্রবৃত্তি যদি তোমার থাক্‌তো, তা হোলে এমন ব্যাপার ঘট্‌তো না। যাকে অগ্নি সাক্ষ্যি করে বিয়ে করেছি, বিনা অপরাধে তাকে অসহায় করে তুলতে পারি নে—'

লোকেন্দ্রবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—'বাঃ তোমার তো বেশ জ্ঞান হয়েছে দেখ্‌ছি, অধ্যাপকের মতই কথা বল্‌ছ বটে—তোমার হাতে যে সব ছেলে তৈরী হচ্ছে তারা তোমারই মত দেখ্‌ছি এক একটি রত্ন হবে। বেশ, বেশ—তা হলে বউকে নিয়ে এখুনি বিদেয় নিলে ভালো হয় না ?—'

প্রদীপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'বেশ তাই যাচ্ছি—'

করবী অন্তরালে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথা শুনিয়া উপরে চলিয়া গেল। ক্ষণিকাকে বলিল—'বউদি ! আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো—লক্ষ্মীটি নিয়ে চলো। তুমি তো জানো, মা আমাকে ভালো চোখে দেখে না—তোমরা চলে গেলে আমি থাক্‌তে পার্‌বো না—'

'—বেশ তো, তোমার দাদাকে বলে দেখি—কি বলে—'

'—ওসব কিছু জানি নে, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে—'

প্রদীপ উপরে আসিয়া ক্ষণিকাকে বলিল—'তা হোলে গুছিয়ে নাও, গাড়ী ডেকে আনি—'

'—ঠাকুরঝি আমাদের সঙ্গে যেতে চাচ্ছে—'

'—তুই কোথায় যাবি রে ক্ষেপা—বাসা ঠিক হয় নি, আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো তার ঠিক নেই—তারপর যুদ্ধ চল্‌ছে, যুদ্ধ শেষে ভারত পর্য্যন্ত আস্‌তে পারে—ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা আছে—তখন মুস্কিল—'

'—না দাদা আমি যাবো—ওসব কথা আমি শুন্‌বো না—'

'—আমাদের সঙ্গে গেলে বাবা মা তোর মুখ দেখ্‌বে না, বিয়ের টাকাও দেবে না—কেন কষ্ট পাবি—'

'—বিয়ে কর্‌লে তো টাকার কথা আর কষ্ট—সে হাসিমুখে নিতে রাজী আছি—'

প্রদীপ এ কথায় বিস্মিত হইল। বলিল—'সে কি কথা, বিয়ে কর্‌বি নে, তা কখনও হয়—তুই দেখ্‌ছি প্রগতি ঘেঁষা হয়ে পড়্‌লি—'

তারপর ক্ষণিকা স্বামীকে বুঝাইল করবী কাছে থাকিলে তাহার মন ভালো থাকিবে। উহাকে ফেলিয়া থাকাও ক্ষণিকার পক্ষে কষ্ট সাধ্য হইবে। বিশেষতঃ করবী যখন যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে তখন উহাকে ফেলিয়া যাওয়া যায় না! কষ্ট দেওয়া হয়। স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে প্রদীপ করবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। সে উৎসাহের সহিত ক্ষণিকার সঙ্গে কাপড় চোপড় গুছাইতে লাগিল। অন্নদা ঠাকুরাণী ঝিয়ের মুখে একথা জানিতে পারিয়া করবীকে বলিলেন—'তুইও যাচ্ছিস্‌ না কি—'

করবী ঈষৎ হাসিয়া বলিল'—হাঁ—'

'—মনে থাকে যেন বউদির ঠেঙান খেয়ে এ বাড়ী মুখো হলে জায়গা হবে না—এই শেষ—'

'—বেশ তো, এতবড় পৃথিবীর ভেতর যে কোন জায়গায় আমার ঠাঁই হবে, এখানে না হোক্—'

'— বউদির পাঠশালায় পড়ে খুব যে তৈরী হয়েছ দেখ্ছি—'

করবী কোন কথা না বলিয়া জিনিষ পত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। প্রদীপ ক্ষণিকা ও করবীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। বহুকাল পরে ক্ষণিকা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দ বোধ করিল।

গাড়ীতে উঠিয়া প্রদীপ ক্ষণিকাকে বলিল—'কিছু খেয়ে নিয়েছ—'

'—বলেছি তো ও ভিটেয় জলস্পর্শ করবো না,—চলো ষ্টেশনে গিয়ে খাবার খেয়ে নেওয়া যাবে—'

রাস্তার ধারে হরগোবিন্দবাবু ও লোকেন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। ঘোড়ার গাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন—'এঁরা চল্লেন কোথায়?—'

লোকেন্দ্রবাবু বলিলেন—'বুঝ্তেই পারছেন কোথায়—বুড়ো মা বাপ ফেলে ছেলে চল্লেন কল্কাতায় বউর কথায় নেচে—এযুগে বউই সার বস্তু—'

'—কোথায় গিয়ে সব উঠবেন—'

'—তা কি করে জান্বো—বোধ হয় বাসা করা হয়েছে বা করা হবে। এতদিন খাইয়ে মাখিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলাম, তার পরিণাম এই—'

'—আমার ছেলেও তো এক কাপড়ে উধাও—প্রায় তিন মাস হতে যায় বাবুর কোন খবর নেই—'

'—সে দিন আর নেই দাদা, পৃথিবীর পরিবর্ত্তন ঘটেছে—ছোট যারা তাদেরই দিন দিন আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। সে আদর্শ নেই, সে সমাজ নেই। সর্ব্বত্র অশান্তি—লেখাপড়া শিখিয়েও যা, না শিখিয়েও তাই—ছোট বড় সবারই মিলিটারী মেজাজ—'

ঘোড়ার গাড়ী ক্রমে ক্রমে উহাদের দৃষ্টির অন্তরাল হইল।

পূর্ব্ব হইতে বাসা ঠিক না করিয়া রাত্রিতে কোথায় গিয়া উঠিবে তাহাই প্রদীপ চিন্তা করিতে লাগিল। ক্ষণিকা বলিল—'ভাব্‌ছ কেন; ভগবান সব ঠিক করে দেবেন—না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে দু'একদিন থাক্‌ব, তবু এরকম জ্বালা তো পাব না—'

অন্নদা ঠাকুরাণী একাকী বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। লোকেন্দ্রবাবু আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বলিলেন—'কেঁদে কি হবে গিন্নি! প্রদীপ আমাদের পূর্ব্বজন্মের শত্রু, এজন্মে ছেলে হয়ে এসেছে—তা না হোলে অমন হয়—'

অন্নদা ঠাকুরাণী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—'মেয়েটাও শেষে ঐ রকম হলো, কাছে থাক্‌লো না। ও যদি কাছে থাক্‌তো—'

আর বলিতে পারিলেন না। লোকেন্দ্রবাবু বলিলেন—'চলে গিয়ে এক রকম ভালোই হয়েছে, লোকের কাছে মুখ দেখান যাবে। মান মর্য্যাদা কিছুই থাক্‌ছিল না—দেখো, ছেলেবেলায় মা বাপ হারিয়েছি, তাঁদের সেবা করতে পারলুম না বলে এখনো পর্য্যন্ত প্রাণটা কেঁদে ওঠে। আজকালকার ছেলে মেয়েরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত —স্বামীকে চেনে, বউকে চেনে, মা বাপকে চিন্‌তে চায় না—'

অন্নদা ঠাকুরাণী বলিলেন—'এখানে আর ভালো লাগ্‌ছে না, কোথাও যে যাবো, তারও উপায় নেই—পোড়া কপালে তিন কুলে কেউ নেই। ভাইবউ যে দজ্জাল, সেখানে গিয়েও থাক্‌বার জো নেই—'

লোকেন্দ্র বাবু বলিলেন—'কেন? এখানে কি তোমার মন বস্‌ছে না?—'

'—না বস্‌লেও বসাতে হবে, আমি আর কোথায় যাব—' এই কথা বলিতে বলিতে অন্নদা ঠাকুরাণী কাঁদিতে লাগিলেন।

লোকেন্দ্রবাবু অন্নদা ঠাকুরাণীকে বলিলেন—'কোথায় যেতে চাও, বলো—ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—'

'—তোমাকে ফেলে কোথায় যাব, বুড়ো বয়েসে দেখ্‌বে কে—বরং তুমি যদি সঙ্গে যাও তো কোথাও যাওয়া যেতে পারে—'

'—কিন্তু আমার পসার নষ্ট হয়ে যাবে, পাশের বাড়ীর হরগোবিন্দ বাবুটিকে জানো তো—মকেল ভাঙিয়ে নেবে। যা দু'চার হাজার করেছি, ও তো কিছুই নয়—বসে খেলে কতদিন—আর যা বাজার পড়েছে—'

'—তবে থাক্—'

'—বরং পূজোর সময় কোথাও ঘুরে আসা যাবে—'

তারপর লোকেন্দ্রবাবু স্ত্রীকে বুঝাইলেন যে তাঁহার নামে ব্যাঙ্কে যে দশ হাজার টাকা জমা আছে তাহাতেই অন্নদা ঠাকুরাণীর অবশিষ্ট জীবন তাঁহার অবর্ত্তমানে চলিয়া যাইবে।

স্বামীর এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া অন্নদা ঠাকুরাণী রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতে কোন রকমে আহারাদি শেষ করিয়া অন্নদা ঠাকুরাণী শয্যা গ্রহণ করিলেন।

স্বামীর সহিত কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল। প্রদীপের বাল্য জীবনের অধ্যায় লইয়া আলোচনা চলিতে থাকে। প্রদীপ কি ভীষণ দুরন্তই না ছিল—বকুনি, প্রহার, শেষে নির্জ্জন গৃহকোণে রাখিয়া তাহাকে শাস্তি দিতে হইয়াছে। কিন্তু পার্শ্বের বাড়ীর সন্দীপ মা বাপের অবহেলা পাইয়াও নিজের চেষ্টায় মানুষ, হরগোবিন্দ বাবু চিরদিনই কৃপণ। মাতৃহারা সন্দীপ বরাবরই সুবোধ বালকের মত লেখাপড়া করিয়াছে। এক প্রকার নিজের চেষ্টায় বি. এ, পাস করিয়াছে। কিন্তু প্রদীপের পশ্চাতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে হইয়াছে। শেষে এই পরিণাম! অন্নদা ঠাকুরাণী সন্দীপের প্রশংসা করিতে থাকেন এবং নিজের ছেলের নিন্দা করিতে করিতে বলেন— 'প্রদীপ একটা পশু—'

লোকেন্দ্র বাবু বলিলেন—'অমন ভাল ছেলে সন্দীপ, সেও তো বিগ্‌ড়ে গেল—'

অন্নদা ঠাকুরাণী বলিলেন—'বিমাতার দোষে, ঠাক্‌রুণটী বড় কম যান্ না তো—সতীনের ছেলে বলে অত হেনেস্তা। আমার ছেলে প্রদীপ, তাকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করে শেষে এই পরিণাম! সুন্দরী বউ পেয়ে আমাদের একেবারে মানুষ বলেই জ্ঞান করে না—পশু হয়ে গেছে—'

লোকেন্দ্র বাবু বলিলেন—'বয়সের দোষ গিন্নি—বয়সের দোষ—সোমত্ত সুন্দরী বউ পেয়ে ছেলের মাথা ঘুরে গেছে। বিয়ে না দিলেই পার্‌তে—'

'—সেই ত ভুল করেছি—'

কথা বলিতে বলিতে লোকেন্দ্র বাবুর নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইল কিন্তু অন্নদা ঠাকুরাণীর চোখে ঘুম নাই। মনে মনে তাঁহার যে সকল কল্পনা আর আশা ছিল, সমস্তই অন্তর্হিত। প্রদীপ যে এরূপ দুঃসাহসিকতা দেখাইয়া বধূকে লইয়া চলিয়া যাইবে, ইহা ভাবিতে পারেন নাই। অকৃতজ্ঞ পুত্র বিষাক্ত বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া গেল, ইহাই মনে বেশী ব্যথা দিয়াছে। নিজের মনে বলিলেন—'ওরা কি আস্‌বে!' কে যেন মনের ভিতর হইতে সাড়া দিয়া বলে—'আর আস্‌বে না—' এইরূপ চিন্তার দোল্‌নায় দুলিয়া অন্নদা ঠাকুরাণী শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

—তিন—

বাদলের সহিত মেঘের শৃঙ্গার আরম্ভ হইল।

আষাঢ় রজনী। সন্দীপের পক্ষে পথ চলা অসম্ভব। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে। সৌধ সঙ্কুল বিরাট নগরীর পথে বর্ষণমুখর রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। জনস্রোত হ্রাস পাইলেও জল-স্রোত হ্রাস পায় নাই। রাস্তায় গ্যাস পোষ্টগুলি যেন প্রহরীর মত আলো লইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সন্দীপের জীবনের মুকুলের যুগ অতিক্রান্ত—ব্যাকুল গন্ধের যুগ চলিতেছে। তিন বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়া উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখিল।

কো-এডুকেশন, নারী পুরুষ-সম্মিলিত নাইট ক্লাব, সবাক চিত্র, সিনেমা হল প্রভৃতি নব্য তান্ত্রিকতার পট ভুমিকায় রোমান্সের আবেষ্টনী রহিয়াছে। সহজ সুলভ বান্ধবী প্রাপ্তি, নারী পুরুষের পারস্পরিক পরিচয়ের পথে অবৈধ প্রণয়ের দুঃসাহসিকতা, নিঃসঙ্কোচে পরিচিত ব্যক্তিকে যৌন আবেদন নিবেদন সহরকে আনন্দমুখর করিয়া তুলিয়াছে। এ সহরে সন্দীপের যেন কোন স্থান নাই।

রাস্তার ধারে একখানি লাল রঙের বাড়ীর বাহিরে দরজার সংলগ্ন বারান্দার কাছে তাহাকে আশ্রয় লইতে হইল। তা ছাড়া কোন উপায়ই ছিলনা। ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল—দরজা খোলা। চিন্তা করিতেছিল কি উপায়ে বন্ধুর বাসায় গিয়া পৌঁছাইবে।

কয়েক দিন ধরিয়া কলেজের সতীর্থ বন্ধুদের মধ্যে কোন না কোন বন্ধুর আশ্রয়ে দিন কাটিয়া যাইতেছিল। কদিনই বা এইরূপে চলিতে পারে! বর্ণহিন্দুর পক্ষে চাকুরী হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও বর্ণ হিন্দুর স্থান নাই। তাহার উপর চাকুরীর ক্ষেত্রে রন্ধন শালা ও গৃহস্থালীর কাজ ছাড়িয়া শিক্ষিতা তরুণীরা ভিড় করিতেছে। অফিসেও নারী পুরুষের বিচিত্র সম্মিলন। তবে কি ভাগ্যে চাকুরী নাই? ব্যবসায় ভাগ্য পরিবর্ত্তন সম্ভব কিন্তু মূলধন কোথায়? সে নিরাশ্রয়—পথ হারা সর্ব্বহারা।

কিছুক্ষণ পরে উপর হইতে নারী কণ্ঠের মিহি আর্ত্তনাদ শোনা গেল—'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও—আমাকে মেরে ফেল্‌লে—'

কয়েকবার এই রকম আর্ত্তনাদ শুনিবার পর ইতস্ততঃ করিয়া সন্দীপ উপরে উঠিল। দেখিল সুন্দর সুপ্রশস্ত ঘরের সর্ব্বাঙ্গে বিলাসিতার উপকরণ ঝলমল করিতেছে—সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মত সুন্দরী যুবতী এলোমেলো অবস্থায় একটি যুবকের হস্তে নির্য্যাতিত হইতেছে। স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বেদনা অনুভব করিল। ভাবিল—এসে তো অন্যায় করা হয়েছে।

তাহাকে দেখিয়াই যুবকটি রোষ বিস্ফারিত নেত্রে বলিল—'চলে যান্ বল্‌ছি—নতুবা আপনাকে বিপদে ফেল্‌বো—'

যুবতী তাহাকে বলিল—'আমাকে বাঁচান এই লম্পটের হাত থেকে—'

সন্দীপ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া শীর্ণকায় যুবকের হাত ধরিতে গেল। সে বাধা দিল। শেষে সন্দীপের শক্তির কাছে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

বলিল—'আচ্ছা, এরপর দেখে নেবো—'

যুবতী তাহার অৰ্দ্ধনগ্ন দেহটিকে ঠিক করিতে করিতে বেঠিক অবস্থায় গৰ্জ্জন করিয়া যুবককে বলিল—'আর এক মুহূর্ত্ত, আর এক দণ্ডও যদি এখানে থাকো তা হোলে তোমাকে পয়জার মেরে তাড়িয়ে দেবো—যাও বল্‌ছি—'

উন্মাদবৎ গৰ্জ্জনকারী যুবকটি সন্দীপের মুখের দিকে ক্রূর দৃষ্টি দিয়া বলিল—'যাচ্ছি, আর আস্‌ছিনে। মনে থাকে যেন আমার সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ তুমি—তুমি—'

যুবতী বলিল—'তোমারও যেন মনে থাকে আমাকে সহরে এনে সর্ব্বস্বান্ত করেছ, বিপন্ন করেছ, শুধু মুখ পুড়িয়ে ক্ষান্ত হও নি—'

যুবকটি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল—'তোমার খুব ভাগ্যের জোর যে এই ভদ্রলোক এসে পড়েছেন নতুবা তোমাকে খুন করে ফেল্‌তাম—'

ব্যাপারটা ঝগড়ার ভিতর দিয়া কিছু বুঝা গেল।

অবস্থাপন্ন ঘরের দুইটি তরুণ হৃদয় অবৈধ সঙ্গলিপ্সার উদ্দীপনায় সুখের নীড় রচনা করিতে আসিয়া শেষে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। সন্দীপ মনে ব্যথা পাইল। বলিল—'ঝগড়া বিবাদ কেন! মিটিয়ে নিন্‌—'

তরুণী অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। বলিল—'ঐ শয়তান যে আমার কত ক্ষতি করেছে তা যদি জান্‌তেন—একটা আকাটকে—' বলিতে পারিল না। তাহার চোখের জল সন্দীপের মন দুলাইয়া দিল।

মুষল ধারায় বর্ষণ হইতেছিল। যুবকটি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অশ্রুভারাক্রান্তা তরুণীকে কি বলিবে, কি ভাবে সান্ত্বনা দিবে কিছু ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

চাকর আসিয়া বলিল—'মা! এই বৃষ্টি মাথায় বাবু কোথায় গেলেন—'

তরুণী গম্ভীর হইয়া বলিল—'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?—'

'—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—'

'—এত ঘুম! তোমার মত চাকর রেখে আমার লাভ কি?—যাও বাইরের দরজা বন্ধ করে তোমার ডেরায় গিয়ে ঘুমোও গে—'

'—বাবু আস্‌বেন না?—'

'—না, না—যাও—'

তরুণীর রূঢ় ভাষা শুনিয়া চাকর চলিয়া গেল।

সন্দীপ বলিল—'রাত হয়ে আসছে, তা হোলে উঠি—'

তরুণী নম্রকণ্ঠে স্বর সংযোগ করিয়া বলিল—'এই বৃষ্টিতে কি করে যাবেন? এখন এখানে বসুন—জলে পড়েন নি তো—'

তারপর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সকল জায়গায় যুবকটি নখাঘাত ও দংশন করিয়াছিল, সেই সকল জায়গা ফুলো ফুলো দেখাইতে লাগিল। এক একটি জায়গায় রক্তের জমাট, কোন কোন জায়গায় বা রক্তের বিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

তরুণী উত্তেজিত হইয়া বলিল—'বলুন তো, ও পশু নয়!'

তাহার বুকের লাল থোকা ফুলের কুঁড়ি পর্য্যন্ত আহত দেখিয়া সন্দীপের মনে কষ্ট হইল এই ভাবিয়া যে, একটা পারিজাত কুঞ্জ পাশবিক অত্যাচারে ছিন্ন-ভিন্ন।

ক্রমেই আলাপ ঘনীভূত হইয়া উঠে। ঘড়ির কাঁটাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া দশটার দাগে আসিয়া ঘা দেয়। ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিতেই সন্দীপের মন অস্থির হইল। তাহাকে বাসায় ফিরিতে হইবে, আর থাকা চলে না।

ঝড় থামিয়া যাওয়ার পর যেমন প্রাকৃতিক অবস্থা হয়, তেমনই অবস্থা তরুণীর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। নিরিবিলি নিঃসঙ্কোচে বলিল—'আজ রাত্রে আমার এখানে থেকে যান—'

সন্দীপ একটু ভাবিয়া বলিল—'ভালো দেখায় না—'

তরুণী সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আমার আবার ভালো মন্দ, একদিন যাকে দুষ্প্রাপ্য বলে মনে করেছি সে যখন আমাকে শুধু ধরা দিল না, একেবারে আত্মীয় হয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এখানে এলো তখন ভাব্‌লাম বুঝি আকাশের চাঁদ আমার মুঠোর মধ্যেই রইলো—বি, এ পাশ করেও তার জন্যে কিছু করা হোল না—'

তরুণী বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। তাহার চোখের কোণে জল দেখা দিল। একটু স্তব্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—'নানা আকারে বেষ্টন করে রাখ্‌বার চেষ্টা করেছি তাকে। শেষে বিনিময়ে অত্যাচার পেয়ে পেয়ে তিনটি বছর কেটে গেল, আর অনুরাগ দেখাবার ধৈর্য্য হারিয়েছি। মদ আর রেস খেলার মাত্রা এতই বেড়ে গেছে যে ওকে পুষ্‌বার মত ক্ষমতা আমার নেই। আমার কথা ছেড়েই দিলাম, একটা বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পার্‌তো। আমার জন্যে বাপের ত্যাজ্যপুত্র, আমার গলগ্রহ। আমিও তারই প্রলোভনে পড়ে সব হারালাম—সার্থকতা পেলাম কই?' সন্দীপ একথায় চমকাইয়া উঠিল। আপন মনে বলিল—'আমিও ত্যাজ্যপুত্র—'

তারপর উহাদের ভালোবাসা কিরূপভাবে হইয়াছিল, তা অকপট ভাবে বলিল—উভয়ের নামও এই প্রসঙ্গে অজানা রহিল না। সন্দীপ ভাবিল—'নামের প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে তার জীবন গড়ে ওঠে নামের শক্তিতে, রবীন্দ্রনাথের নাম যদি গোবর্দ্ধন হোতো, কখনই তিনি কবি হোতে পারতেন না। যুবকটির নাম পরাগ—অথচ এত পাষণ্ড! এর নাম ছন্দা,—বেশ নাম—হ্যাঁ ছন্দাই বটে—পরাগ পাষণ্ড হয় কি ক'রে!—'

যাহা হউক পরাগের সহিত ছন্দার ভালোবাসা এমন অসাধারণ নয়—সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই। পরাগের বোনের সঙ্গে ছন্দার ভালোবাসাবাসি ছিল। তাহাই উহাদের ভালোবাসার কেন্দ্রগত গুপ্ত উৎস।

সন্দীপের বয়সের গণ্ডী ছন্দার বয়সের খানিকটা পার হইয়া আসিয়াছিল মাত্র। তাই ছন্দার দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক হইল এই হিসাবে যে,—ছন্দা নারী—একান্ত অসহায়া।

সন্দীপ বলিল—'দেশে গেলে ভালো হয় না? ব্যবস্থা করতে পারি—'

ছন্দা উত্তেজিতা হইয়া বলিল—'বাড়ী আর ফিরবো না, সহরেই আমাকে থাকতে হবে—'

নিভৃতে সন্দীপ উহাকে যত বুঝাইতে চায়, ছন্দা অবুঝের মত কথা বলিতে থাকে। সন্দীপকে সে অবলম্বনরূপে পাইতে উদ্যত। একটি রাত্রের কিছুক্ষণের আলাপে সন্দীপ তরুণী নারীর এরূপ মনোভাবে বিস্মিত হইল। রাত্রিতে থাকিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ

জানাইতে লাগিল, বারে বারেই প্রত্যাখ্যান করিয়া সন্দীপ বলিল—'ভালো দেখায় না, পরাগবাবু ফিরে এসে অন্য কিছু ভাব্‌তে পারেন —'

ধৈর্য্যের সহিত ছন্দা বলিল—'ভাব্‌বার কি আছে, তার ফির্‌বার সম্ভাবনা আর নেই। অন্ততঃ আজ রাত্রিটা এখানে থাক্‌লে আমার মনটা ভালো থাক্‌বে—এটুকু সৎসাহস আপনার নেই !'

সন্দীপ নিরুত্তর। শেষে ছন্দা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং কৌচের পৃষ্ঠভাগে মাথা ঠেস্ দিয়া রহিল। তাহার নারীসুলভ অন্তহীন উচ্ছ্বাস এবং কাতরোক্তি সন্দীপের মর্ম্ম স্পর্শ করিল।

আপন মনে বলিল—'একটী সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের কি শোচনীয় পরিণাম ! অস্বাভাবিক কিছু নয়—'

নিস্তব্ধ রাত্রি। পৃথিবীর বোধহয় সকলেই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জাগিয়াছিল সন্দীপ ও ছন্দা।

একটু পরে খুব ছোট গেলাসের এক গেলাস সুরা আনিয়া বলিল—'চল্‌বে কি ?'

সন্দীপ বিস্মিত হইল। বলিল—'না—'

ছন্দা সন্দীপের সন্মুখে সুরা পান করিল। কৈফিয়ৎ হিসাবে বলিল স্নায়ু সুস্থ রাখিবার জন্য তাহাকে মাঝে মাঝে পান করিতে হয় এবং সহরের বহু অভিজাত পরিবারের মেয়েরা এরূপ পানে অভ্যস্ত—ইহা এমন কিছু নয়। একথা ওকথা চলিতে চলিতে বোধহয় ছন্দা উত্তেজনা অনুভব করিতেছিল। সন্দীপ এ উত্তেজনায় নীরব হইয়া রহিল। মনে পড়িল করবীর কথা। সেই পল্লী মেয়ের অনাড়ম্বর জীবনের মাধুর্য্যপূর্ণ অধ্যায় তাহার সন্মুখে উজ্জল হইল।

এই রাত্রে একটি সুন্দরী যুবতীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহার উত্তেজনা অপেক্ষা ভয়ের উদ্রেক হইল বেশী। সে বুঝিল পরকীয়া প্রেমে শুধু আনন্দ নয়, ভয়ও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে নারী উগ্ররূপা ছিল, সে এখন প্রণয়-ভিখারিণী। হঠাৎ সে সন্দীপকে জড়াইয়া আবেগে অস্ফুট স্বরে বলিল—'তোমাকে আমার বেশ ভালো লাগ্‌ছে—আমাকে ফেলে চলে যাবে?—বলো?—'

এখানেই সন্দীপ সমস্যায় পড়িল। কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

রাত্রির পারিপার্শ্বিকতার ভিতর ছন্দার সংস্পর্শে আসিয়া মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহা অনুভব করিলেও এই সুন্দরী তরুণীর নিকট ব্যক্ত করিতে সাহসী হয় না।

রাস্তায় ট্রাফিকের শব্দ নাই। বৃষ্টির বেগ নাই, বহুক্ষণ পর পর এক আধখানি মোটরের আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল—রিক্সার টুং টুং আওয়াজ মধ্যে মধ্যে করুণ শুনাইতেছিল। এদিকে ছন্দার হাসি, অঙ্গভঙ্গী, মধুর কণ্ঠস্বর, দেহের দোলায়মান গতিরেখা সন্দীপের মধ্যে উদ্দীপনাই অনবরত জাগাইয়া তুলিল—হৃদয়ের স্পন্দন সচরাচর অপেক্ষা বেশী দ্রুত হইয়া উঠিল। কথাবার্ত্তায় ছন্দার বামপন্থী মানসিক গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া সন্দীপকে একটু চিন্তায় পড়িতে হইল। বারে বারে মনে পড়ে করবীর কথা।

ঘড়ির কাঁটা এগারোটার দাগে আসিল। ছন্দা ব্যগ্রতার স্বরে বলিল—'এসো খাবার ঘরে—বোধ হয় খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।—আহারটা শেষ করা যাক্—'

সন্দীপ আপত্তি জানাইয়া বলিল—'আমি যেতে চাই, বরং কাল আসবো'খন—'

হঠাৎ হাতখানি ধরিয়া ছন্দা বলিল—'সে কি হয়?—আজ রাত্রে আমার এখানেই থাকো—'

একটু চিন্তা মগ্ন ভাব দেখাইয়া সন্দীপ বলিল—'যে বাসায় থাকি, তারা ভাব্‌তে পারে—হয়তো খোঁজাখুঁজি কর্‌ছে—'

ছন্দা কোন মতেই তাহাকে যাইতে দিতে চায় না। তখন সন্দীপ বলিল—'প্রত্যাখ্যান কর্‌লে হয়তো বিপদে ফেল্‌তে পারে। ও স্ত্রীলোক, আমি পুরুষ।' সন্দীপ ছন্দার সহিত আহার করিতে গেল।

ছন্দার কার্য্যকালাপ দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত। ভাবিল—'নারী এমনও হয়!'

বাদল রজনীতে ছন্দার সঙ্গে সন্দীপের প্রথম নৈশযাপনা। ছন্দা ভুলিয়া গেল কিছুক্ষণ পূর্ব্বের বীভৎস অত্যাচার ও কটুকাটব্য উক্তি। উহার হাসি, উহার অঙ্গভঙ্গী, উহার কণ্ঠস্বর, উহার অনবদ্যরূপ, উহার দেহের দোলায়মান গতিরেখা সন্দীপের মধ্যে অনবরত উদ্দীপনা জন্মাইয়া তুলিল। এরূপ সুখরজনীর আবেষ্টনীর মধ্যে অন্তরের মাদকতা অনুভব করিল এবং স্নায়ু উত্তেজিত হইল।

বৃষ্টির বেগ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইল। উভয়ের প্রাণের মন্থর আবেগ দ্রুত হইল। চোখে ঘুম নাই, রাত্রি দুইটা বাজিল। একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নব পরিচয়ের ভিতর ছন্দা ও সন্দীপের পারস্পারিক মনের ঘাত প্রতিঘাত পৌরাণিক যুগের সমুদ্রমন্থনের গতিবেগের মতই উদ্দাম ও চঞ্চল হইল।

ছন্দা বলিল—'দেহের চেয়ে মনের তাগিদে নারী পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে—ভালোবাসে। ক্ষণিক স্পর্শই অনন্ত সুখের আনন্দ এনে দেয়—তোমাকে পেয়েছি মনের তাগিদে, দেহটা তো গৌণ। তুমি আমার কাছে থাকো—'

সন্দীপ এককথায় ভরসা বোধ করিল এই হিসাবে যে, সে বেকার যুবক, কলিকাতায় চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তবে আত্মসম্মানের পক্ষে আপত্তি জনক বোধ করিল; কেননা ছন্দা সঙ্গতিপন্না, সে দারিদ্র্য পীড়িত। তারপর যে নারী প্রথম পরিচয়েই দেহ মনের উত্তেজনা আনিয়া যৌন আবেগের দ্বারা আদিম প্রবৃত্তি সচেতন করে এবং যৌবনের ঘন দীপ্ত বিহার সুখ উপভোগ করিতে উদ্যত, সে নারীর কাম ও কামনার ইন্ধন জুগাইতে জুগাইতে সে হয়তো অধঃপতনের চরম সীমানায় উপস্থিত হইতে পারে। এ রাত্রে তাহার আলিঙ্গনের মাঝে কেবলই কাঁপিয়া উঠিয়াছে সেই কথা।

করবীর মুখখানি মনে পড়ে। সে আত্মসম্বিৎ হারায়—ভাবে—'না, না এখানে থাকা চলে না। ছন্দার সৌন্দর্য্যদাহে শেষে কি নিজেকে হারাবো।' বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের 'রূপ বহ্নির' কথা মনে পড়ে।

ছন্দা হঠাৎ আলিঙ্গন করিয়া বলিল—'কি চুপ করে রইলে যে, এখানে থাকো, তোমার কোন ভাবনা নেই—চাকুরীর জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। আমি আছি,—প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি আমাদের আনন্দ দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বে—আমাদের একত্র নৈশযাপনা মধুর হয়ে উঠবে—'

ছন্দা তাহাকে ভাবিবার সময় দেয় না, সন্দীপ প্রমাদ গণিল। করবীর সহিত তাহার যে ভালোবাসা, তাহাতে স্নিগ্ধতা এবং মাধুর্য্য

ছিল, যেমন ছেলেবেলায় সচরাচর ছেলে মেয়েদের মধ্যে থাকে। ছন্দার আসঙ্গলিপ্সায় উগ্রতা আছে, সুরার মত সক্রিয়তা আছে এবং কামনার তীব্রতা আছে।

সন্দীপ শেষে বলিল—'বেশ তোমার কাছেই থাক্‌বো—'

ছন্দা অপরিসীম আনন্দ বোধ করিল। পরাগ চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং একজনকে অবলম্বন না করিয়া সহরে থাকা যায় না। নারীর পক্ষে একা থাকাই সমস্যাজনক।

ছন্দা এলোমেলো চুলগুলি সরাইয়া বলিল—'এ বিশাল পৃথিবীতে আজ থেকে তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই। তুমিই বা আমার কে? কেউ নয়, অথচ কত আপনার—'

ঘুমের ঝুরির মত ছন্দার কুঞ্চিত চুলগুলি লুইয়া পড়িল পালঙ্কের ধারে। সন্দীপ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছন্দাকে দেখিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল—'এরূপ পরমা সুন্দরী আজও পর্য্যন্ত চোখে পড়েনি—এতরূপ!' এ রূপ অপরূপ হইলেও অগ্নিশিখার মত দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট, একথা ভাবিবার অবকাশ সন্দীপের মধ্যে নাই। রজনী ধীরে ধীরে প্রভাতের পথে যাত্রা করিল।

চার

—'একখানা entire বাড়ী নিলে খাতির পেতে—'

ক্ষণিকার এই কথায় বিস্মিত হইয়া প্রদীপ বলিল—'এর মানে?'

—'এর মানে আভিজাত্য থাকতো, আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে খাতির পেতে—'

—'আত্মীয় স্বজন বল্‌তে তো প্রধানতঃ বোঝায় তোমার বাপের বাড়ীর দল—'

—'তাঁদের কথাই বল্‌ছি—'ফ্লাট' বাড়ীকে তাঁরা মেস বাড়ী বলেন, এখানে এলে তাঁদের মাথা কাটা যাবে—'

—'কে বল্‌ছিলেন?—'

'—আবার কে? তোমার নভেল বিদুষী বড় শালাজ যাঁর আভিজাত্য যাঁর রূপগর্ব্ব সব চেয়ে বেশী—'

'—একে তো কেউ আমাদের মানুষ বলে জ্ঞান করেন না, না হয় এবার থেকে আমাদের ছায়া ডিঙোবেন না—'

এই কথা বলিয়া প্রদীপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে শয়ন কক্ষে কাপড় চোপড় ছাড়িতে গেল। ফ্লাটের মধ্যে তিনখানি ঘর, এক খানি ড্রইং রুম ও দুইখানি শোবার ঘর।

বনগ্রাম হইতে বাহির হইয়া কলিকাতায় আসিবার পর বেগতিকে পড়িয়া দুই চারিদিনের জন্য খিদিরপুরে পিত্রালয়ে ননদ লইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই সে বুঝিয়াছে

যে দুঃসময়ে আত্মীয়স্বজন ঘৃণার চক্ষে দেখে। তাই প্রদীপ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলে ক্ষণিকা করবীকে বলিল—'দিতে থুতে পারতাম তো বাপের বাড়ী সাময়িক আদর হোতো। বোনেদের কলিকাতায় বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, এর চেয়ে উঁচুদরের আভিজাত্য পতনোন্মুখ বাঙালী জাতির পক্ষে কতটা হোতে পারে?—নিরেট মুখ্যু ভগ্নিপতি-দের আদর আছে, অধ্যাপক স্বামীর কোন মূল্য নেই—বিদ্যার আবার মূল্য কি?—'

'—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছ কেন বউদি, এর জন্যে অভিমান করে কি হবে—আমাদের উচিত্‌ ছিল হোটেলে গিয়ে ওঠা—'

'—তোমার ভাইটি যে ঐ এক ধরণের মানুষ, তা না হলে আমার কপালে এত দুঃখ্য! বল্‌লাম প্রাইভেট কলেজে পড়িয়ে মাস গেলে একশো টাকা না নিয়ে বরং ব্যবসা করো। পয়সা হোলে সবাই এসে খোসামোদ করবে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপক, তার আবার মূল্য কি?—'

'—বউদি! তোমার বড় ভাই বউটি যাই বলনা একটি অদ্ভুত মেয়ে ছেলে - সাম্‌নে একরকম, পেছনে অন্য রকম—'

'—উনিই তো বেশী নাক সিঁটকোন কিনা। ভাইবউদের খোসামোদ করতে পারলে বাপের বাড়ীর মন পাওয়া যায়। সে আমি চাই নে—তোমার যখন বিয়ে হবে, কোন আত্মীয় স্বজনকেই বল্‌বো না—যাদের তিন পুরুষ কেরাণীগিরি করে আসছে, তারা তাদের ঘরের মেয়েকে আভিজাত্য, ষ্টাইল দেখাতে আসে?—আমার শ্বশুর উকীল, আমার স্বামী অধ্যাপক—কেরাণী নয়—'

—'বউদি' মাথা খারাপ করো না। আর আমরা যাবোনা ওখানে তাহোলেই তো হোলো—'

—'কপালগুণে যেমন শ্বশুর বাড়ী, তেম্নি বাপের বাড়ী—'

এমন সময় পাশের ফ্ল্যাটের বধূটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষণিকা তাহাকে বসিতে দিল। অন্য প্রসঙ্গ উঠিল। বধূটী একজন লেখিকা, স্বামী রেলওয়ে অফিসার। ভারি মিশুক, শ্যামবাজারের এই ফ্লাট বাড়ীতে আসিবার দিন হইতে এই বধূ দুই বেলা আসিয়া খোঁজ খবর লইতেছে।

ক্ষণিকা প্রশ্ন করিল—'আজ তো আপনার মোটে সাড়া শব্দ পাচ্ছিলাম না। ভাব্‌লাম দিদি বুঝি কোথায় গিয়েছেন—'

—'তা নয় দিদি, একখানি উপন্যাস লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি। সারাদিন ধরে কয়েকটী চরিত্র আমার মনের মধ্যে এম্‌নি ঘরবাড়ী করে বসেছিল যে ওদের ব্যবস্থা না করে, উঠতে পারছিলাম না—'

—'উপন্যাসে আপনার জীবনের কোন ঘটনা বা তার ছাপ আছে নাকি ?—'

ক্ষণিকা এরূপভাবে প্রশ্ন করিবে বধূটি মোটেই ভাবিতে পারেন নাই। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল—'তা হবে না দিদি বল্‌তে হবে—'

—'আমার জীবনে এমন কিছু ঘটনা নেই, তবে যাঁর সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে হোলোনা—এই একটা ঘটনা। এটুকু নিয়ে তো উপন্যাস হয়না—'

—'আপনাদের কলমের জোরে সবই হয়—আপনি বুঝি সে ভদ্রলোকের 'লভ'এ পড়েছিলেন ?—'

'—'লভ' এ পড়েছিলাম কিনা জানিনে, তবে তাঁকে আমার ভালো লাগ্‌তো—'

এমন সময়ে ক্ষণিকাকে প্রদীপকুমার ডাকিতেই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

করবী বলিল—'আপনার মাসিক পত্রিকা আসে—'

'—'হ্যাঁ, অনেক মাসিক পত্রিকা আসে,—তোমার চাই—'

'—পেলে মন্দ হয়না—'

'—চলো, তোমাকে দিচ্ছি—'

করবী বধূটীর সহিত পাশের ফ্লাটে গেল। যে মাসিক পত্রিকাখানি বধূটির নিকট হইতে পাওয়া গেল, তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে করবী একটি কবিতা দেখিতে পাইল—প্রেমের কাব্যরসে তাহা সিক্ত।

কবিতাটীর নাম—'তোমারে চিনেছি আমি—' নীচে সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম লেখা।

নাম দেখিয়া প্রথমে শুধু উৎফুল্ল হইল না, বিস্মিত হইল। পড়িয়া খুসী হইতে পারিল না।

একটি তরুণীকে উল্লেখ করিয়া লেখা—প্রথমে নজরে পড়িল—

করবীর চেয়ে সুন্দরী তুমি আমার প্রাণের ছন্দা,
তোমারে চিনেছি হৃদি বিনিময়ে প্রেমের অলোকানন্দা।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। এ অলোকানন্দাটি কে! তবে কি দীপুদা কোন তরুণীর প্রেমে পড়িয়াছে! মুখখানি ম্লান হইল, ভাবিতে পারিল না। ক্রন্দন গুমরিয়া ওঠে। তাহার হৃদয়ে যত ফুল ফোটে সমস্তই যাহাকে নিবেদন করে সে মানুষ কেমন করিয়া অপরের প্রতি অনুরাগ জানায়! পুরুষ মাত্রেই কি এইরূপ অথবা কবিরা এরূপ

স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে? কে সে তরুণী? তাহার রূপ সৌন্দর্য্য মন টলাইবার মত কি? এ প্রশ্নের উত্তর মনের ভিতর হইতে পায় না, বাহিরে অসোয়াস্তি বোধ করে। তাহার নবীন বসন্ত যাহাকে অর্ঘ্য দিয়াছে সেই সন্দীপ কোথায়, কেমন করিয়া সে ভুলিয়াছে তাহার প্রাণের করবীকে—চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে বারে বারে তাহা উদ্দীপিত হয়। আপন মনে বলিল—'তোমার স্মৃতি আমার জীবনের যন্ত্রণা ও সান্ত্বনা—তোমাকে বুঝ্‌তে পারলাম না—'

মাসিক পত্রিকাখানি লইয়া বিমর্ষ ভাবে ফ্লাটের মধ্যে প্রবেশ করিতেই ক্ষণিকা বলিল—'ওখানা দেখি—'

গম্ভীর ভাবে করবী মাসিক পত্রিকাখানি ক্ষণিকার হাতে দিয়া ধীরে নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। অনির্দ্দিষ্ট ব্যাকুলতা, অথচ চিত্তের স্থিতিভাব নাই। ক্ষণিকা করবীর গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া একটু বিস্মিত হইল। মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু বলিল না। করবীর আকস্মিক পরিবর্ত্তন ক্ষণিকার চিত্ত আন্দোলিত করিল।

সন্ধ্যার সময় প্রাইভেট টিউটর পড়াইতে আসিল। ক্ষণিকা আসিয়া ডাকিল—'ঠাকুর ঝি! ওঠো, সন্ধ্যেবেলায় শুয়ো না, মাষ্টার মশায় এসেছেন—'

অন্তরে তখনও চিন্তার আলোড়ন চলিতেছিল। বলিল—'আজ আর পড়্‌বো না—শরীর ভালো নয়—'

ক্ষণিকা প্রাইভেট টিউটরকে বলিল—'করবী আজ আর পড়্‌বে না—'

মাষ্টার চলিয়া গেল।

করবীর আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া ক্ষণিকা একটু চিন্তিত হইল। ভাবিল এরূপ পরিবর্ত্তন কেন? মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল

নিশ্চয়ই কিছু হইয়াছে। বধূটী কোন মর্ম্মঘাতী কথা তাহাকে বলে নাই তো! ক্ষণিকা মালবিকাকে একটু বক্র দৃষ্টি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করে, সহজভাবে তাহার সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখায়। তাহার যেন মনে হয় মালবিকার অন্তরে কোন প্রচ্ছন্ন রহস্য লুক্কায়িত, হয়তো একেবারে অমূলক নাও হইতে পারে, তবে তাহার এ ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

রাত্রিতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শুইয়া শুইয়া কথা হয়।

ক্ষণিকা বলে—'ঠাকুরঝির কি যে হোলো বুঝলাম না, কিছু বলেও না। মুখ বুঁজে খেয়ে গেল। অন্য দিনের মত স্ফূর্ত্তি নেই।—'

প্রদীপ উত্তর দেয়—'পড়ার বড়ো চাপ, ভাবনা ঢুকেছে আর কি—সাম্‌নে পরীক্ষা তো—'

ক্ষণিকা স্বামীর একথা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, তবু মন বোঝে না। ভাবে বধূটী কিছু বলে নাই তো! আবার এক এক সময়ে মনের মধ্যে উদয় হইতে লাগিল হয়তো করবী এবং তরুণ মাষ্টারটীর মধ্যে কোনরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইতে পারে।

ক্ষণিকার চিন্তা-বৈচিত্র্যের মধ্যে করবীর সম্বন্ধে মানসিকতা সাগর-চ্যুত একটি বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের মত আসিয়া পৌঁছিল।

ক্ষণিকার চোখে ঘুম নাই। প্রদীপ তাহাকে নিবিড় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। ক্ষণিকার অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বহিঃপ্রকৃতির পার্থক্য আছে। যাহা বাহিরে দেখায় বা পাঁচজনের সঙ্গে বলে, তাহা তাহার মনের কথা নয়। তবে, সময়ে সময়ে নিগূঢ় অপ্রিয় সত্য বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

ক্ষণিকার মত গৃহস্থের বধূ সত্যহ [illegible] একদিকে যেমন পারিবারিকতার প্রতি নিগূঢ় নিষ্ঠা, অন্যাদ [illegible] র্ত্তব্যবুদ্ধি এবং হিতাহিত জ্ঞানের প্রখরতা। সংসারে অনা [illegible] ক্ষিতা বধূ সময়ে সময়ে অসহ্য হইয়া উঠিয়া চিত্তের উষ্ণতার [illegible] পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে চলিয়া যাইবে কি [illegible] স্থৈর্য্য আসিলেই সে নিজের পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিয়া [illegible] হইয়াছে এই হিসাবে যে, দাম্পত্য জীবন ছিন্ন করিয়া স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেলে শুধু সে শান্তি পাইবে না, স্বামীও মর্ম্মবেদনা পাইবে—সমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে না।

শিক্ষিতা বধূ পিত্রালয়ের ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ, শ্বশুর বাড়ীর লাঞ্ছনায় ক্ষিপ্তপ্রায়—মধ্যে স্বামী—সেই একমাত্র অবলম্বন। নিজের মনে ভাবে স্বামী যদি অত্যাচার করিত তাহা হইলে তাহার পক্ষে জীবনধারণের কোন প্রয়োজন ছিল না। ক্ষণিকাকে হিন্দুর ঘরের সতীলক্ষ্মী বলা যায়, নিষ্কলঙ্ক চারিত্রিকতা মিথ্যা অপকলঙ্কের দ্বারা আবৃত—ইহাই দুঃখ।

তাহার ইচ্ছা করবীকেও আদর্শ পারিবারিক গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিবে, খুব উচ্চ শিক্ষা দিয়া তাহার চিত্ত বিভ্রম না ঘটাইয়া বরং মোটামুটি বিদ্যার্জ্জন করাইয়া বিবাহ দিবে। ক্ষণিকার মধ্যে যেটুকু বিপ্লবী মনের উত্তেজনা আসে তাহা তাহার অবচেতন মন হইতে উদ্ভূত নয়। পারিপার্শ্বিকতার চাপেই সে উত্তেজনা আসে। বাহিরের লোক ভাবে ক্ষণিকা সংস্কারবাদী। স্বামী প্রদীপ কুমারের ইচ্ছা অন্যরূপ। সে চায় ভগ্নীকে উচ্চ শিক্ষিতা করিয়া আধুনিকতায় আসক্ত করিতে। কিন্তু করবীর মন সন্দীপের জন্য ব্যাকুল—সন্দীপ যদি তাহার জীবনকে গ্রহণ না করে তাহা হইলে সে অন্য পাত্র

দেখিবে। মানু[illegible]হা, অদৃষ্ট দেবতা সর্ব্ব সময়ে তাহা সিদ্ধির পথে আনিয়া [illegible] না এজন্যই তো জীবন বিড়ম্বিত হয়।

সহজভাবে[illegible]

[illegible] ভা[illegible]

—পাঁচ—

পরাগ ছন্দার প্রেম পাইয়াও নিজের দোষে হারাইল। এই ছন্দার জন্যই পিতার ময়মনসিংহের জমিদারীর এক চতুর্থাংশের মায়া এবং আসামের চা বাগানের কিছু অংশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ছন্দার পিতা বড় ব্যবসায়ী—টাঙ্গাইলে তাঁহার মস্ত মসলার কারবার। [illegible] অশুভ ক্ষণেই না ছন্দার সহিত পরাগের বোন মালবিকার আলা[illegible] পরিচয় ও ভাব হইয়াছিল! পাঁচ বছর পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে। জাহাজ চলিতে থাকে—পরাগ ডেকের উপর দাঁড়াইয়া চিন্তা করে দূর অতীতের কথা। যে পরাগ আবাল্য সুখে লালিত পালিত এবং সমগ্র পরিবারের আদরের বস্তু ছিল, উচ্চশিক্ষা পাইয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল, এই ছন্দার রূপমোহে আচ্ছন্ন হইয়া একদা আত্মহারা হইয়া গোপনে অবৈধ প্রণয়ের অনুরাগ আরম্ভ করিল। সেদিনও বুঝিতে পারে নাই ছন্দার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। মালবিকা কেনই বা পরিচয় করাইয়া দিল—এই কথা ভাবে। মনে বেদনা অনুভব করে। শেষে নিজের মনে বলে—'লুকিয়ে প্রেম করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি না করলে ধরাও পড়তাম না। পালিয়ে আসতে

হোতো না। মালবিকাই তো সর্ব্বনাশের মূল। মাকে বলে দিল, ঢি ঢি পড়ে গেল। বরাত এমনই মন্দ—রেস আর মদটা না ধর্‌লেই ছিলো ভালো। ছন্দাকে আর জীবনে পাবো না? [illegible] ঝাঁটা খাওয়াও ধাতে সহ্য হবে না।'

একটি সিগারেট ধরাইয়া একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া পদ চারণা করিতে থাকে। এস, এস, 'সান্‌থিয়া' জাহাজ বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি ভেদ করিয়া চলিতেছে। তারপর নিজের মনে বলে—'ভাগ্যিস্ প্রশান্ত ছিল, ওদের আশ্রয় না পেলে আজ বর্ম্মা যাওয়ার আশা ত্যাগ কর্‌তে হতো। প্রশান্ত আজ আই, সি, এস—কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি। সে কত বড় হয়েছে আর আমি! আমি চলেছি বর্ম্মায় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, অথচ যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটা অজানা উদ্দেশ্য যা নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে—'

সমগ্র কৈশোরের দিকে পিছন ফিরিয়া সে তাকাইল। কোথাও নারীর প্রভাব নাই,—নারীর প্রেম নাই। কলেজে মেয়েদের সান্নিধ্যে আসিয়াছে এবং মিশিয়াছে। লতিকা, লাবণ্য, মিনতি এমনই কত মেয়ে তাহার সহিত হাস্যপরিহাস করিয়াছে। তাজা ফুলের মত যাহাদের যৌবন সে দেখিয়াছে কোন দিনই তাহা সম্ভোগ স্পৃহা জাগায় নাই। নিছক বন্ধুত্ব বলিয়া যাহা কিছু বুঝায় তাহা ছাড়া অন্য কিছু অনুভূতি তাহার মধ্যে ছিল না। চারিত্রিকতার স্খলন ঘটাইয়াছে ছন্দা, তাহার জন্য লাঞ্ছনাও কম ভোগ করিতে হইল না।

ডেকে মেয়ে পুরুষ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল দলে দলে। সে একা, সম্পূর্ণ অসহায়। নিজের মনে বলে—'কাল এত বিচিত্র ভাবে আনন্দ দেয়, খেলাঘর ভেঙ্গে দেয় কেন?'

ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সূর্য্য অল্পক্ষণ আগেই অস্তমিত। মুখচোরা মৃদু বাতাস। সমুদ্র প্রশান্ত। সন্ধ্যা তখনও জমাট বাঁধে নাই—পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে দুই এক টুকরো মেঘ সোনালি আভায় মাখা।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের প্রয়োজন আছে, সে অভাবটুকু নিঃসঙ্গ যাত্রীর মনে উদয় হয়। সহযাত্রীরা বিভিন্ন দেশীয়,—বাঙ্গালী দুই একজন চোখে পড়ে বটে কিন্তু তাহাদের সহিত আলাপের কোন সুযোগ হয় না। নিজের মনে বলে—'রেঙ্গুন তো যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, কার কাছে যাচ্ছি—কেই বা আশ্রয় দেবে। তবে এইটুকু সান্ত্বনা যে, লোকে বলে ধূলো ধর্‌লে সেখানে সোনা পাওয়া যায়। আমার যে বরাত—'

এই রূপেই পরাগের সময় নানা চিন্তার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। দিন দুই পরে মার্ত্তাবানের ভেতর জাহাজ প্রবেশ করিল। এই মার্ত্তাবানই বর্ম্মা উপকূল বিধৌত করিতেছে। ক্রমে রেঙ্গুননদীর মোহানায় জাহাজ নিকটবর্ত্তী হওয়াতে রেঙ্গুনে পৌঁছিবার আশা হইল। কিছুক্ষণ পরে পরাগ দেখিতে পাইল নদীর দুই উপকূলে শ্যামল ক্ষেত্র, চিম্‌নি, তেলের ট্যাঙ্ক আর প্রাসাদ ও কাঠের বাড়ী।

বেলা পড়িয়া আসিল। পাঁচটার সময় 'সান্‌থিয়া' জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে নোঙর ফেলিল। জানার পথ দিয়া পাওয়ার পথ পাওয়া যায়। পরাগ কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইবে ঠিক করিতে পারে না। রেঙ্গুনে নামিবামাত্রই চতুর্দ্দিক হইতে ট্যাক্সি অসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পরাগের সঙ্গে কোন লগেজ ছিলনা—হাতে মাত্র একটি সুটকেস। পরণে সুট ছিল—তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না বাঙ্গালী। গৌরবর্ণ

দীর্ঘ কান্তি চেহারার দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হয় কোন ইটালীয়ান যুবক।

শেষে রিক্সায় উঠিয়া পরাগ রেঙ্গুনের রাস্তার মধ্য দিয়া ষ্ট্রাণ্ডরোড ছাড়াইয়া সহর প্রান্তে 'রয়েল লেকে' আসিল। প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত সুরম্য উদ্যান। নৌকাবিহারের সুন্দর আয়োজন দেখিয়া আনন্দ বোধ করিল। উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিয়া রিক্সা ছাড়িয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে সে 'রয়েল লেকের' কথা শুনিয়াছিল। তাই রিক্সা ওয়ালাকে জাহাজ হইতে নামিয়া বলিয়াছিল 'রয়েল লেকে' যাইবে। আশা ছিল এই উদ্যানে কাহারও সহিত আলাপ জমাইয়া নিজের গতিপথ ঠিক করিবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিল। বিজলী আলোকে লেক ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল। সদ্যোস্নাত চাঁদের অস্ফুট আভা উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। একটি বেঞ্চিতে গিয়া বসিল, সুটকেসটি সঙ্গে রহিল। নানা লোকের বিচিত্র সমাবেশ এবং সমারোহ। ভাবিতেছিল কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া কোথাও থাকিবার ব্যবস্থা করিবে। সুযোগ ও সুবিধা পাইতেছিল না। একটি বর্ম্মা তরুণী ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিল। ইংরাজীতেই বলিল—'এখানে নতুন আস্‌ছো বুঝি—'

পরাগ বলিল'—হ্যাঁ—'

বেঞ্চিতে আসিয়া তরুণী তাহার পার্শ্বে বসিল। একথায় সেকথায় বলিল—'সুটকেস্ নিয়ে এরকম ভাবে আসে কি? তুমি জানো না রাত বিরেতে বদমায়েস লোকেরা মেরে ধরে সব কেড়ে নেয়—'

'—তাই নাকি?'—বলিয়া পরাগ ভীতি-চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল।

বর্ম্মার রমণীরা সাধারণতঃ বিলাসিনী এবং রূপসী। এই তরুণীও দেখিতে সুন্দরী, তবে চেহারায় একটু রক্ত মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। মুখের আকৃতি অনেকটা বাঙ্গালী মেয়ের মত, অথচ পুরোপুরি ভাবে বাঙ্গালী মেয়ের সাদৃশ্য নাই। পরাগ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। তরুণী একটু বেঁটে, রং ফ্যাকাশে। পরিষ্কার ইংরাজী বলিতে পারে। পরাগের ভীতি-চাঞ্চল্য দেখিয়া বলিল—'ভয় করো না, আমি যখন রয়েছি তোমার ভয় করবার কিছু নেই—আমার সঙ্গে ছোট ছোরা আছে। তোমার সঙ্গে রিভলবার আছে তো!—'

'—না, আমার কাছে ও সব কিছু নেই—আমি নিরস্ত্র—'

'—এখেনে কোথায় এসে উঠেছ?—'

'—জাহাজ থেকে সোজাসুজি নেমে এখানে এসেছি—'

'—আশ্চর্য্য ব্যাপার তো—রেঙ্গুনে এলে, অথচ কোন খোঁজ খবর নিলে না, গাইডের ব্যবস্থা করলে না—'

'—ভগবানই আমার গাইড—'

এই কথায় তরুণীর মন ভিন্নমুখী হইল। ভাবিল মানুষ ঈশ্বরের উপর এতখানি বিশ্বাস রাখিয়া বিদেশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে। নিজের মনে বলে—'তবে কি লোকটা ভারতবাসী? কিন্তু চেহারায় ঠিক বুঝা যায় না—'শেষে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—'মনে কিছু করোনা, তুমি কি ভারতবাসী?—'

পরাগ বলিল—'শুধু ভারতবাসী নই, বাঙ্গালীও বটে—'

একটু খানি হাসিয়া তরুণী বলিল—'তাই তো বলি, বাঙ্গালীরা অত্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী একথা ভাল রকমেই জানি—'

পরাগ বিস্ময়ের সহিত বলিল—'কি করে বুঝ্‌লে—'

তরুণী বলিল—'আমার বাবা ছিলেন বাঙ্গালী, তাই জানি—কি গভীর বিশ্বাসই না তাঁর ঈশ্বরের উপর ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁকে আমরা গভীর ভাবে প্রার্থনা করতে দেখেছি—প্রার্থনায় তন্ময়তা লক্ষ্য করেছি—'

পরাগ প্রশ্ন করিল—'তিনি কি হিন্দু ছিলেন?—'

'—হিন্দুই প্রথমে ছিলেন, শেষে মায়ের জন্যে বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়ে ছিলেন—'

পরাগের কৌতূহল হইল তরুণীর পিতার জীবন কাহিনী শুনিতে কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তরুণী বলিল—'তুমি আমার পিতৃভূমির লোক, তোমাকে এখানে বিপন্ন হোতে দেবো না—আমার সঙ্গে এসো—'

'—কোথায় যাবো?—'

'—আমার বাড়ীতে তোমার ব্যবস্থা করবো'খন—'

পরাগ মনে মনে বারম্বার ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ প্রকাশ করিল এই জন্য যে, তাঁহার কৃপায় পথহারা পথিক আশ্রয় লাভ করিবার সুযোগ পাইল।

তরুণী বোধ হয় নভেলের আদর্শে মানুষ হইয়াছিল, তাই কথা বার্ত্তায় চাল চলনে হাব ভাবে বেশ একটা কথা-শিল্পের সৌন্দর্য্য-ভরা সংলাপের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল যেটি পরাগের মধ্যে একান্ত অভাব। পরাগ বুঝিল শিক্ষিতা তরুণী একেবারে সাধারণ ঘরের নয়। উদ্যানের বাহিরে তরুণীর মোটর অপেক্ষা করিতেছিল—

চমৎকার বিউইক গাড়ী। নিজেই তাহাকে পার্শ্বে বসাইয়া মোটর ড্রাইভ করিতে করিতে চলিল।

বলিল—'সন্ধ্যার ঝোঁকে এই লেকে একটু বেড়িয়ে যাই—আর একটু পরে কিন্তু মুস্কিলে পড়্‌তে। বদমায়েসের উপদ্রব ভোগ করতে হোতো—'

উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে শেষে সহরের মধ্যে আসিল। পথে নানা প্রসঙ্গের ভিতর হইতে পরাগ জানিতে পারিল তরুণীর মা বাপ কেহই বাঁচিয়া নাই। টেনাসেরিমের ভিতর কিছু ভূভাগ সে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে, শাল ও সেগুন কাঠের কারবার করিয়া পিতা অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহারই উপর সংসার চলে।

পরাগ জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার বাবার দেশ কোথায় ?—'

'—তা তো ঠিক বল্‌তে পারিনে, তবে শুনেছি কল্‌কাতারই কাছাকাছি কোন জায়গায়। তিনি এসেছিলেন সহায়সম্বলহীন অবস্থায়, মায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁর ভাগ্য ফিরেছিল। মা আগে মারা গেলেন, আমি তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ হয়েছি, তিনি আমাকে গ্রাজুয়েট করেই রেখে গেছেন। আমার সবই আছে, আবার কিছুই নেই—' বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। মোটর চলিতে লাগিল।

পরাগ বলিল—'একথার অর্থ বুঝলাম না—'

'—সব সময়ে সব অর্থ কি বুঝানো যায়—থাক্ সে সব কথা—' কথার হেঁয়ালির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নীরব হইল।

রেঙ্গুননদীর ধারে সুরম্য প্রাসাদের কাছে আসিয়া মোটর দাঁড়াইল। উভয়ে গাড়ী হইতে নামিলে ভিতর হইতে একটি চাকর আসিল। তরুণী তাহাকে বর্ম্মা ভাষায় কি বলিল পরাগ বুঝিতে পারিল

না। তারপর তরুণীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরাগ চাকরটির সহিত ভিতরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তরুণী বলিল—'তুমি ভিতরে গিয়ে বসোগে, গাড়ীখানি তুলে দিয়ে যাচ্ছি—'

'—দেখ তোমাকে পেয়ে ভালোই হোল, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের রিলিফ কাজ আরম্ভ করেছি—তোমাকে সে কাজে সাথী করে নিতে চাই—পারবে?—'

পরাগ বলিল—'নিশ্চয়ই, দেশের ও দশের কাজ করবো এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে?—'



—ছয়—

প্রাতঃকাল। চা পানের পর সন্দীপ ও ছন্দা বসিয়া গল্প গুজব আরম্ভ করিল। ভৃত্যটী ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল। সন্দীপ একটু লাজুক প্রকৃতির না হইলে হয়তো আত্ম প্রচারের যুগে সে 'কেষ্ট বিষ্টু' হইতে পারিত, এই কথা ছন্দা তাহাকে বারে বারে বুঝাইবার চেষ্টা করে। তাহার নিজের এই দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ছন্দা প্রেরণা দেয়। সে বলে—'অল্প দিনের মধ্যে আমাকে পাঁচ জনে চিন্‌বে এরকম ধারণা আমার ছিল না, পাড়াগাঁ থেকে এলাম চাকুরীর চেষ্টায়—আশ্রয় দিলে তুমি, তোমার আশ্রয়ে থেকে কার্য্য সাধনা কর্‌বার প্রচুর সুযোগ পেলাম—এক বছর তোমার এখানে আনন্দেই কাট্‌লো—'

ছন্দা উত্তর দেয়—'এখন আর সুযোগ পাবেনা—হয়তো আমার কাছ থেকে চলে যাবে—'

এ কথায় সন্দীপ চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিল। তারপর বলিল—'কেন? এ কথার মানে?—'

'—এ আর বুঝছ না, খানিক পরেই দেখ্‌তে পাবে—সম্পাদকের দপ্তর থেকে ঠিকানা নিয়ে এখানে এসে ভিড় কর্‌ছে, কেউ তোমার ফটো নিচ্ছে, কাউকে ছন্দের চাল বলে দিতে হচ্ছে, কেউ আস্‌ছে গল্প লিখে শুনাতে—সকাল থেকে আজ কয়দিন লক্ষ্য কর্‌ছি তুমি অবসর পাচ্ছো না নিশ্চিন্ত মনে লেখবার—এরকম হোলে সাহিত্যকে

তুমি কি দেবে? বাংলা সাহিত্য তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে—'

'—তা হলে কি করা যাবে?—'

'—নুট হামসুনের মত লোকালয়ের বাইরে নির্জ্জন জায়গায় চলে যাও—'

সন্দীপ হাসিতে হাসিতে বলিল—'তোমার উপায়?—'

ছন্দা শাড়ীর আঁচল ঘুরাইয়া উত্তর দিল—'আমার উপায় ঠিক করে নেবো, তোমার ভাব্‌বার কোন প্রয়োজন নেই—'

একথাটী সন্দীপের মনে বোধ হয় একটু ঘা দিল। আপন মনে বলিল—'এদিকে ছন্দার আনুগত্য দেখ্‌ছি, অন্যদিকে দেখ্‌ছি অন্য রকম রূপ—এর মানে কি? তবে কি বৈকালে বিভিন্ন তরুণের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ও সঙ্গ লাভ করার দরুণ এরকম কথা বল্‌ছে! অথবা আমাকে তার প্রয়োজন নেই এই ইঙ্গিত দিচ্ছে—তা হলে আমাকে না হলেও ওর চল্‌তে পারে, আমার উপায় আমি কি করেছি?—' একটু ভাবিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দেয় 'কিছুই না—'

ছন্দা বসিয়া বসিয়া তখন বুনিবার কাঠি দুইটী লইয়া বুননের কাজ আরম্ভ করিল। সন্দীপ মৌনভাব অবলম্বন করিল।

এমন সময় সন্দীপের সতীর্থ বন্ধুগণ নীতিশ, বরেন ও শৈলেন আসিল।

নীতিশ হাসিয়া বলিল—'কবি! আজ তোমাদের দুজনের জন্য টিকিট কিনে এনেছি, মেট্রোয় চমৎকার ছবি এসেছে—War picture: খুব thrilling—'

ছন্দা বলিল—'আপনারা সত্যি নানা রকমে আমাদের দিনগুলো আনন্দ-মুখর করে তুলছেন—'

শৈলেন প্রফুল্লতা দেখাইয়া বলিল—'We are always at your service মিস্ চৌধুরী, এ আর কি আনন্দ আমরা দিতে পারছি—কবির এক একটি কবিতা আমাদের এমন আনন্দ দেয় যা মনে প্রাণে গেঁথে যায়—কলেজে পড়বার সময়ও কবিসান্নিধ্যে গৌরব অনুভব করেছি—'

বরেন বলিল—'কত কাণ্ড করে আমরা সম্পাদকের দপ্তর থেকে এ বাসার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি, কেউ বলতে চায় না—কবিতার দুটি লাইনে যেমন অনন্ত কালের সত্য ফুটে ওঠে, পাঁচ ভলিউম বই লিখেও সে সত্য ফুটে ওঠে না, তাই কবিকে ভালো লাগে—'

ছন্দা বলিল—'আপনারা অধ্যবসায়ী বটে—'

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল। ছন্দা বারান্দায় আসিয়া দেখিল গোবিন্দ দুইটী তরুণীকে লইয়া উঠিতেছে। গোবিন্দের হাতে একটি ক্যামেরা।

উপরের ঘরে প্রবেশ করিতেই সন্দীপ বলিল—'এই যে গোবিন্দ, এসো এসো—আজ কাল খুব গদ্য কবিতা লিখছো—'

গোবিন্দ হাসিয়া উত্তর দিল—'দাদা, গদ্য কবিতারই দিন এসে গেছে,—ইনিয়ে বিনিয়ে কতকগুলো idle adjective দিয়ে অক্ষর পূরণ করা আর মিলের খাতিরে যা বলবার দরকার তা না বলে, যা বলবার দরকার নেই তাই বসিয়ে, আর লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না—'

'—আমিও তো তাই করি ?—কেমন, তবে আমার ওপর তোমার কেন এত নেক্ নজর ?—'

'—তার কারণ আছে, আপনার কবিতা ছন্দের দোল খেয়ে খেয়ে আপনা আপনি রূপ ধারণ করে, কৃত্রিমতা নেই, তা ছাড়া আপনি যা বল্‌তে চান তাই বলা হয়—মাসিকের পাদপূরণের উদ্দেশ্য নিয়েই কবিতা লিখেন না—'

তারপর গোবিন্দ সুষমা ও শীলাকে পরিচয় করাইয়া দিল।

সুষমা বলিল—'গোবিন্দবাবু আমাদের কম্‌রেড, এঁর 'কাস্তে-হাতুড়ি' কবিতা পড়ে আমরা মুগ্ধ হই—আমরা কম্যুনিষ্ট, সাম্যই আমাদের ধর্ম্ম ও ব্রত—'

তাহার কথায় বাধা দিয়া গোবিন্দ বলিল—'এরা সব বড় লোকের মেয়ে, অথচ Proletariatদের জন্যে বেরিয়েছে ঠিক বুদ্ধের মত জীবের দুঃখ দেখে, এরা বলে কংগ্রেসের আদর্শ চল্‌বে না—'

সন্দীপ হাসিয়া বলিল—'বুঝেছি, তুমিও গোবিন্দ কম্যুনিষ্ট, রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে চাইনে, বুঝি কম, তবে এইটুকু বুঝি কংগ্রেসের সুদীর্ঘ কালের সাধনা এবং আত্মত্যাগ সমগ্র ভারতবর্ষকে শক্তি দিয়েছে, কংগ্রেসের পতাকাতল থেকে বেরিয়ে এসে যে লালঝাণ্ডার পতাকাতলে দেশ শির নত কর্‌বে এরূপ ধারণা আমার নেই,—যদি করে, ভালোই—যে ভাবে হোক দেশের কাজ হোলেই হোল। এঁদের প্রশংসা করি এই জন্যে যে এই সব শিক্ষিতা বড় লোকের মেয়ে সর্ব্বহারাদের জন্যে আত্মদান করেছেন, তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর্ করবার দিকে সচেষ্ট হয়েছেন—এটাও শুভ লক্ষণ—'

সুষমা ও শীলা সন্দীপের কথায় আনন্দ লাভ করিল। তাহারা সন্দীপের অটোগ্রাফ লইল। গোবিন্দ ক্যামেরা ঠিক করিয়া বলিল—'মিস্ চৌধুরী, আপনি কবির পাশে বসুন—'

ছন্দা আপত্তি জানাইয়া বলিল—'না না কবির ফটোই নিন, ওঁর পাশে আমার বস্‌বার কোন প্রয়োজন নেই—আমি তো কবি নই—মানায় না ভালো।'

এমন সময়ে বিভূতি আসিল। বিভূতিকে দেখিয়া শৈলেন বলিল—'আজ সকালটা দেখ্‌ছি গুল্‌জার—ওহে বিভূতি, মেট্রোয় যাবে—কবি, মিস্ চৌধুরী, আমরা সব যাচ্ছি—'

বিভূতি বলিল—'যদি পয়সা দিয়ে দেখাও তো যাই.—টাকার টানাটানি—'

নীতিশ বলিল—'You are a miser of the first water.—'

বিভূতি গম্ভীর ভাবে বলিল—'First waterই হই আর Second waterই হই, টাকার টানাটানি.—গত শনিবারে আড়াইশো টাকা বুঝ্‌ছো তো জল দিয়ে এলাম, উঠ্‌লো না—ক্রুহাম একেবারে কুপোকাৎ—'

নীতিশ বলিল—'তোমাকে ঘোড়া রোগেই খাবে—'

ফটো তোলার পর সারা সকালটি মজলিসে কাটিয়া গেল। পরিচিত, অপরিচিত এবং বন্ধু জনের ভিড় হইতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখে রোয়াকে বসিয়া যে কয়েক জন পেন্সন প্রাপ্ত ভদ্র লোক হুঁকায় তামাক সেবন করিতে করিতে গল্পগুজব করেন তাঁহাদের একজন বলিলেন—'সামনের বাড়ীতে আজ আছে নাকি কিছু—'

অপর একজন উত্তর দিলেন—'কিছু নেই—ওখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, এ আর বুঝছেন না, প্রগতির যুগে তরুণী আর রূপবতী রমণী যেখানে থাকে, বুঝছেন তো—মেয়েটার মাথার উপর কেউ নেই, একটা নতুন বাবু এসে জুটেছে—বুঝছেন তো—'

একজন বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন—'তাঁইতো বলি, কেন এত ছেলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ?—'

সন্দীপ কবিতা গল্প যাহাই লিখুক না কেন ছন্দাকে শুনাইয়া তৃপ্তি পায়। চলন্ত রাজ হাঁসের গতির মত ছন্দের বেগ দেখিয়া ছন্দা বলে—'কবি ! কি অদ্ভুত ভাবেই না চরণ গুলো আপনা আপনি মিলে যায়—'

সন্দীপ একটু হাসিয়া বলে—'চেষ্টা কর, তোমারও হবে—'

ছন্দা মুখ খানি বাঁকাইয়া লইয়া সন্দীপকে বলে—'ভগবান্ আমাকে খবরের কাগজের সংবাদ লেখা প্যারাগ্রাফের মত নিরেট করেছেন, এক লাইনও লিখ্‌তে পারিনে—'

'—তোমার আবার লিখ্‌বার প্রয়োজন কি, তুমি নিজেই জীবন্ত চিত্রলেখা, মূর্ত্তিমতী কবিতা—' এই বলিয়া সন্দীপ ছন্দার খোঁপাটা নাড়িয়া দিল।

'—যাও ভারি দুষ্টু, খোঁপা খুলে যাবে না ?—'

'—গেলেই বা, খুলে গেলেই তো মজা—' একথার পর সন্দীপ হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। ছন্দা গম্ভীর হইয়া খোঁপা জড়াইতে থাকে।

ক্ষণমুহূর্ত্ত পরে বলে—'মাঝে মাঝে তোমার কবিতায় করবীর নাম দেখি—ওটি কে !'

'—ও মেয়ে নয় ফুল—ফুল—'

'—আমাকেও fool করে ছাড়্‌বে দেখ্‌ছি। আমার বিশ্বাস হয় না—ও নিশ্চয়ই তোমার ভালবাসার লোক—বলো না, আমার যে ভালোবাসার লোক ছিল, সে নেই,—তার জায়গায় তুমি হয়েছ—তা আমি যেমন বলতে কিন্তু বোধ করিনে, তোমারই বা আপত্তি কি—'

'—তোমরা যারা মেয়ে মানুষ চট্‌করে যে কোন কথাতেই একটা বাঁকা দৃষ্টি দেও—definite conclusion করে বসো, এর মানে কি বুঝ্‌তে পারিনে—'

'—তার মানে মেয়েরা দান করে, তোমরা গ্রহণ করো—যে দাতা সব সময়ে সোজা দৃষ্টি দিয়ে কোন কথা বুঝ্‌তে চায় না, তাই তাদের বাঁকা নজর। তুমি তো জান মেয়েদের intuition কত গভীর, এই intuitionএর বলে যা সিদ্ধান্ত করা যায় তা প্রায় ভুল হয় না। তোমরা ভাব ডুবে ডুবে জল খাই, শিবের বাবাও টের পাবে না—তা হয় না, আমাদের চোখে ধূলো দিতে পার না। করবী ফুল নয়, ও একটা মেয়ে—'

'—তোমার যদি এই রকম একটা কিছু মনে হয়ে থাকে তার পরিবর্ত্তন ঘটাতে চাইনে—'

'—সত্যি বলো না—' 'এ কথা বলিয়া ছন্দা একটু আব্‌দারের সুর ধরিল। ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইল।

'—আগেই তো বলেছি যা বল্‌বার ছিল, বিশ্বাস করো আর না করো—'

ছন্দার মনের গতি পাছে ভিন্ন হয় এই আশঙ্কায় সন্দীপ করবীর সম্বন্ধে কিছু বলিতে চায় না তবে বুঝিতে পারে ছন্দা অত্যন্ত চতুর।

সন্দীপকে ছন্দার ভাল লাগে। যেরূপ বুদ্ধি থাকিলে নারীদের ভাল লাগে সন্দীপের সেই ধরণের বুদ্ধি সে দেখিয়াছে, কোন কৃত্রিম হাব ভাব নাই, তবে একটু পরিহাস প্রিয়—ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিহাস করেনা। তাহার উপর সন্দীপের কবি-প্রকৃতি ছন্দার চিত্তকে প্রফুল্ল রাখে। বোধ হয় এজন্যই কবিরা নারীচিত্ত সহজে জয় করিয়া আনন্দের অভিসারে আত্মহারা হয়।

ছন্দা সন্দীপের নিকট হইতে করবী সম্বন্ধে কোন কথাই বাহির করিতে পারিল না। নিজের মনে ভাবিতে লাগিল—'ফুলের প্রতি এত প্রেম! তা হয় না—' আবার ভাবিয়া ধারণা করে আর বলে—'হোতেও পারে—'

লঘু পরিহাসের মধ্যে যে আবছায়া ঢাকা কথার হেঁয়ালী থাকিয়া যায় তাহা সমাধান করা সমস্যা বটে—যাহা হউক, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয়—'এখন তো আমার,—আমার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে—আমার আঁচলে বাঁধা—'

ছন্দার মনে পড়ে টাঙ্গাইল ত্যাগ করিবার শেষ দিনের কথা। মনে পড়ে পরাগের সহিত পলায়নের চিত্র। মতলবটা পরাগের মাথায় প্রথম আসে, উপন্যাসিক কল্পনার রঙে তাহাকে সে সুন্দরতর করে। বাড়ীর কেহ জানিতে পারে না। গভীর রাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরাগ বাহিরের বাগানের কাছে অপেক্ষা করিতে থাকে, হাতে বড় একটা সুটকেস লইয়া অতি সন্তর্পণে ছন্দা পিছনের সিঁড়ি দিয়া চলিয়া আসে। বাগান ছাড়াইয়া এক স্থানে উহাদের জন্য ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত থাকে—দুই জনে সেই গাড়ী করিয়া কিরূপে পলায়ন করিল তাহা স্মরণ হয়।

জীবনের উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত্ত কেমন করিয়া ভুলিবে!

পুরুষের সঙ্গ নারীর একান্ত প্রয়োজন। গৃহ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতায় আসিবার সময় ছন্দা ও পরাগ যে শপথ, যে চিরস্থায়ী প্রেম ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ভাগ্যচক্রে ভঙ্গ হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

পরাগের ব্যবহারে ছন্দা মর্ম্মাহত হইয়া তাহাকে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। তাই নিজের মনে বলে—'কেমন করে জান্‌বো উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সে আমার ক্ষতি করবে! আমার আচরণটা অবশ্য অবিবেচকের মত হয়েছে, কিন্তু কতদিন এমন ভাবে সহ্য করা যায়। সে নিষ্ঠুর ব্যবহার কর্‌বে, আর মুখ বুঁজিয়ে সহ্য কর্‌বো—কেন? প্রথমে তার উচ্ছৃঙ্খলতা মনের স্বাভাবিক আবেগ মনে করে' তাকে ক্ষমা করেছিলাম, আর পারা যায় না—'

ছন্দা ভাবিতে পারে নাই উন্মীলয়মান যৌবন-উন্মত্ততা পাশবিকতার চরম পরিণতি ঘটাইবে। এখনও ভাবিতে পারেনা যে তীব্র আবর্ত্তে সন্দীপকে সে টানিয়াছে, সে আবর্ত্ত সন্দীপের বিহ্বলতা রচনা করিয়াছে সত্য—স্থিতিস্থাপক নাও হইতে পারে। তাহার প্রতি চিরস্থির অনুরাগ সন্দীপ না দেখাইতেও পারে। শুধু এই কথাই বারে বারে তাহার কাছে অনুভব হয়, সন্দীপকে না পাইলে জীবন দুর্ব্বিষহ হইত। পরাগ শেষ পর্য্যন্ত থাকিল না, রেস ও মদে কয়েক হাজার টাকা উড়াইল, কিছু পুঁজি হাল্কা হইল তো!

ব্যবসায়ী পিতা প্রজেশ বাবু ছন্দার নামে অনেক টাকা রাখিয়া ছিলেন, সাবালিকা হইয়া সেই সকল টাকার অধিকার পাইয়াছে, তা ছাড়া বহু মূল্যের অলঙ্কার হস্তগত—এই গুলিই তাহার বর্ত্তমান অবলম্বন।

পূর্ব্বের মত সন্দীপের মন উদ্বেগভরা নয়, বরং সজীব। তাহার আশা আছে, লক্ষ্য আছে। ঘটনাচক্রে আশা ফলবতী হয়না, লক্ষ্য পথ কুয়াসাচ্ছন্ন। অর্থোপার্জ্জনের দিকে বাসনা আছে—পশ্চাতে মুরুব্বী নাই, চাকুরীর আশা বৃথা। ব্যবসায়ের দিকে মন টানে—অর্থ কোথায়? কিছু পুঁজি দরকার। ছন্দাকে বলিতে সাহসই হয় না পাছে সে অসম্মতি প্রকাশ করে।

কল্পনার গ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া তাহার দিন গুলি চলিতে থাকে। অন্তরে তবুও আকাশকুসুম রচনা করে, ভাবে একদিন দারিদ্র্য দূর হইবে, তাহার ভাগ্য ফিরিবে। নিরাশার নদীতীরে ভ্রাম্যমান পান্থ দূর চক্রবালে আশার রেখা-চিত্র দেখে।

ছন্দার বুকভরা আশা স্বর্গের স্বপ্নের মত দোল খায়। আগুনের বন্যার মত রূপ-যৌবন সন্দীপকে সম্মোহিত করিয়া রাখে। যৌবনের উদ্দামতা যে দিকে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা আনে, সে দিকে আকস্মিক ভাবে সন্দীপের আবির্ভাব। তাই তাহার রক্তিম ঠোঁটে হাসি, সুন্দর শুভ্র বুকে আনন্দ স্ফীতি আর অন্তর্জগতে নতুন কল্পনার উপনিবেশ।

সান্ধ্য ভ্রমণ, লেক প্রদক্ষিণ, সিনেমায় যাওয়া, থিয়েটার দেখা, রেস্তোঁরায় আহার প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতা-সম্মত স্ফূর্ত্তির পরিমণ্ডলের ভিতর ছন্দা সন্দীপকে সাথী করিয়া রাখে। প্রতি রাত্রে পরস্পরের রক্তপ্রবাহের বিদ্যুৎগতি প্রবাহিত হয়—রাত্রের নির্জ্জন স্তব্ধতাকে তাহারা স্পন্দিত করে।

নানা প্রকারে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আর্টের সেবক সেবিকার দল ছন্দা ও সন্দীপের কাছে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছন্দা আনন্দ পায় এই জন্য যে বিচিত্র লোকের সমাগমে ভাবের আদান প্রদানের

পক্ষে পথ প্রশস্ত হইতেছে। সন্দীপের লেখা হয় না, এজন্য সে বিরক্ত হইলেও কোন কথা বলিতে পারে না। ছন্দার প্রগতিশীল চাল চলন, তাহার উপর রূপবতী বৈদ্যুতিক দৃষ্টি এবং সন্দীপের সুদর্শন অবয়ব তরুণ সমাজের চিত্তাকর্ষক হওয়াতে ক্রমে ক্রমে পরিচিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আলাপ জমিয়া ওঠে—বৈকালে কেহ ছন্দাকে লইয়া বেড়াইতে যায়, কেহবা সন্দীপকে লইয়া ঘুরিয়া আসে।

উভয়েরই কলেজে পড়ার সময় যাহারা সতীর্থ ছিল, তাহারাও দুই চারি জন সন্ধান পাইয়া ছন্দার বাসায় আসিতে আরম্ভ করিল, আনন্দের মধুচক্র রচিত হইল। এদিকে সন্দীপের গল্প কবিতার নবতর দৃষ্টি ভঙ্গিমা ও ব্যঞ্জনার উৎকর্ষ লক্ষ্য করিয়া দুই চারিজন তরুণ তরুণী মুগ্ধ হওয়াতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। কয়েক মাসের পর লাল রঙের বাড়ীটা কলরব-মুখর এবং পাড়ার লোকের সমালোচনার বস্তু হইল।

সন্দীপকে ছন্দা বলিল—'তোমার আসার পর থেকে নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তোমার কাব্যের কস্তুরী গন্ধে সব ছুটে আসে—'

'—তোমার রূপে মুগ্ধ হয়েই আসে, শুধুকি নিছক কাব্য কাউকে টেনে আনতে পারে। তুমি যে জীবন্ত প্রেমের কবিতা—'

'—ও বল্‌লে শুনব কেন? তিনটি বছরের ওপর কেটে গেছে এই পাড়ায়, কোন দিন কেউ আমার দ্বারে হানা দেয়নি। পাঁচজন এলে গেলে ভারি আনন্দ হয়—কেমন তাই নয় কি?—'

'—ঠিক কথা—'

তারপর ছন্দা প্রস্তাব করে একটা নাইট ক্লাব করিবার জন্য, তাহাতে তাহাদের পরিচিত বন্ধু বান্ধবী সম্মিলিত হইয়া সাহিত্য কাব্য

এবং কলা চর্চ্চা করিবে। সন্দীপ এ প্রস্তাবে সম্মতি জানাইল, তা ছাড়া সঙ্গীত ও অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক বলিয়া মনে করিল।

ছন্দা বলিল—'বেশ ভালো কথা, গান বাজনা অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈকি!'

সন্দীপ বলিল—'মাঝে মাঝে কোন legitimate stage ভাড়া করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যাবে, যা টাকা পাওয়া যাবে তাতে ক্লাবের খরচ উঠে আস্‌বে—এ পৃথিবীতে আমরা আসি অভিনয় কর্‌তে, কেমন তাই নয় কি?—রঙ্গমঞ্চে অভিনয় জম্‌বে ভাল—'

'—কবি তোমার ভাব এসেছে বুঝ্‌তে পেরেছি—' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিল।

এমন সময়ে লাল রঙের বাড়ীটার সম্মুখে একখানি 'প্যাকার্ড' গাড়ী আসিয়া থামিল। একটি ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিয়া উপরের দিকে নজর করিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

নীচে কলিংবেল টিপিতেই চাকর বাহির হইয়া আসিল।

বলিল—'কাকে খুঁজ্‌ছেন—'

তরুণ ভদ্রলোকটি বলিলেন—'এ বাড়ীতে সন্দীপ বাবু থাকেন—'

ভৃত্যটী বলিল—'হাঁ—'

'—এই কার্ড খানি তাঁর কাছে নিয়ে যাও—'

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। ভৃত্যটী আপন মনে বলিল—'এত রাত্রে ইনি আবার কে এলেন—' ভৃত্য উপরে গিয়া কার্ড খানি ছন্দার হাতে প্রথম দিল।

ছন্দা কার্ড খানি পড়িয়া সন্দীপের হাতে দিয়া বলিল—'চিন্‌তে পার্‌ছ—'

সন্দীপ বলিল—'হাঁ—এর আসবার কথা ছিল বটে—নিবারণ চক্রবর্ত্তী—একসঙ্গে পড়্তাম, ওর বাড়ীতে দু একদিন বালিগঞ্জে ছিলাম তোমার এখানে আস্বার আগে—বড় লোকের ছেলে; ফিল্ম কোম্পানীর ডিরেক্টর—কৌমার্য্য-জীবন— সর্ব্বদাই jolly—'

ছন্দা ভৃত্যকে বলিল—'তাঁকে এখানে নিয়ে এসো—'

নিবারণ উপরে আসিতেই দুইজনে আদর অভ্যর্থনা করিল। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইল। নিবারণ ইজি চেয়ারে বসিয়া একটা চুরুট ধরাইয়া বলিল—'কয়েক দিন থেকেই মনে কর্ছিলাম কবিকে দেখে আস্বো, তুমি তো আর আমার ওখানে গেলে না—'

সন্দীপ বলিল—'সময় পাই না ভাই—'

তারপর ছন্দাকে সন্দীপ পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল 'ইনি মিস্ ছন্দা চৌধুরী বি, এ, টাঙ্গাইল থেকে এখানে এসেছেন, এঁর বাবা টাঙ্গাইলের বড় ব্যবসায়ী—ইনি আর্টের একজন 'কনোসাঁর'—'

'—তা বেশ, বেশ—আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে নিজেকে ধন্য মনে কর্ছি—'

'—আমিও ধন্য মনে কর্ছি, আগেই কবির মুখে আপনার কথা শুনেছি—বাঙ্লা ছবি গুলো বড় এক ঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে—আপনারা এদিকটা মোটে দেখ্ছেন না।—'

'—কি বলেন? আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কর্ছি চিত্রজগতকে নূতন করে রূপ দিতে—সবই সময় সাপেক্ষ। যুদ্ধ অবশ্য থেমে গেছে, দেখা যাক্ কত দূর কি হয়—'

তারপর নানা প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

ছন্দা নাইট ক্লাবের কথা তুলিল। নিবারণ নিজের মনে বলিল—'এর মধ্যে Black mailing এর ব্যাপার নেই তো—এই Black mailingটা হচ্ছে আয়ের সব চাইতে বড়ো উপায়—'

প্রকাশ্যে বলিল—'বেশ তো, আস্‌বো মাঝে মাঝে—বুঝ্‌ছেন তো আমার সময় অল্প—বহু দিন আগে কবিকে কথা দিয়েছিলাম এখানে আস্‌বো বলে, কিন্তু এতদিন সময়ের অভাবে সম্ভব হয় নি।'

আধঘণ্টা পরেই নিবারণ চক্রবর্ত্তী বিদায় লইল। নিবারণের প্রতি ছন্দার প্রথম দর্শনেই যেরূপ প্রীতিপ্রফুল্লতা সন্দীপ দেখিল তাহাতে তাহার মনটা একটু দমিয়া গেল। সে নিবারণকে জানে ভালো রকমই, কিছু বলিল না।

বিদায়-মুহূর্ত্তে ছন্দা বলিল—'আবার আস্‌বেন—'

নিবারণ হাসিয়া বলিল—'সময় পেলেই আস্‌বো—'

ছন্দা নিজের মনে বলিল—'লোকটাকে ঠিক বোঝা গেল না—'

নিবারণ চলিয়া যাইবার পর নিভৃতে ছন্দা ভাবিতে লাগিল—'ফিল্মে আমার স্থান হয় না ?—' ঘরের বড় আয়নার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিজের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে বিমুগ্ধ হইল। নিজের মনে বলিল—'চেষ্টা করে দেখ্‌লে হয়, কতদিন আর পুঁজি ভাঙ্গিয়ে খাবো—'

তাহার মনের কথা সন্দীপকে বলিল না, পাছে সন্দীপ কথাটা অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভুল বোঝে। সন্দীপকে ছটাইয়া বর্ত্তমানে তাহার পক্ষে কলিকাতায় থাকা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ অন্য কোন অবলম্বন নাই।

—সাত—

পাশের ফ্লাটে মাত্র দুইটী প্রাণী নরেশবাবু ও তাঁহার স্ত্রী মালবিকা।

নরেশবাবু দশটার সময় অফিসে চলিয়া গেলে মালবিকা উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করে, না হয় বই পড়ে।

দুপুর বেলায় করবী স্কুলে থাকে, প্রদীপকুমার কলেজে পড়ায়। কণিকা একাকী বই পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে। পাশাপাশি দুই ফ্লাটের পরিবারের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায়। কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিনের মধ্যে কণিকা অনেকগুলি উপন্যাস পড়িয়া শেষ করিয়াছে। মালবিকার সাম্প্রতিক উপন্যাস 'পথের পুঁথি' পড়িতে পড়িতে এমনই সে তন্ময় যে চোখে ঘুম আসিল না। রোমাণ্টিক উপন্যাসই তাহার ভাল লাগে।

অন্যদিনের মত পাশের ফ্লাটের বধূ মালবিকা উপন্যাস লিখিতে বসিল না। পূর্ব্বেই সকালের ডাকে তাহার দাদার পত্র আসিয়াছে। প্রায় চারি বৎসর পরে দাদা তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন, চিঠিখানি টাঙ্গাইল হইতে re-direct হইয়া আসিয়াছে। নিজের মনে বলিতে থাকে'—সে আজ কতদিনের কথা—দাদা ছন্দাকে নিয়ে বাহির হোলো, কোন খোঁজ খবর নেই—হঠাৎ রেঙ্গুন থেকে চিঠি, চিঠিতে ছন্দার কোন উল্লেখ নেই, তবে সে গেল কোথায়?—চিঠিতে এতদিনের কোন কথা লেখা নেই কেমন করে বর্ম্মায় গেল!'

মালবিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিরূপেই বা পরাগ জানিবে! সে লিখিয়াছে—'এক এক সময়ে তোমাদের জন্যে মন কেমন করে,

দেশে বোধ হয় আর ফিরবো না—বর্ম্মায় এখন Post war reconstruction আরম্ভ হয়ে গেছে, আমি আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি—তোমরা হয়তো আমাকে ভুলে গেছ, আমি ভুলতে পারিনে। সমাজের চোখে হেয়, মানুষের কাছে ঘৃণ্য, দেশের লোকের কাছে দুশ্চরিত্র লম্পট হয়েই রইলাম, এদেশে শ্রদ্ধা আর সম্মান অর্জ্জন করছি তাই বর্ম্মার মাটির মায়া আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। এদেশেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে। বাংলার কথা যখন মনে পড়ে চোখে জল আসে, আজো সেই মন্বন্তর, সেই হাহাকার, আর স্বজাতির আর্ত্তনাদ! আমার কথা বাড়ীর কাউকে জানাবার দরকার নেই। তোমার বিবাহ হয়ে গেছে কিনা জানতে পারলাম না—'

পরাগের পত্র বারম্বার পড়ে আর আনন্দ পায়। আনন্দাতিশয্যে দুপুরবেলায় ক্ষণিকার ফ্ল্যাটে আসিয়া কড়া নাড়িতে লাগিল। ক্ষণিকা তখন 'পথের পুঁথি' প্রায় শেষ করিয়াছে,—তাড়াতাড়ি আসিয়া ফ্লাটের দরজা খুলিতেই দেখিল স্বয়ং লেখিকা দুয়ারে উপস্থিত। উৎফুল্ল হইয়া ক্ষণিকা বলিল—'আপনার 'পথের পুঁথি' পড়ছিলাম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—'

কৌতূহল দৃষ্টি দিয়া মালবিকা বলিল—'কিরকম লাগছে—'

ক্ষণিকা একটু হাসিয়া বলিল—'বইখানিতে আপনি দেখিয়েছেন নারী যেন আহত হবার জন্যে, আঘাত পাবার জন্যে জন্মেছে, এটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে পারি নে। মেয়েরা কি পুরুষকে প্রলুব্ধ করে আহত করেনা, আঘাত দেয় না?—'

নম্রকণ্ঠে মালবিকা উত্তর দিল—'কথা নিয়ে কারবার করি কিন্তু, কতটুকু কথাই বা শুনাতে পারি আর কতখানি চিত্রই বা আঁকতে

পারি—চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি মেয়েদের অসংখ্য দুর্দ্দশার চিত্র—ঘরের কোণে স্বামী ও পরিজনের লাঞ্ছনা গঞ্জনা, যারা এইসব ভয়ে বা অত্যাচারে বেরিয়ে এসে বাইরে জীবিকানির্ব্বাহের পথ বেছে নিলেন, বলুন তো, এ-আধুনিক যুগে তাঁদের মধ্যে কজনই বা আত্মরক্ষা আর আত্মমর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌লেন—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মেয়েরা এলো, পুরুষই অবশ্য পথ দেখিয়ে এনেছে, আজ ব্যভিচারের স্রোত রোধ হচ্ছে কি! এতে মেয়েরাই worst sufferer—এরকম চল্‌বে—'

মালবিকা কথাগুলি বলিয়া স্বল্প কুঞ্চিত কুন্তল গুচ্ছ মুখের কাছে নত হওয়াতে, তাহা সরাইয়া দিয়া ক্ষণিকার ধরে আসিয়া বসিল। বাতাসে স্যাম্পুকরা কুন্তল তবুও এদিকে ও দিকে আন্দোলিত হইতে থাকে।

ক্ষণিকা বলিল—'আপনার কথাগুলি উড়িয়ে দেবার জো নেই. আমিও কম শ্বশুর শাশুড়ীর কাছ থেকে অত্যাচার ভোগ করিনি, এক এক সময়ে ভেবেছি সংসার ছেড়ে দিয়ে যা খুসী কর্‌ব, ভেবেছি ব্যভিচার পাপ হলেও আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে না। ঘরে কুলবধূ হয়ে নির্য্যাতন ভোগ করে করে আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে যায়। এসব দিক বিচার কর্‌লে আপনার সঙ্গে এক মত না হয়ে পারা যায় না। তবে কি জানেন, এক শ্রেণীর নারী আছে যারা একাধিক পুরুষের মন আকর্ষণ করে সঙ্গ লাভের জন্যে। মানুষের রুচি তো একপ্রকার নয়। সামাজিক আদর্শের গণ্ডী পেরিয়ে আত্ম-সন্তোষ আনে। আমি একটা সংসারের খবর জানি, ঘরের বউ তার দেবরের মশারী ফেলে দিতে আস্‌তো রোজই—শাশুড়ী বল্‌তেন ভালো দেখায় না।

সে কথা সে শুন্‌তোনা—মশারীর ভিতর ঢুকে, যখন কোণগুলি গুঁজে দিত তখন তার বুকের স্পর্শ পেতো দেওর—প্রথমে ভাবতো অনিচ্ছাকৃত, শেষে বুঝ্‌লো যে ইচ্ছাকৃত, তাকে উত্তেজিত করাই গূঢ় উদ্দেশ্য। কিছুদিন পরে শাশুড়ী মারা গেলেন, বধূটী এসংসারের কর্ত্রী হয়ে উঠলো—সুরূপা যুবতী তার দেওরকে কৌশলে প্রলুব্ধ করে নিজের বাসনাপূর্ণ কর্‌লো, তাকে আহত করলো, তার জীবন ক্ষত বিক্ষত করলো অথচ এই বউটী পরিবারে সতীলক্ষ্মী হ'য়ে রইলো—ঐসব সতী- লক্ষ্মীদের চেয়ে পতিতারা ঢের ভালো—'

মালবিকা সাগ্রহে কথাগুলি শুনিয়া বলিল—'একদিন আপনার কাছে গল্পটা শুন্‌ব, উপন্যাসের 'প্লট' হতে পারে—'

আবেগের সহিত ক্ষণিকা বলিল—'বাস্তব ঘটনা, উপন্যাস জম্‌বে ভালো—টলষ্টয় মোপাসাঁকে বক্রোক্তি করে বলেছেন, যে ফ্রান্স বড় বড় বীরকে, বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিকে, বড় বড় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছে, তাদের ঘরে ঘরে ব্যভিচার হয় বিশ্বাস করিনে, এসব মোপাসাঁর কল্পনা প্রসূত, তাদের স্বামীরা কি সবে fool? কিন্তু তাঁর একথা পুরোপুরিভাবে মেনে নেওয়া যায়না। আপনি বোধ হয় জানেন অনেক war babies পরে মস্ত বীর হ'য়েছে— হিট্‌লারের বংশ মর্য্যাদা নেই, এ পরিবারের যারা ইতিহাস জানে তারা টলষ্টয়ের উক্তিকে খণ্ডন কর্‌বে। হিট্‌লার কম বীর নয়? আমাদের মহাকাব্যের যুগে যে সব রথী মহারথীকে পাই মহাভারতের ভেতর, বলুন তো তাদের জন্মের ইতিহাস ভ্রষ্টা নারীর ব্যভিচারের ভেতর থেকে গড়ে ওঠে নি?-

মালবিকা ধৈর্য্যের সহিত কথাগুলি শুনিয়া বলিল—'তাহ'লে কি বলতে চান দেশের মধ্যে ব্যভিচারই ভালো--'

'—আমি সে কথা বলি নে, সামাজিক আদর্শ বজায় থাকুক এ কে না চায়? তবে প্রকৃতই যদি আলোচনার ক্ষেত্র গড়ে ওঠে—তাহলে দেখা যাবে যুগে যুগে ব্যভিচার যত বেশী চোরাবালির ভেতর দিয়ে ফল্গুধারার মত বয়ে চ'লেছে, এত বেশী নৈতিক আদর্শ বা সতীত্ব নারী জাতির জীবন ক্ষেত্রে ভাগীরথী ধারার মত বয়না, বা আজো বয়ে আসে নি। বিজ্ঞানের যুগে যখন আজ বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণের প্রামাণিক উপাদান পাওয়া যায় তখন এ কথা অস্বীকার করা যায় না যিনি যত বড় জাতের বা কৌলিন্যের বড়াই করুন না কেন, ব্যভিচার কোন দিন না কোন দিন রক্তকে দূষিত করেছে, অপবিত্র করেছে—তা বলে কি আপনি আমি ব্যভিচারিণী হয়েছি, তা নয়? ভালো হোতে কে না চায়? তবে ঘটনাচক্রে ব্যভিচার এসে পড়ে, আর আমরা যে বরাবর চরিত্র বিশুদ্ধ রেখে চলতে পারবো এমন স্পর্দ্ধাও করা যায় না'—

কণিকার কথায় মালবিকা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠে। দূরের ভেসে-আসা স্মৃতি রূপায়িত হইল তাহারই সম্মুখে। মন বেপথু। ভাবে এবং নিজের মনে বলে—'ঠিক কথাই, কলেজে পড়বার সময় আমারও পদস্খলন হয়েছিল,—হয়নি কি! যার সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিলাম তাকে বিয়ে করলে হয়তো দাগ থাকতো না—এই সান্ত্বনা যে, চাঁদেও তো কলঙ্ক আছে। কণিকার কাছে চরিত্রবতী হতে পারি, আমার জীবনের কোন অধ্যায় সে জানে না। সে জানে বড়লোকের মেয়ে আর বধূ; সুখে সংসার করছি—তাকে Bluff দিয়েছি সেদিন। যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা

হয়েছিল তাঁর সঙ্গে না হয়ে নরেশবাবুর সঙ্গে হয়েছে—তার 'লভে' কি পড়িনি! সেই যুবক—সেই—অমিয়! আর মনে বিপ্লবের আগুন জ্বলেছিল—' নারী যে অবসর এবং সুযোগের মধ্যে পরম আরামে কখন কাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে তাহা সে নিজেই বুঝে না। ভালোবাসার মানুষকে ভালো লাগে, তাহার সঙ্গ কামনা করে, ক্রমে ক্রমে তাহাকে প্রলুব্ধ করে, ইহা তো দৈনন্দিন ঘটনা—ক্ষণিকা আলোচনার মধ্য দিয়া প্রমাণ করিতে চায়।

তাই সে বলে—'দেখুন, ফ্রয়েড মানুষের মনের ঘরকন্না ধরে ফেলে ব্যক্ত করেছিলেন বলে তাঁকে সবচেয়ে বড় লম্পট বলা হয়েছে। মানুষের মনের বাইরে প্রকৃতির নিয়ম বলে' কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই—মানুষের মনই প্রকৃতির নিয়ম বেঁধে দিচ্ছে—আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই এই ভেবে যে, প্রত্যেকের জীবনই অল্প বিস্তর বিভিন্ন, রুচিও বিভিন্ন—'

মালবিকা ক্ষণিকার কথা শুনিতে শুনিতে বুঝিল সে একজন বিদুষী রমণীর সংস্পর্শে আসিয়াছে, যাহার মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তা আছে এবং যাহার অনুভূতি মস্তিষ্কে নয়—হৃদয়ে।

ক্ষণিকার বয়স কতই বা হইবে! বয়সের অনুপাতে তাহার সাংসারিক অভিজ্ঞতা যে বহুগুণে বেশী, ইহা উপলব্ধি করিল। ফ্রয়েডতত্ত্ব দিয়া ক্ষণিকা বুঝাইল দেবত্বের অহমিকা এ যুগে চলে না, মনোজগতের ভিতর এখনও প্রথম দিনের সেই দানব জাগ্রত।'

কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে, শেষে মালবিকা বলে—'বহুকাল পরে দাদার চিঠি পেলাম—'

—'ও সেই দাদা; যার কথা সেদিন বলছিলেন—'

—'হ্যাঁ, তিনি—বর্ম্মা থেকে লিখেছেন—'

—'আর সেই মেয়েটি—আপনার বান্ধবী, যাকে নিয়ে তিনি সমাজের বেড়া টপ্‌কেছেন—তাঁর কথা কিছু লেখেন নি ?—'

—'না, ছন্দা ওঁর কাছে আছে কিনা তাও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে '

এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। ক্ষণিকা দরজা খুলিয়া দিতেই করবী প্রবেশ করিল।

'—ঠাকুরঝি সকাল সকাল এলে যে বাড়ী—'

'—ছুটি হয়ে গেল, 'গভর্ণিং বডি'র কে একজন মারা গেছে—'

করবী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে মালবিকা বসিয়া রহিয়াছে।

বলিল—'বউদি' ! আজ যে দুপুরবেলায় এ. ফ্লাটে···এসময় দেখাই পাওয়া যায় না—'

'—কেন আস্‌তে নেই ?—'

'—নিশ্চয়ই আস্‌বেন, তবে আসেন না কি-না—'এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে আঁচল ঘুরাইয়া করবী টেবিলের উপর বই রাখিয়া মুখ ধুইতে গেল। ক্ষণিকা আসিয়া মালবিকার সহিত গল্প আরম্ভ করিল।

ক্ষণিকা বলিল—'বুঝ্‌লেন দিদি, করবীর জন্য ভাবনা হয়, ও আবার কিছু না ঘটিয়ে বেড়ায়, চোখে চোখে রাখি—'

—'আপনি তো আগেই ফ্রয়েড তত্ত্বের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেছেন মনের মধ্যে প্রথম দিনের সেই দানব জাগ্রত হয়ে রয়েছে—'

'—যতটা পারা যায় নানাপ্রকার আবেষ্টনীর শৃঙ্খলে বেঁধে রাখ্‌তে হবে ওর যৌবনের ক্ষেপা মনটাকে—ও একটা ছেলের সংস্পর্শে এসেছে ছেলেবেলা থেকে, ওর সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্ একরকম হয়েছিল—আমাদের বনগাঁয়ের বাড়ীর পাশের বাড়ীর ছেলের সঙ্গে—সে বেকার, বি, এ পাশ করে বাড়ীতেই থাক্‌তো, কবিতা গল্প লিখ্‌তো—কিছু

করতো না এই অপরাধে তার বাবা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সে কোথায় জানিনে, তবে তার লেখা মাঝে মাঝে কাগজে পাই—ওর লেখার এমন একটা বৈশিষ্ট্য দেখেছি সেটা হচ্ছে ওর ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্য পান করে—'

'—কি নাম বলুন তো ?—'

'—সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায়—'

'—ও, সে তো আজকাল বেশ নাম করেছে—লেখা পড়েছি। বেশীর ভাগই তার প্রেমের গল্প, কবিতা—তার বাড়ী বনগাঁয়ে ?—'

'—হ্যাঁ—'

'—দেখুন সময় সময় প্রশ্ন ওঠে ওর কবিতা পড়ে—দুটি মেয়ের নাম থাকে ওর কবিতায়—করবী আর ছন্দা—আমার বান্ধবীর সঙ্গে ওর কোন পরিচয় হোল কিনা আপনার কথার পর প্রশ্ন জাগ্‌ছে, কারণ, করবীর সম্বন্ধে হেঁয়ালী তো অনেকটা পরিষ্কার করে দিলেন—দেখুন, এক্ষেত্রে পুরুষই প্রলুব্ধ করেছে মেয়েদের মন—এসব মেয়ে কি আহত হচ্ছে না ?—'

'—কি করে জান্‌লেন যে করবী কিম্বা ছন্দা তাকে চটুলতা বা চপলতা দিয়ে অভিভূত করে নি ?—প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু পেয়েছেন কি ?—অনুমানও একটা বিশেষ পথ দিয়ে চলে—'

নরেশবাবু অফিস হইতে আসিয়াছেন, এই সংবাদ চাকর আসিয়া ক্ষণিকার ফ্লাটে দিয়া গেল।

মালবিকা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—'চল্‌লুম দিদি—'

'—এদেশ যখন পুরোপুরি ভাবে পশ্চিমের সভ্যতা নিয়ে সংসার ধর্ম্ম করবে তখন দেখা যাবে নরেশবাবুর মত নিরীহ ভদ্রলোক অফিস থেকে এসে শুনবেন যে স্ত্রী তাঁর কোন বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন।

বেচারা ভদ্রলোককে খাটে শুয়ে হা হুতাশ করুতে হবে—সেদিন আসার দেরী নেই দিদি—'

'—এখনও অনেক ক্ষেত্রে এ রকম হচ্ছে—বাড়ী এসে বউকে পাওয়া যায় না, বেড়াতে বেরিয়েছেন কোন না কোন পরিচিত বা বন্ধুর সঙ্গে—বিমর্ষ হয়ে স্বামী ঘরে বসে আছেন—প্রগতির স্রোত রোধ করা সম্ভব হবে কি ?—'

আলোচনা করিতে করিতে মালবিকা ফ্লাট হইতে বাহির হইয়া গেল। করবীর কাণে অনেক কথাই পৌঁছিল। সে বুঝিল তাহার বউদিদি পাকা মনস্তাত্ত্বিক, তাহার নজর এড়াইয়া যাওয়া চলে না। বনগ্রাম থাকিতে এই বউদিদি সারাদিন রাত্রি শ্বাশুড়ীর সহিত ঝগড়াই করিয়াছে, আর কোন দিকে দৃষ্টি দেয় নাই বা কোন বিষয়ে আলোচনা করে নাই। চোখের জলে বুক ভিজাইয়াছে—হ্যাঁ, একটা বিদুষী বটে—করবীর অন্তরে ক্ষণিকা শ্রদ্ধার আসন লাভ করিল।

—আট—

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ছন্দা ও সন্দীপের পরিচালনা এবং প্রযোজনায় 'নাইট ক্লাব' কর্ত্তৃক অভিনীত 'তাসের খেলা'র প্রশংসা বিভিন্ন সংবাদ পত্রে বাহির হইল। এ অভিনয়ে ছন্দার কলেজে পড়ার সময়ে সতীর্থদের মধ্যে বনলতা, লাবণ্য, ইন্দিরা ও মিনতি যোগ দিয়াছিল।

সন্দীপের সতীর্থ বন্ধুদের ভিতর ছিল বরেন, শৈলেন, নীতিশ, অমরেশ, রমেন, শান্তি আর বিভূতি। সন্দীপের ভক্ত দুই চারিজন যেমন,—গোবিন্দ, বীরেন, সুষমা, শীলা বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিল। বেশ কিছু টিকিট বিক্রয় করিয়া টাকা পাওয়া গেল, সেগুলি সন্দীপের কাছে রাখা হইল। ক্লাবের সভ্যগণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। প্লাকার্ডে যে কথা লেখা ছিল অর্থাৎ জনৈক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের সাহার্য্যার্থে 'তাসের খেলা'র অভিনয় হইবে, সে কথা প্রতিপালিত হইল না। কোন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকেই এক কপর্দ্দকও পাইলেন না। ইহাও এক প্রকার অভিনয় বটে। সন্দীপের সতীর্থ বন্ধুরা পরামর্শ করিয়া তাহার নামে টাকাগুলি ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সন্দীপ ভবিষ্যতে বিপন্ন হইলে এই টাকার জোরে বিপন্মুক্ত হইতে পারিবে বন্ধুদের ইহাই লক্ষ্য।

তরুণ তরুণী সম্মিলিত 'নাইট ক্লাবের' আড্ডা রবিবারে জমে ভালো। নীচের তলায় একটি প্রশস্ত কক্ষে সকলে একত্র হয়। জলতরঙ্গ, বেহালা, টেবিলহারমোনিয়াম, তবলা, এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে ছন্দা ও ইন্দিরার নাচ, মিনতির গান, শৈলেনের আবৃত্তি এবং অপরাপর তরুণ তরুণীর অভিনয় পাড়াটীকে মুখর করিয়া তোলে।

হঠাৎ যে এই লাল রঙের বাড়ীটা জন-কলরব মুখরিত হইবে, পাড়ার লোকেরা ভাবিতে পারে নাই। পূর্ব্বে পরাগ ও ছন্দা যখন একত্র ছিল, তখন মাঝে মাঝে কলহ বিবাদের আওয়াজ কাণে আসিত মাত্র—এইরূপেই বহুদিন গিয়াছে। তারপর কবে সন্দীপ আসিয়া ছন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে তাহাও বড় কেহ জানে না। ছন্দা ও সন্দীপ রাস্তায় নামিলে পাড়ার লোকেরা লক্ষ্য করিত। নিজেদের ভিতর বলাবলি করিত—এ বাবুটি আবার কে! পরে জানিল—কবি সন্দীপ।

বাড়ীটার আকস্মিক পরিবর্ত্তন এবং বিচিত্র রঙের পোষাক পরিচ্ছদ পরা তরুণ তরুণীর সমাবেশ পাড়ার লোকগুলিকে বিস্মিত করিল। এক এক দিন অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত রিহার্শাল চলে, পাড়াটী মজ্‌গুল হয়। আড্‌ডার এমনই মাহাত্ম্য যে, অনেক সময়ে মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটায়। ছন্দার একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছিল। সে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, সন্দীপকে বিশেষ আমল দিতে চায় না। সন্দীপ ততটা লক্ষ্য করে না, তবে সন্দীপের লক্ষ্য আছে জীবনের পথও সুন্দর করিয়া রচনা করা যায়। নিবারণ চক্রবর্ত্তীর প্রতি ছন্দার অনুরাগ কি শুভ লক্ষণ! এই কথাই তাহার নিকট প্রশ্নরূপে মূর্ত্ত হইল। সেই কথা অনেক সময়ে ভাবে।

রাত্রি নয়টা। এদিনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। অন্যান্য দিনের মত আড্‌ডা জমিল না।

নীতিশ গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরিল—'না-বলা তার কথাখানি জাগায় মনে হাহাকার—'রবীন্দ্রনাথের এই গানটি কেন্দ্র করিয়া কলিগুলি গাহিয়া বলিল—'পাঁচালী নানা রকমেরই বেরিয়েছে, প্রেমের তো বেরোলো না—'

শান্তি বলিল—'ঠিক বলেছ—'

বরেন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'এ রকম একটা কিছু বের করতে পারলে দু'পয়সা পিটে নেওয়া যায়—কি বলো হে কবি—'

একথায় সন্দীপ কোন রকম সাড়া দিল না।

আড্ডায় চা ও পাঁপর ভাজা বেশ মুখরোচক হইয়া উঠিয়াছিল।

রমেন পাঁপরের টুক্‌রায় কামড় দিয়া বলিল—'তোমার দিক দিয়ে প্রকাশক হিসেবে একথার দাম আছে কিন্তু প্রেমের কাহিনী বড্‌ডো কল্পনায় ভরা—'

শান্তি একটু হাসিয়া বলিল—'অর্থাৎ বল্‌তে চাও প্রেমে কল্পনাই বা পড়ে এই তো! তাও ঠিক নয়, যতটুকু পড়ে ততটুকু যদি বলে তো অশোভন হয় না—'

এবার কবি-কণ্ঠ মুখর হইয়া উঠিল। সন্দীপ বলিল—'বাস্তববাদীরা বলেন ফুলের মায়া অকৃত্রিম, নারীর মায়া কৃত্রিম,ফুলের সঙ্গে মেয়েদের বোধ হয় এইখানেই তফাৎ। পুরুষ না হলেই মেয়েদের চল্‌বে না, তা যিনি যত বড়ই 'স্যাফ্রেজিষ্ট' হোন্ না কেন। নারীর কাছে পুরুষ এলোমেলো ভাবে ধরা দিয়ে আঘাত পাচ্ছে, ভালোবাসা পাচ্ছে, ঘৃণাও কম পাচ্ছে না—'

নীতিশ বলিল—'কবিরা কিন্তু ঘৃণা পায় না—'

সন্দীপ উদাসীন ভাব দেখাইয়া বলিল—'এ তোমার ভুল ধারণা—'

প্রত্যুত্তরে নীতিশ বলিল—'কবিদের অন্তর এম্নিভাবে রসে ভরা যে মেয়েদের ছুটে আস্‌তে হয়—তোমার কাছেই তো আসে—কোন মেয়ে এ, আর, পির কাজ ফেলে তোমার কাছে ছুটো রঙের কথা শুনিয়ে যায়, কোন মেয়ে বা মোটর হাঁকিয়ে এসে তোমার সঙ্গে

কাজের আলাপ আলোচনা করে যায়—গোলাপ ফুলের মত চেহারা, নিটোল দেহ—'

আড্ডার ভিতর বেশ একটু হাসির আলোড়ন দেখা গেল। সন্দীপ আড্ডা ছাড়িয়া বাহিরে গেল। আকাশে মেঘ ডাকিতেছিল এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল।

তারপর বরেন বলিল—'প্রেম বিপ্লবী! মেয়েরা গর্ব্ব করে যে তাদের প্রেমের জোরে পুরুষ মানুষ রূপান্তরিত হয়ে যায়—'

শৈলেন একথায় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া বিভূতিকেই উল্লেখ করিয়া বলিল—'বিভূতি! অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে প্রেম মরে যাবে—'

আগ্রহের সহিত বিভূতি বলিল—'কেন!'

'—এ আর বুঝ্ছো না! মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে পৃথিবী থেকে রোমান্স দূরে চলে যাচ্ছে রোমান্টিক যুগেরও অবসান হোলো—'

শৈলেনের একথায় নীতিশ বলিল—'যাই বলো এখনো তো লোকে প্রেমে পড়্ছে, প্রেমের জন্যে লেকে ডুবে মর্ছে, বিবাহিতা নারী স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আস্ছে ছেলে মেয়ে ফেলে, এখনো প্রেমের কলঙ্ক মেখে নারী পুরুষ আত্মপ্রসাদ লাভ কর্ছে—অনন্ত কাল ধরেই নারী পুরুষ প্রেমে পড়্বে—'

শৈলেন বলিল—'মেয়েদের মাধুর্য্য আর পুরুষের বীর্য্য এই নিয়েই বিশ্ব সংসার। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে, ফলে তারা মাধুর্য্য হারিয়ে পুরুষোচিত বীর্য্যই আয়ত্ত করেছে বা কর্ছে—পারস্পরিক আকর্ষণ কেমন করে থাক্বে—'

নীতিশ তাহার উত্তর দেওয়ার অপেক্ষা না রাখিয়া বলিল—'যৌন আবেদনে, সাহসে হোক্ বা সঙ্কোচেই হোক মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে

মিশরে—প্রেম ভালোবাসা যাই বলো না ঐ তাগিদে—যৌবনশ্রী আর রূপ লালসাচ্ছন্ন মোহই তথাকথিত প্রেমের পুষ্টি সাধন করে—তারপর আনে বিচ্ছেদ, তা না হলে প্রেমঘটিত বিবাহের পরিণাম আদালতের বিচারকের বিচারের অপেক্ষা রাখ্‌তো না। কারখানায় কাজ কর্‌তে কর্‌তেই হোক, বা প্রাসাদের ভেতর বেঠোফেন্ সিম্‌ফনি শুন্‌তে শুন্‌তেই হোক্ প্রেমের অবৈধ প্রভাব চল্‌বে।—নীতিকথা অন্ততঃ এ যুগের পক্ষে অচল।'

বিভূতি বলিল—'পুরুষই নারীকে প্রলুব্ধ করে—'

হাসিয়া নীতিশ বলিল—'ঐ যে সুন্দরীরা আসেন ক্লাবে 'উলঙ্গ' শাড়ী পরে, তাঁদের ভিতরের সায়া কাঁচুলি সব দেখা যায়, বলো বিভূতি, রূপের আগুন জ্বালিয়ে পুরুষকে সে আগুনে পতঙ্গের মত পুড়িয়ে মার্‌বার চেষ্টা নয় কি ?—'

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—'নীতিশ 'উলঙ্গ' শাড়ী কি ?—'

'—খুব পাত্‌লা মিহি শাড়ীগুলোর কি নাম জানিনে, তবে ওগুলোকে আমি 'উলঙ্গ' শাড়ী বলি—এ পরা মানেই রূপের Advertise করা আর পুরুষের মন টলানো—'

সকলে হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিল।

তারপর সন্দীপের অনুপস্থিতিতে ছন্দা ও সন্দীপকে লইয়া রহস্য হয়। কথাপ্রসঙ্গে বিভূতি বলে—'বোধ হয় বেশী দিন এ ক্লাব টিক্‌বে না—'

শৈলেন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—'কেন ? কেন ?'

'—শুনে কি হবে ভাই, অনেক কথা বল্‌তে হয়—আমাদের এ ক্লাবে প্রেম রোগ ধরে গেছে, সুষমার সঙ্গে গোবিন্দ শ্রীপতয়ে যে বাড়াবাড়িটা কর্‌লে ওটাই তো আপত্তি জনক—সুষমা ভদ্র ঘরের মেয়ে

তার উপর বিবাহিতা, এ'তে ক্লাবের দুর্নাম হবে—'

বরেন বিস্ময়ের সহিত বলিল—'আর কি দেখেছ বন্ধু! বলে যাও—'

'—দেখেছি অনেক কিছু, তবে সব কথা বলা চলে না বিশেষতঃ এরকম জায়গায়—ছন্দাকে আজ এখানে দেখ্‌তে পাচ্ছ? সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ একটা বিমর্ষভাব—আরে আমরা তো সব কুমারের দল—বেপরোয়া—এখানে আছি, না হয় আর এক জায়গায় জমবো—সন্দীপ যেন ছন্দার আঁচলে বাঁধা হয়ে গেছে—এই তো ভয়—'

সকলে গোল হইয়া বসিল। বিভূতি বলিতে থাকে—'নিবারণ চক্রবর্ত্তী আমাদের 'প্লের' দিন এসেছিল কখন জানো তোমরা—'

একথায় সকলে বিস্মিত হইল। কেহই তাহাকে দেখিয়াছে এরূপ কিছু স্মরণ করিতে পারে না।

বিভূতি বলিল—'তবে শোনো! তৃতীয় অঙ্কের সময় ছন্দার 'প্লে' হবার পর—নিবারণ এলো, ছন্দাকে ডেকে নিয়ে মোটরে করে চলে গেল—'ব্লাক আউটের' রাত্রে তারা কোথায় গেল কেউ জান্‌লো না। সন্দীপ ছিল টিকিট ঘরে—তারপর বেচারা হা হুতাশ কর্‌তে কর্‌তে থিয়েটার ভাঙ্গার পর আমার সঙ্গে গল্প করতে কর্‌তে এলো। মদ যে তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছে—থিয়েটারে নাম্‌তে গেলেই এক গ্লাস না টেনে নাম্‌বে না এই তো দোষ, রোজ খাও না, একদিন খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ো, আমি তো সে রকম নই—'

'—আজ ছন্দা নিবারণের সঙ্গে গেছে নাকি!—

'—বুঝে দেখো—'

এমন সময় একখানি মোটর আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল,—

ছন্দা একা নামিল, সন্দীপ বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ক্লাবরুমে ছন্দা প্রবেশ করিয়া বলিল—'আপনাদের আজ রিহার্শাল হোলোনা—'

নীতিশ হাসিয়া বলিল—'মেয়েরা কেউ নেই, শুধু আমরা কি কর্‌ব—'

'—তা বটে—'মুখ দিয়া মদের গন্ধ মৃদুভাবে বাহির হইতেছিল।

বিভূতি বলিল—'আপনি না থাকায় কবিও অনেকটা উদাসীর মত ভাব দেখালো, আমরা গল্প ছাড়া আর কি কর্‌ব বলুন—'

—'আপনারা বসুন—কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি—'

সন্দীপের সহিত ছন্দা উপরে গেল।

বিভূতি বলিল—'কেমন, যা বলেছি ঠিক তাই—'

ক্লাবের মধ্যে চাপা হাসির ধ্বনি উঠিল—'

শান্তি বলিল—'এই সব আচরণ কি করে সন্দীপ সহ্য করে, তার একটা যা হোক নাম হয়েছে—ক্ষমাই বা করে কি করে!'

বিভূতি আস্তে আস্তে বলিতে থাকে—'মানুষ দায়ে ঠেক্‌লে সবই পারে,—সন্দীপ একেবারে অসহায়—এই ছন্দা আশ্রয় দিয়ে রেখেছে, সুতরাং অন্য অবলম্বন ছাড়া কবিকে ওর সঙ্গে রফা করেই থাক্‌তে হবে। এটা ঠিক, ও নিজের ভুলে নিজেরই ক্ষতি করেছে। ওর বোঝা উচিত ছিল যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের আস্বাদ পেয়েছে সে যেমন একটা মানুষের রক্ত নিয়ে খুসী হয় না, তেমি যে নারী একাধিক পুরুষের স্পর্শ পেয়েছে সে বাঘের মতই মনটাকে তৈরী করে ফেলে—নাইট-ক্লাব করা, পাঁচজনের সঙ্গে মিশ্‌বার সুযোগ দেওয়া এগুলি সন্দীপের

ভুল কাজ করা হয়েছে—ছন্দা এর মধ্যে সন্দীপের সঙ্গে ভালোবাসার দ্বিতীয়স্তরে এসে ওকে আঘাত দিতে চায়—মাত্র একবছর হয়েছে—'

বৃষ্টি থামিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে সকলে চলিয়া গেল। ছন্দা এবং সন্দীপ নীচে নামিল না।

কথা প্রসঙ্গে ছন্দা সন্দীপকে জানাইয়া দিল যে পরদিন সকালের ট্রেণে নিরারণের সহিত পল্লী অঞ্চলে স্যুটিংএর কাজ দেখিতে যাইবে। তাহাকে কয়েকদিন একা থাকিতে হইবে।'

কথাগুলি সন্দীপের কাছে আদৌ ভালো লাগিল না। কিছুক্ষণ ধরিয়া ছন্দার সহিত সন্দীপের একটু কথা কাটাকাটি হইল। সন্দীপের প্রসন্ন মুখ নাই,—মেঘাবৃত মুখের দিকে চাহিয়া ছন্দা খুসী হইল না, বরং ভিতরে বিরক্তি ও ক্ষোভ দেখা দিল।

নিজের মনে বলিল—'অক্ষমের নিস্ফল ক্রোধ সহ্য করতে যাবো কেন? আমার মন যা চায় তাই করব—'সে যথার্থই ভুলিয়া গেল সন্দীপকে না পাইলে তাহার জীবন ভাগ্যবিড়ম্বিত হইত। কোন বদ্‌মায়েস বা গুণ্ডার কবলে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। পরাগ হয়তো সে রাত্রে চলিয়া যাইত। যাহার মন চলিয়া যাইবার জন্য পথ খোঁজে সে যে কোন উপায়েই হোক পথ করিয়া প্রস্থান করে।

সন্দীপ ভাবিল—'স্বাধীনসত্তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে মাটির পুতুলের মত ছন্দার কাছে থাকা মানেই শুধু আত্মমর্য্যাদা হারানো নয়, আত্মবিক্রয়। এখন কোথায় যাই! টিকিট বেচার টাকা দুই হাজার কাছে আছে। কোন সংবাদপত্রে চেষ্টা করে দেখলে হয়, যদি সাংবাদিকের কাজ জোটে, অবশ্য ভক্ত বন্ধুবান্ধব অল্পদিনের মধ্যে আশাতীত পেয়েছি—দেখি কি করা যায়—'

এ রাত্রে সন্দীপ ছন্দাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে তাহার মত গ্রাজুয়েট মেয়ের সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকাই ভালো। মেয়েদের চাকুরীর অভাব হয়না, যুদ্ধের পরিস্থিতির ভিতর ভালো চাকুরী সে পাইতে পারে। ছন্দা উত্তরে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাহাকে উত্তর দিল যে এ সম্বন্ধে সন্দীপের চিন্তা করিবার কিছু নাই। সে নিবারণকে দৈবলব্ধ অবলম্বন স্বরূপ পাইয়াছে। নিবারণের আনুকূল্যে সে চিত্র-তারকা হইতে পারিবে। চিত্রতারকার সম্মান ও আভিজাত্য তাহার ন্যায় কবির অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে। এখানেই সন্দীপের মন ভাঙিয়া পড়িল। কোন কথা না বলিয়া আহারাদির পর শুইয়া পড়িল। করবীর স্মৃতি চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। অশ্রু ঝরিল।

—নয়—

করবী ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল।

প্রথম বিভাগে সে উত্তীর্ণ হইয়াছে এ সংবাদ বনগ্রামে পৌছিতে বিলম্ব ঘটিল না। বৃদ্ধ লোকেন্দ্র বাবু বার লাইব্রেরী হইতে আসিয়া অন্নদা ঠাকুরাণীকে বলিলেন—'তোমার মেয়ে ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছে—'

'—তুমি কি ক'রে খবর পেলে ?—'

'—আমার সব চর আছে, প্রদীপ যে কলেজে পড়ায় সে কলেজে চাণকি বারাকপুরের হরেনবাবুর ছেলে পড়ে, মাসে মাসে প্রদীপের বাসায় যায় শুনেছি—'

'—কোথা থেকে শুন্‌লে ?—'

'—আরে তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? হরেনবাবু যে আমাদের কোর্টের উকীল—'

অন্নদা ঠাকুরাণী পাশের বাড়ীর হরগোবিন্দ বাবুর স্ত্রী ইন্দুমতীকে ডাকিয়া পাচিলের পার্শ্ব হইতে বলিলেন—'দিদি, করবী ফার্ষ্টো ডিভিসনে পাশ করেছে—'

ইন্দুমতী আনন্দের সহিত বলিলেন—'সন্দেশ খাওয়াতে হবে—'

ঘরের ভিতর হইতে হরগোবিন্দবাবু বক্রোক্তি করিয়া ইন্দুমতীকে বলিলেন—'ঐ আশায় থাকো, হাত দিয়ে জল সরে না, দু'টাকা সেরের সন্দেশ খাওয়াবে'খন—'

অন্নদা ঠাকুরাণী ইন্দুমতীর কথার উত্তরে বলিলেন—'নিশ্চয়ই—'

কঙ্কাবতীর পাশ করার জন্য চিত্তদাহ হরগোবিন্দবাবুরই বেশী বোধ হইল। ইন্দুমতীকে বলিলেন—'এইবার কলেজে ঢুক্‌লে ব্যস চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হবে—কার সঙ্গে প্রেমে পড়ে কি কর্‌বে তার তো ঠিক নেই—কলেজে পড়া মেয়েদের জান্‌তে বাকী নেই—'

ইন্দুমতী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি—তোমার ছেলের সঙ্গে তো বিয়ে হচ্ছে না—'

'—আমার আবার ছেলে—' এই কথা বলিয়া হরগোবিন্দবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল।

ইন্দুমতী বলিলেন—'বঙ্কুর জ্বর, একটা ডাক্তার আন্‌লে না—'

'—ও ম্যালেরিয়া, কুইনিন খাওয়ালে যাবে—কুইনিন তো বাজারে একরকম মেলেই না—'

'—যুদ্ধ তো থেমেছে—'

'—যুদ্ধ থাম্‌লে কি হবে, যত বেটা চোর জুটে দেশটা মাটি কর্‌ছে—তা না হলে দেখ্‌ছ না, চালের দর নামে না—এদেশে কখন চালের অভাব শুনেছ? চার টাকা মণের চাল আর পাবে? চোর বাটপাড় ঘুষখোর শয়তান যে দেশের মাটি কামড়ে বসে আছে সে দেশে ফসল হবে না, ঘুঘু চর্‌বে শুধু—ঘুঘু চর্‌বে—'

এমন সময় লোকেন্দ্রবাবু হরগোবিন্দবাবুর বৈঠকখানা-ঘরের কড়া নাড়িতে ভিতর হইতে কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কে?'

'—বাহিরে আসুন,—একটু বেড়ানো যাক্—'

হরগোবিন্দবাবু বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন—'বসুন, জামাটা গায় দিয়ে আসি—'

জামা পরিয়া হরগোবিন্দবাবু বাহিরে আসিলেন। তারপর উভয়ে যশোহর রোডের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলেন। সাংসারিক

কথাই ওঠে—জিনিষপত্র দুর্ম্মূল্য, তাহার উপর বিভিন্ন কমিটি ও বোর্ডের আধিপত্যবশতঃ কিরূপ অধিবাসিগণের শোচনীয় অবস্থা হইতেছে তাহারই আলোচনা চলে।

হরগোবিন্দবাবু বলেন—'কমিটিকে খোসামোদ করেও গিন্নির জন্যে একখানা শাড়ী যোগাড় কর্‌তে পার্‌লাম না তাও গুণচট শাড়ী—দাম দিতে হবে চতুর্গুণ তার ওপর বদমায়েস লোকগুলোকে খোসামোদ কর্‌তে হবে, একি বরদাস্ত হয় মশায়! যত বাছা বাছা জোচ্চোর পোড়াকপালে মুরুব্বি—হায়রে অদৃষ্ট—'

লোকেন্দ্রবাবু উত্তর দেন—'তাঁতের শাড়ী গিন্নিকে পরান—তিরিশ টাকা জোড়া নেবে এমন বেশী কিছু নয়—সুন্দরী যুবতী ভার্য্যাকে সমাদর কর্‌তে শিখুন—'

'—তিরিশ টাকা জোড়ার কাপড় পরাবার ক্ষমতা আমার নেই—'

'—দাদু এবার হাসালেন, চল্লিশ টাকা মণের চাল খাইয়েছেন যে—মক্কেলদের কাছ থেকে মোচড় মেরে টাকা নিন—পেসকারকে এত, মুহুরীকে এত, পেয়াদাকে এত—এম্নি করে নিতে হবে। তিন টাকা মাছের সের হবার পর থেকে আমি এমন কষে মেজে নিই যে মামলা যারা কর্‌তে আসে তারা বোঝে মামলার কি মজা—'

এ কথা সেকথার পর লোকেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করেন—'ছেলের কোন খবর পান—'

হরগোবিন্দবাবু উত্তর দিলেন—'না—সে তো ত্যাজ্যপুত্র—'

'—আপনার ছেলে নামজাদা কবি হয়েছে, তার খোঁজ খবর রাখা দরকার—তাকে দশে চেনে—'

'—তাতে তো আমার সব দুঃখু ঘুচ্‌লো—'

'—ঘুচ্‌লো না? বংশ উজ্জ্বল হোলো, আপনাকে কে চেনে মশায়?—'

'—কেন আপনি কি আপনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন নাকি—'

'—ভগবানের মনে থাকে তো হ'বে—'

'—আপনার মেয়ে তো ম্যাট্রিক পাশ কর্‌লো, পড়াবেন, না কি কর্‌বেন—'

'—ছেলেই জানে, মেয়ে আমার কাছে থাক্‌লে আমার ব্যবস্থানুসারে কাজ হোতো—'

অনেক দূর পর্য্যন্ত গল্প করিতে করিতে দুইজনে আসিলেন, কখন যে পন্‌টুন ব্রিজ পার হইয়াছেন কাহারও খেয়াল নাই। হরগোবিন্দবাবুর চমক ভাঙ্গিল। বলিলেন—'ছ-ঘরে মুখো চলেছি যে—'

দুইজনে আবার বনগ্রামের দিকে আসিতে লাগিলেন।

দ্বিপ্রহরে বন্ধুর জ্বর হঠাৎ প্রবল বেগে আসিল।

লোকেন্দ্রবাবু ও হরগোবিন্দবাবু বেড়াইতে যাওয়ার পর হইতে বন্ধুর জ্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে জ্বরে অচৈতন্য হইয়া মাঝে মাঝে আবোল তাবোল বকিতে থাকে। ইন্দুমতী জলপটি ও পাখার বাতাস করিতে করিতে ভাবিলেন—'কতক্ষণই বা চুপ করে থাকা যায়—' গায়ের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী। থার্ম্মোমিটার বগলে দিলেন,—তাপ উঠিল প্রায় ১০৬° ডিগ্রি'। ডাক্তাররা বলেন ১০৮°-এর উপর উঠিলে না কি মাথার ভিতরটা নষ্ট হইয়া যায়। নিজের মনে বলিলেন—'১০৭° ডিগ্রি হতে কতক্ষণই বা!—'

'—অ বন্ধু, বন্ধু—'দুই চারিবার ডাকেও সাড়া পাওয়া গেল না। অন্নদা ঠাকুরাণীকে পাচিলের ধারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন। বলিলেন—'দিদি! শিগ্‌গির আসুন, বন্ধু কি রকম কর্‌ছে-'অন্নদাঠাকুরাণী ছুটিয়া

আসিলেন। বলিলেন—'আহা, অমন সোনার চাঁদ ছেলে, কপালে পয়সা ছুঁয়ে তুলে রাখো, সেরে উঠ্‌লে হরির লুট দিও—'

হরগোবিন্দবাবুর মুহুরী দীনেশকে ডাকিবার জন্য ইন্দুমতী চাকরকে পাঠাইলেন। মিনিট পনেরো পরে মুহুরী আসিল এবং বঙ্কুর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিলেন। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া—' সঙ্গে সঙ্গে একটি ইন্‌জেক্‌সন্‌ দেওয়া হইল। তারপর দীনেশকে বলিলেন—'আমার সঙ্গে যেতে হবে, কয়েকটা পাউডার দেবো, দুঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে—'

এ সংবাদে পাড়ার ছেলেরা আসিয়া পড়িল। ষ্টেশনে বরফের জন্য লোক পাঠানো হইল।

লোকেন্দ্রবাবু ও হরগোবিন্দবাবু বাড়ী ফিরিয়া এই সংবাদে বেদনা অনুভব করিলেন।

হরগোবিন্দবাবু নিজের মনে বলিলেন—'আমার যে বরাত মন্দ, বঙ্কু কি আর বাঁচবে!'

রাত্রি দিন ধরিয়া বঙ্কুর কাছে বসিয়া সকলে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। চব্বিশ ঘণ্টা না যাইলে বঙ্কুর জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, একথা ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কু একবার ঝাঁকিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। বিকারের ঝোঁকে বলে—'দাদা! এলে—'একথা দাদা সন্দীপের কর্ণে যাইলে পিতামাতার শত দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও হয়তো ফিরিয়া আসিত। সন্দীপ বঙ্কুকে ভালবাসিত।

পাড়াপ্রতিবেশীগণের মধ্যে বিমর্ষতা, চাঞ্চল্য, এবং উদ্বেগ দেখা গেল। কখন কি হয় বলা যায় না!

বঙ্কুর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠে। ডাক্তারকে লোকেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—'ভাল বুঝ্ছিনে—'সকলেই নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

মানুষের ভিতর যে অহঙ্কার দৈনিক জীবন-যাত্রাপথে মূর্ত্ত হইয়া দুর্ব্বলকে পীড়া দেয় সে অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য পশ্চাতে অদৃষ্ট দেবতার লক্ষ্য থাকে ইহাই যদি মানুষ বুঝিত, তাহা হইলে তাহার অবচেতন মনের দিগন্ত মেঘাচ্ছন্ন হইত না, অশ্রুবাদল নামিত না। সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া হরগোবিন্দবাবু ও তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ইন্দুমতী বঙ্কুর প্রতি স্নেহ প্রবণতা বিশেষ ভাবে দেখাইয়া সন্দীপকে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত করিতেন, আশা করিয়াছিলেন বঙ্কুই তাঁহাদের বংশে আশার প্রদীপ জ্বালিবে। তাঁহারা সন্দীপকে ভালো ব্যবহার দেখাইয়া চাকুরীর জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে পারিতেন, তাহা করেন নাই। সেই জন্যই কি বঙ্কুর জীবনের আলো রজনীর দীর্ঘশ্বাসে নিবিয়া আসিতেছে! মানুষ যাহাকে একান্ত আশা করে তাহাকে পাওয়া যায় না—যাহার উপর কোন আশা ভরসা থাকে না সেই আশার অবলম্বন হয়। পাড়ার লোকেরা এইসব কথা বলিতে থাকে।

বঙ্কুর অবস্থা শোচনীয়, ইন্দুমতীর ক্রন্দনধ্বনি দিগন্ত কাঁপাইয়া তোলে।

ডাক্তারকে পুনরায় আনা হইল। রাত্রি বারোটা। ডাক্তার আসিয়া ইন্জেকসন্ দিলেন, তাহার কয়েক মিনিট পরেই হার্টফেল করাতে বঙ্কু জীবন হারাইল।

মালাপাড়ার মধ্যে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আর্ত্তনাদ উঠিল।

হরগোবিন্দবাবু মূর্চ্ছিত হওয়াতে ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিল। গাঙ্গুলি পরিবারের বিষম দুর্দ্দিন—সকলে বলিতে থাকে।

—দশ—

শুধু ষ্টুডিয়োতে নয়, 'সুটিং'এও কিছু দিন হইতে ছন্দা নিবারণের সহিত যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সুটিং এর ব্যাপারেই ছন্দা নিবারণের সহিত গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিল। এখান হইতে পশ্চিম দিকে মাঠের মধ্য দিয়া যে আঁকাবাঁকা মিউনিসিপ্যাল রাস্তা গৈপুর গ্রামে গিয়াছে সেই রাস্তা ধরিয়া সি, এম, প্রোডাকসনের দলবল সমভিব্যাহারে নিবারণ চলিল। ছন্দা তাহার পার্শ্বে রহিল। নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ প্রান্তর। মাঠে দুই চারিটি গরু চরিতেছিল। একখানি গরুর গাড়ীতে ফিল্মের সাজ সরঞ্জাম চাপাইয়া দিয়া সকলেই পথ হাঁটিতে থাকে।

গরুর গাড়ীর হাঁচ্‌কানির ভয়ে কেহই উঠিল না, মাত্র দুইজন চাকর গাড়ীতে রহিল।

গৈপুরের ষষ্ঠিতলা ঘাটের বিপরীত কূলে যে ভাঙা ঘাট বালিয়ানির উপর বর্ত্তমান, সেখানে সুটিংএর কাজ চলিবে। এরূপ ভাঙাঘাট যে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, তাহা নহে—চিত্রনাট্য লেখকের বাড়ী এখানে—তাঁহারই অনুরোধে আসিতে হইয়াছে। সকলেই লেখকের অতিথি,—লেখক অনিমেষ বাবু ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে অভ্যর্থনা জানাইয়া সাইকেলে সোজাসুজি গৈপুরে তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দলবল তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল।

অনিমেষ বাবু মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসের এক অধ্যায় হইতে গ আরম্ভ করিলেন। পার্শ্ববর্তী ইছাপুর গ্রামের বিরাট ঐতিহ্য মধ

আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন—'রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের বাড়ীতে মানসিংহ এসেছিলেন, প্রতাপাদিত্যকে ধরতে যাবার সময় তিনি দেখে গেছেন এদেশ কত সমৃদ্ধিশালী ছিল, আর আজ চেয়ে দেখুন চতুর্দ্দিক বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ—'

নিবারণ বলিল—'তাহলে ইছাপুরটা কিন্তু দেখে যেতে হবে—'

ছন্দা আগ্রহের সহিত বলিল—'সে বাড়ীটা এখনও আছে ?—'

'—ভগ্ন দশায় রয়েছে,—একটা মন্দির আছে দেখ্‌বার মত—রমেশ দত্তর 'মাধবী কঙ্কণে' এ গায়ের' উল্লেখ আছে—'

নিবারণ বলিল—'বেশ তো, ঐ মন্দিরের কাছে আমাদের একটা স্যুটিংএর ব্যবস্থা হতে পারে—'

গ্রামের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া অনিমেষ বাবু বলিতে থাকেন—'এখানে পয়সা দিয়েও জিনিষ মেলে না, গোবরডাঙ্গার বাজার আছে এই পর্য্যন্ত, মাছ তরিতরকারী পাওয়া যায় না বল্‌লেই হয় সব চালান যায়—'

ছন্দা উত্তেজিত হইয়া বলিল—'কি সুখে লোকে এখানে বাস করে ?—'

অনিমেষ বাবু হাসিয়া বলিলেন—'বাপ পিতোমোর ভিটের মায়ায় পড়ে আছে এক শ্রেণীর লোক, আর এক শ্রেণীর লোক অনুপায় হয়ে রয়েছে যাবার কোন পথ নেই বলে—হাবড়ায় এরোড্রোম করে মিলিটারীর জন্তে জায়গাটা বেশ জেঁকে গেছে, দেখে এলেন তো—মিলিটারী সাপ্লাইয়ের জন্তে এখান থেকে শুধু জিনিষ চালান যায় না, মানুষও যায়। কাজেই লোক পাবার উপায় নেই—'

কিছুক্ষণ পরে চা ও জল খাবার আসিল। সকলে চা পান করিয়া

নদীর ধারে যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করাতে অনিমেষ বাবু আপত্তি করিতে পারিলেন না।

দে মহাশয়দের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া ষষ্ঠিতলার ঘাটে আসিয়া সকলে দাঁড়াইলেন।

কচুরীর বেড়া জালে আবদ্ধ শীর্ণা যমুনা নদীর দুর্দ্দশা দেখিয়া ছন্দা বলিল—'এই মজা নদীর সংস্কারের চেষ্টা হয় না?—'

অনিমেষ বাবু বলিলেন—'সংস্কারের প্রায় সব ব্যবস্থাই হয়েছিল, শেষে শাসনতন্ত্রের নূতন ধারা প্রবর্ত্তনের ফলে সব ধামা চাপা পড়ে গেছে—'

গাছের গুঁড়ি ফেলে দেওয়া ঘাটে বসিয়া একটি বধূ ঘড়া মাজিতেছিল—শীর্ণকায়া, তামাটে রঙের শরীর।

একটা গরু জলে পড়িয়া গিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, শেষে অতি কষ্টে উঠিল। ছন্দা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'এইসব মেয়েদের দিকে চাইলে দুঃখ হয়, এরা পেট ভরে খেতে পেলো না, সংসারে আদর যত্ন পেলো না, মুখ বুঁজিয়ে গেরস্থালীর কাজ করে' যাচ্ছে—আশা নেই, আকাঙ্খা নেই—অবসর নেই—'

অনিমেষ বাবু বলিলেন—'এরাই বাঙালীর প্রকৃত রূপ, দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার, মহামারীগ্রস্ত বাংলার এরাই কঙ্কাল—যতদিন গাঁয়ের অবস্থা না ফিরে আসবে ততদিন সহরের সভ্যতার মন-ভুলানো গানে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে না—'

ছন্দা বলিতে থাকে—'আপনাদের পশ্চিম বঙ্গের গ্রামগুলির দুর্দ্দশাই বেশী দেখা যাচ্ছে, আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে এতটা বীভৎস রূপ দেখা যায় নি—তবে বাংলার সে শ্রী আর হ্রী নেই—আগেকার গ্রামের জীবনযাত্রা কোন দিন কি বাঙালী ফিরে পাবে? তা পাবে না—

ঠাকুর মার গল্পে রয়ে গেল বাংলার গ্রাম স্বপ্ন হয়ে—'

এ দিন রবিবার ছিল। যাহারা ডেলিপ্যাসেঞ্জার বা শনিবারে বাড়ী আসে, তাহারা অনেকে আসিয়া আলাপ আলোচনা আরম্ভ করিল। জনৈক ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—'আপনাদের এখানে ক'দিন থাক্‌তে হবে—'

নিবারণ বলিল—'তা প্রায় দিন চারেক হবে, ইছাপুরেও 'স্যুটিং' যদি হয়, তা হলে আরো তুদিন লেগে যাবে,—আজ তো যাবে আমাদের ঘুরে ফিরে দেখ্‌তে—'

ফিল্ম পার্টি শুভক্ষণেই এ স্থানে পা দিয়াছিল। নানা দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল, প্রখ্যাত তুই চারিজন চিত্রতারকার নাম শুনিয়া বিস্ময় ও মোহাবিষ্ট হইয়া অনেকেই পিছু পিছু ঘুরিতে ফিরিতে আরম্ভ করিল। নিস্তব্ধ গ্রাম খানি সরগরম হইয়া উঠিল।

এদিন স্যুটিংএর কাজ হইল না। '—যতদূর দেখা যায়—' চিত্রের প্রধান অংশ যিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

নিবারণ তাঁহাকে বলিল—'এই গরমে অত ডাব খেলে গলা ভাঙ্গবে না! আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম—'

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—'পাড়াগাঁয়ে এসেছি, ডাব খাবোনা তো খাবো কি? না হয় স্যুটিং নাই হবে—'

তাঁহার মেজাজ একটু গরম দেখিয়া কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না।

গ্রামের অনেকেই ভাবিল ছন্দাও একজন চিত্র-তারকা। সকলে বিস্ফারিত চোখে দেখিতেছিল তাহার আপাদমস্তক। 'অঙ্গভঙ্গী চলন ভঙ্গিমা ঠিক বিলাতী মেমের মত, শাড়ীও ঘাঘ্‌রা করিয়া পরা— বেশ দেখ্‌তে—'এই রকম কথাবার্ত্তা গ্রামবাসীদের মধ্যে চলে।

ছন্দা আর নিবারণ মেঠোপাড়ার মধ্য দিয়া ইছাপুরের দিকে বেড়াইতে চলিল। তাহারা উভয়েই অনেকক্ষণ ধরিয়া সুযোগ খুঁজিতেছিল কিরূপে দল ছাড়া হইয়া সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইতে পারে। শেষে সে সুযোগ মিলিল। প্রখ্যাত চিত্র-তারকা চৌধুরী মহাশয় ও মীরা হালদারের সহিত গ্রামের যুবকবৃন্দ যে সময়ে অনিমেষের বৈঠক খানায় বসিয়া অভিনয়ের 'আর্ট' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল এবং দলের দুই চারিজন এদিকে ওদিকে গল্প গুজর করিতেছিল, সে সময়ে এই দুইটী প্রাণী কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সোজাসুজি বাহির হইল।

গ্রামের ছেলেদের একটা এমেচার পার্টি আছে। তাহারা চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহার চাল চলন, অঙ্গভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা তন্ময় হইয়া লক্ষ্য করিতেছিল। চৌধুরী মহাশয় ক্রমাগত সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছিলেন এবং ভাঙ্গা গলায় কথা বলিতে ছিলেন। মীরা নিজের মনে বলিল—'এত বক্‌লে আর গলা ছেড়ে দিচ্ছে না—'

পথ চলিতে চলিতে নিবারণ ছন্দাকে বুঝাইল সর্ব্বপ্রকারের কৌলীন্য মর্য্যাদা একমাত্র ফিল্মেই আছে—'

আমোদ প্রমোদের মধ্যে নব নব অভিজ্ঞতার স্বাদ-বৈচিত্র্যে প্রাণ-শক্তির সঙ্গে স্ফূর্ত্তি লাভ হইতে পারে। সন্দীপকে লইয়া নিস্তেজ একঘেয়ে জীবনের সার্থকতা কোথায়? ছন্দা ভাবে, সন্দীপের সহিত থাকিয়া বরং জীবনের জটিল পরিস্থিতি দেখা যাইতেছে, দুইবেলা লোকজনের আদর আপ্যায়নের জন্য তাহারই অর্থ ব্যয় হয়। সন্দীপ এখনও বেকার, সেজন্য ছন্দা দায়ী বটে—কিন্তু একথা ছন্দা বুঝিয়াও মনোগহনের অতল গভীরতায় আসিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যাকুল

হয়। নিবারণের কথাগুলি শুনিয়া চিত্তের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিচিত্র বর্ণ প্রলেপে তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে থাকে।

নিবারণ আশা মধুর পরিকল্পনা তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিল—'সন্ধ্যার ভূমিকাটা তোমাকে দিতে পারি—আজ রাত্রে তোমায় ওটা তৈরী করে দেব'খন, মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অভিনয় করবে—পারবে না? এ ছবিতে তোমায় হাজার টাকা দেবো, ভাবছ কেন?—'

ছন্দা আনন্দাতিশয্যে বলিল—'বেশ রাজী আছি—'

'—তারপর প্রধান প্রধান ভূমিকা তোমায় দেবো, সে তো আমার হাত—তবে এখন নয়—'

'—যে মানুষ আমার আশ্রয়ে বেকার রইলো তার কথা ভাবলে না—সেও তোমার বন্ধু—'

'—বুঝছ না, সে পুরুষ মানুষ আর তুমি নারী, তোমার চেহারা সম্পূর্ণ ছবির উপযোগী, ওর চেহারা ঠিক সে রকম নয়, তাছাড়া মাইক্রোফনের ভেতর ওর গলার আওয়াজ ভালো শোনাবে না—তোমার একেবারে চমৎকার, নিখুঁত—ওর জন্যে ভাববার নেই, নাম হয়েছে, স্তাবক জুটেছে—একটা না একটা কিছু করবে। ও আজ না হয় দু'দিন পরে চলে যাবে, তোমার উপায় কি হবে ভেবেছ কি? ভালোর জন্যে বলছি—ওর মত লোকের পথ বাঁধাই আছে—'

ছন্দা ভাবিতে থাকে সঙ্গতিপন্ন পিতৃগৃহের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া সে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছে—বিপদসঙ্কুল অনির্দ্দেশের পথে তাহার যাত্রা সুরু হইয়াছে। পরাগকে লইয়া ভালোবাসার অস্বস্তি ও দহন জ্বালা অনুভব করিয়াছে, পরাগের অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, শেষে সন্দীপের সহিত থাকিয়াও সুখী হইতে পারিতেছে না।

নিবারণ চক্রবর্ত্তীকে পাইয়া সে সন্দীপের সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে চায়। এক এক সময়ে তবুও যেন মন সন্দীপকে ছাড়িতে চায় না। সন্দীপের সরল অন্তঃকরণে আঘাত দিলে তাহার পরিণাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে একথাই বারে বারে মনে হয়। কিছুদিন ধরিয়া টালিগঞ্জের ষ্টুডিয়োতে আনাগোনা করিয়া চিত্র জগতের দিকে মন ঝুঁকিয়াছে, নিবারণ তাহাকে একান্তভাবে চিত্র জগতে পাইতে ইচ্ছুক।

ছবিতে যে কোন ভূমিকা লইতে হইবে, অর্থ কে না চায়!

পার্শ্বে কৃষ্ণচূড়ার বন হইতে পাখী ডাকিতে থাকে।

রাত্রিতে সকলেই যখন শুনিল 'যতদূর দেখা যায়' চিত্রে ছন্দা অভিনয় করিবে, তখন দুই চারিজন বিস্মিত হইলেও চৌধুরী মহাশয় বিস্মিত হন নাই।

মীরা হালদারকে বলিলেন—'আমি আগেই জানি, এতকাল থিয়েটার বায়স্কোপের লাইনে এসে লোক চিন্‌তে বাকী নেই—'সন্ধ্যা'র ভূমিকা ছন্দা নিলে বাসন্তীর উপায় কি হবে? টাকাটাই তো সব কিছু নয়, বাসন্তী যা হোক ফিল্মে নেমে নাম কর্‌ছে—'

মীরা বলিল—'ওর কপালে পাঠ নেই যা বুঝ্‌ছি—'

বাসন্তী আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী মহাশয়ের মুখে সব কথা শুনিয়া বলিল—'বুঝ্‌ছেন না, ডিরেক্টরের নজরে পড়েছে, আমাদের আর ভালো লাগ্‌বে কেন? বেশ ছন্দাই করুক, কন্‌ট্রাক্ট হয়েছে যখন, টাকা তো আমায় দিতে হবে—'

এমন সময়ে গৈপুর ইভ্‌নিং ক্লাবের ছেলেরা আসিল। এ সব প্রসঙ্গ চাপা দিতে হইল।

সন্দীপের মনে শান্তি নাই।

ছন্দা সকাল বেলায় 'সুটিং' দেখিতে যাইবার সময়ে বলিয়া

গিয়াছিল শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। প্রায় এক সপ্তাহ হইতে যায়, তাহার দেখা নাই। ছন্দা বাড়ী না থাকিলে ভিড়ও বেশী হয় না। দুই একজন মাত্র আসে, তাও পুরুষ। সন্দীপের মনে এই প্রশ্ন উঠিল যে, সে আকর্ষণের বস্তু নয়, ছন্দাই আকর্ষণীয়, নতুবা এরকম হয় কেন? নিজের মনে বলে—'দিনের পর দিন ছন্দার জন্যে হাপিত্যেশে অপেক্ষা করাও তো কম ঝক্‌মারী নয়, তারপর পার্টি হয়তো অন্যত্র কোথাও গেছে, ছন্দা সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌ছে—আমার সঙ্গে ওর কিই বা সম্বন্ধ! মোহাচ্ছন্ন হয়েই প'ড়ে আছি, তবে এটুকু বুঝ্‌লাম নিছক কবি খ্যাতির জন্যে ভিড় হয় না, ছন্দার সঙ্গে মিশ্‌বার বা ভাবের আদান প্রদান কর্‌বার জন্যে ভিড় হয়—আজ যদি ছন্দা দেখ্‌তে কুৎসিত হোতো বা গেঁয়ো অশিক্ষিতা হোতো, তা হলে কারো দেখা মিল্‌তো না, এটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিলাম—'

চাকরটী আসিয়া বলিল—'বাবু! মা কবে আস্‌বেন—'

—'আর তোমার মা এসেছেন—'

'—কি বল্‌ছেন বাবু'—বিস্মিত হইয়া চাকরটী বলিল। সে ভাবিল মা বোধ হয় অন্য কোন বাবুর আশ্রয় লইয়াছেন। বহু দিনের চাকর ছন্দার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নয়। তারপর কিছুদিন ধরিয়া রাত্রি দিন লোক সমাগম দেখিতেছিল। তখনই বুঝিয়াছিল একটা কিছু ঘটিবে। এদিকে সংসার চালাইবার টাকা ছন্দা বেশী কিছু দিয়া যায় নাই, সব খরচ হইয়া গিয়াছে। সন্দীপ বিরক্তি বোধ করিল। তাহার কাছে ক্লাবের দরুণ টাকা আছে, শেষ পর্য্যন্ত তাহাই কি ভাঙ্গাইয়া খাইতে হইবে! আর যদি ছন্দা না ফিরিয়া আসে!—এই কথা ভাবিতে গিয়া সে চিত্তের ধৈর্য্য হারায়।

বনগ্রামের কথা মনে পড়ে। সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলে—'বঙ্কু আজ কত বড় হোলো! করবীর হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেলে দেশের খবর পাওয়া যেতে পারে, যাক্—যে দেশ থেকে একদিন শূন্য হস্তে বেরিয়ে এসেছি সেখানকার কোন স্মৃতি মনে রাখ্‌বো না—নাম হোলেও দেশের লোক কোন দিনই সমাদর কর্‌বে না। রটিয়ে বেড়াবে কবি সন্দীপ গাঙ্গুলি আর একজন—আমি নই, এই তো হিংসুটে দেশের লোক! 'রাত্রে বিছানায় শুইয়া কিছুতেই সন্দীপের ঘুম হয় না, অন্ধকারের ভিতর শুধু সারা জীবনের ইতিহাস ছায়ার ছবির মত ভাসিয়া উঠে আর তাহার সঙ্গে দেখিতে পায় বঙ্কুর সজল মুখখানি। বঙ্কু যেন আসিয়া ইসারা করিতেছে। বিজলী আলো জ্বালে, কাহাকেও দেখিতে পায় না। এক এক সময় মনে হয় বনগ্রামে গিয়া বঙ্কু আর করবীকে দেখিয়া আসিলে ভালো হয়।

ভাবিতে ভাবিতে সে বিছানায় সোজা হইয়া বসে। কোথায় যাইবে, কি করিবে ঠিক পায় না। সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। শরীর অবসন্ন বোধ হইল।

পর দিন সকালে ক্লাবের টাকা হইতে দশ টাকার দুইখানি নোট চাকরকে দিয়া বলিল—'যে ক'দিন মা না আসে সে ক'দিন এ টাকায় সংসার চালিয়ে নিও, কয়েক দিনের জন্যে দেশে যাচ্ছি, শিগ্‌গিরই আস্‌বো—'ভৃত্য ভিতরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে শৈলেন আসিল। শৈলেনকে দেখিয়া সন্দীপ বলিল—'এসেছ, ভালোই হয়েছে, কয়েক দিনের জন্য দেশে যাচ্ছি, ছন্দা তো আজও বাসায় ফির্‌লো না, তোমার ওপর বাসার ভার দিয়ে যাচ্ছি—'

'—হঠাৎ দেশে?—'

—'মনটা বড়ো ব্যাকুল হয়েছে, তোমরা ক্লাবে আসো না কেন?—'

—'ক্লাবে এসে কি হবে? তোমরা বাসায় থাক না, মিস্ চৌধুরীকে regular পাওয়া যায় না, তুমি ক্লাবে সম্পূর্ণ attention দেও না, শ্রীমতী কখন আস্‌বেন সেই আশায় পথ চেয়ে থাকো, এতে কি আমরা জম্‌তে পারি—আজ তো দেশে চলেছ—'

সন্দীপ প্রথমে ভাবিল শৈলেনকে সব কথা খুলিয়া বলে, পরক্ষণে মনে হয় দরকার নাই। চাপিয়া যাওয়াই ভালো। দেশে যাইবার কথায় শৈলেনও ঠিক সন্দীপকে বুঝিতে পারিল না। কারণ সে জানে সন্দীপ পিতার ত্যাজ্যপুত্র, তবে কি পিতা পুত্রের মধ্যে ভাব হইল? সন্দীপকে জেরা করা ভদ্রতা সঙ্গত হইবে না এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শৈলেন বিশেষ কিছু বলিল না।

শেষে শৈলেন বলিল—"দেখো, আমার পক্ষে এ বাড়ীর দেখাশুনা ঘট্‌বেনা, আজ আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি বিদায় নেবার জন্যে—'

'—সে কি, বিদায়? '

'—হ্যাঁ বিদায়—রেঙ্গুন চলে যাচ্ছি একটা চাকুরী নিয়ে—'

'—কি চাকুরী পেলে?—'

'—ওখানকার রেডিওতে—'

'—আমাকে একটা জুটিয়ে দাও না—'

'—তুমি তো এখানে বেশ আছ, আবার কেন—রূপবতী নারীর আশ্রয়ে আছ, পৃথিবীর সব রস, সব সুখ আস্বাদন কর্‌ছ, রেঙ্গুন গেলে তো তা হবে না—'

'—বাজে কথা ছেড়ে দাও, হয়তো, বলো তোমার সঙ্গে যাই—'

'—গেলে একটা কিছু হতে পারে, দেশে তো যাওয়া হবেনা—'

'—না-ই বা হোলো, রেঙ্গুনে Post war reconstruction চল্‌ছে তো খুব বেশী রকম শুন্‌ছি, তোমার কেউ আছেন নাকি বর্ম্মায়—'

'—সম্প্রতি মামা গিয়েছেন, বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের অফিসার হয়ে—'

'—আমি 'এয়ারে' যাবো—আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া সম্ভব হবে কি ?—'

'—বেশ তুমি 'এয়ারে' যাও, আমি জাহাজে যাবো—এয়ারে যাবার পয়সা তো নেই, সত্যি কথা বল্‌তে কি তোমাদের ক্লাবের 'বেনিফিট' নাইটের যা টাকা আছে তাই এখন আমার ভরসা—দুহাজার টাকা আমার কাছে আছে, তোমরা এক রকম আমাকেই দিয়ে বসে আছ—'

'—আমরা মতলব করেই এ কাজ করেছি, জানি ছন্দার সঙ্গে তোমার বনিবনাও হোতে পারে না, ভবিষ্যতে বিপদে পড়্‌লে এই টাকার জোরে উদ্ধার পাবে, আরো দু-এক নাইট প্লে করার ইচ্ছে ছিল, তা তো হোলোনা—ছন্দাকে আমরা চিনে নিয়েছি—যাক্ চাকুরীর জন্যে ভেবোনা—চাকরের কাছে বাড়ীর ভার দিয়ে চলে এসো, যাহোক ব্যবস্থা হবে'খন—'

তারপর শৈলেনকে বসিতে বলিয়া সন্দীপ সুটকেশ গুছাইয়া লইল এবং জামা কাপড় পরিয়া ভৃত্যকে ডাকিল। ভৃত্যের হাতে সংসারের সব কিছু বুঝাইয়া দিয়া বাহির হইল।

ভৃত্য বলিল—'কবে আস্‌বেন—'

'—দু-চার দিনের মধ্যে আসব—'

ভৃত্য প্রণাম করিল। শৈলেন ও সন্দীপ গল্প করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

বিস্মিত নেত্রে ভৃত্য তাহাদের পিছনের দিকে চাহিল।

শৈলেন রাস্তায় নামিয়া নিজের মনে বলিল—'সুন্দর পারিপার্শ্বিকের মাঝে বাস করবার জন্যে আমাকে নৈতিক অধিকার অর্জ্জন করতে হবে—'

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যের মুখে ছন্দা শুনিল সন্দীপ দেশে চলিয়া গিয়াছে। কবে আসিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই অপ্রীতিকর সংবাদে ছন্দার মন উত্তেজিত হইল। বলিল—'একেবারে ভদ্রতাজ্ঞানবর্জ্জিত! দু'দিন সবুর সইলো না। এলে এবাড়ীতে জায়গা হবে না—'

ভৃত্যটি বলিল—'আপনার জিনিষ পত্তর সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিন, শেষে আমাকে দোষ দেবেন না যেন—'

এ কথায় ছন্দার চমক ভাঙ্গিল। নিজের মনে বলিল—'সত্যি তো, যথাসর্ব্বস্ব এখানে পড়ে আছে, কিছু নিয়ে যায়নি তো—' ভৃত্যের সহিত কথাবার্ত্তায় রূঢ়তা প্রকাশ করিল। ভৃত্য নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

তারপর ট্রাঙ্ক, সুটকেস, আলমারি আয়রণচেষ্ট প্রভৃতি খুলিয়া দেখিল সবই ঠিক আছে। নাই কেবল সেই মানুষটী। এক বৎসরের উপর একত্র থাকিয়া সে না বলিয়া সরিয়া পড়িল! সুদীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠতার পর এরূপ আচরণ মারাত্মক নয় কি! ছন্দার এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে! মানুষ নিজের দোষ বা দুর্ব্বলতা দেখিতে অভ্যস্ত নয়, তাই সেও নিজেকে লইয়া বিচার করিল না, যত দোষ সন্দীপের ঘাড়ে চাপাইল। সংসার খরচের টাকা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া যায়

নাই শেষে সন্দীপ টাকা দিয়া গিয়াছে একথা ভৃত্য বলিল। উত্তরে কিছু না বলিয়া ঘরের মধ্যে কাপড় চোপড় ছাড়িতে গেল।

বিকাল হইয়াছে। ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে চারটা বাজিল। ছন্দা পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়িল। নিষ্ঠুর নিস্ফল আক্রোশ বারেবারে হৃদয়কে অশান্ত করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য চা তৈয়ারী করিয়া আনিয়া দিল। চা পান করিতে করিতে বলিল—'বাবু কবে আস্‌বেন বলে যাননি—কেমন ?—'

'—না—'

'—কেন গেলেন ?—'

'—তাও কিছু বল্‌লেন না—'

ক্ষণকাল সে নীরবে কি চিন্তা করিল তারপর বলিল—'আচ্ছা যাও—'

ভৃত্যটী চলিয়া গেলে নিজের মনে বলিল—'এ বেটা সব জানে, বল্‌বেনা, এটাকেও তাড়াতে হবে—'

ছন্দার অবচেতন মনে সন্দীপ যে কতখানি আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল ছন্দাও পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজেই সে বিষয়ে সচেতন ছিল না। এতদিন সে বুঝিয়াছিল সন্দীপ তাহার আশ্রিত ও প্রতিপালিত—এখন তাহার অদর্শনে এইটুকুই উপলব্ধি করিল যে, সে তাহার অন্তরের সবখানি দখল করিয়া রহিয়াছে, পরাগ তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছে সত্য কিন্তু হৃদয়ের একাংশও পায় নাই। সমস্ত দিন চুপ করিয়া শুইয়া কাটিল। সন্ধ্যার সময় বনলতা, লাবণ্য, বরেন, বিভূতি এবং গোবিন্দ আসিল।

সকলে প্রথমেই সন্দীপের খোঁজ করিল,—তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। ভৃত্যটি বাহিরের ফটকের নিকট আসিয়া বলিল—'মার

আজ মেজাজ খারাপ—উপরে শুয়ে আছেন—'

বিভূতি বলিল—'তবে যাওয়া যাক্—'

বনলতা সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। ভৃত্যকে ক্লাব ঘর খুলিতে বলায় সে খুলিয়া দিল। সকলে সম্মিলিত হইল।

বরেন বলিল—'শৈলেনের কোন খোঁজ খবর নেই, সে এলে 'ফুলহাউস' হোতো—'

লাবণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গোবিন্দ বলিল—'মিসেস চন্দ! আপনার বিমর্ষ ভাব কেন?—'

'—আমার এখানে আসা বোধ হয় আর হবেনা, বনলতা বাড়ী থেকে জোর করে ডেকে আন্‌লো—'

বরেন ক্ষণকাল লাবণ্যের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'আপনার আবার কি হোলো—'

'—স্বামী আপত্তি কর্‌ছেন, তাঁকে কে কি বলেছে জানিনে, আমাকে যে সব কথা বলেছেন তা আমার পক্ষে অসম্মানজনক—সুতরাং ক্লাব ছেড়ে দিতে হবে—'

বনলতা ছন্দাকে লইয়া ক্লাবে প্রবেশ করিল। ছন্দা বিশেষ কিছু বলিল না, নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

বনলতা সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল— 'এ ক্লাব আমাদের ভেঙ্গে দিতে হবে, মিস্ চৌধুরী সুটিংএর কাজ নিয়ে ব্যস্ত ওঁর পক্ষে যোগদান করা চল্‌বে না। এখান থেকে ক্লাব অন্যত্র নিয়ে যেতে চান, আপনারা বিবেচনা করে দেখুন। অবশ্য আমাকে আপনারা পাবেন। লাবণ্য আর আস্‌বে না বল্‌ছে—'

গোবিন্দ একটু ভাবিয়া বলিল—'একখানি ঘর কোথাও ভাড়া নিতে হয়—'

স্বরেন বলিল—'শৈলেনের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে, আজ তবে ক্লাবের কাজ স্থগিত রাখা হোক—' একথার উপর কেহ প্রতিবাদ করিল না। সর্ব্ববাদী সম্মত বলিয়া স্থির হওয়াতে সকলে চলিয়া গেল।

বনলতা পথে যাইতে যাইতে লাবণ্যকে বলিল—'ছন্দাকে কেউ বুঝ্‌লো না, কেউ চিন্‌লো না, লাবণ্য, এই যা দুঃখ—পরাগ বিশ্বাস-ঘাতকতা কর্‌লো, সন্দীপও একপ্রকার তাই—আমার মনে হয়না সন্দীপ ফিরে আস্‌বে—'

লাবণ্য বলিল— 'তুমি এক দিকটাই দেখ্‌ছ, অপর দিকটা দেখ্‌ছ না—পরাগের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, সে ছন্দাকে betray করেছে, সন্দীপ তো তা করেনি—সন্দীপের চোখে ধূলো দিয়ে যা খুসী করে বেড়াচ্ছে ছন্দা, সে কেন সহ্য কর্‌বে ?—'

'—তুমি কি মনে কর লাবণ্য, ছন্দা সন্দীপের প্রেমে পড়েছে! ছন্দার সে আশ্রিত, যতটুকু অধিকার সন্দীপ পেয়েছিল তার পক্ষে একান্ত ভাগ্য, আশার অতীত যা, তাই ছন্দা তাকে দিয়েছে—'

কথায় বাধা দিয়া লাবণ্য বলিল—'আর সে যে নিজের জীবন বিপন্ন করেও ছন্দাকে বাঁচিয়েছিল তার কি কোন মূল্য নেই ? সে রাত্রে পরাগ রাগের মাথায় সন্দীপকে খুন পর্য্যন্ত কর্‌তে পার্‌তো তো—তোমার মত বেপরোয়া মেয়েরাই সন্দীপের মত লোককে দোষ দিতে পারে—তোমাদের কি জীবনের গভীরতা আছে'? তোমরা কি নিজেদের সম্বন্ধে তলিয়ে দেখ ?—'

বনলতা এবং লাবণ্যের মধ্যে মতদ্বৈধ হইল। লাবণ্য সন্দীপের

পক্ষ লইল, বনলতা ছন্দার পক্ষ লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিল। শেষে লাবণ্য বিরক্ত হইয়া বলিল—'আর কথা কাটা কাটিতে কাজ নেই, পথে লোক জমে যাবে—'

ছন্দা সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া টালিগঞ্জের ষ্টুডিওতে যাওয়া আসার পর বাহিরে সুটিং দেখিতে গিয়া শেষে অভিনয় করিয়াও তৃপ্তি পায়না—যত ভাবে, দ্রুত মানসিক পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। সে যে কি করিবে কিছুই ঠিক পায় না। মনে করিল সমগ্র পৃথিবীতে সকলেই অভিনয় করিতেছে। কোন্ অনির্দ্দিষ্ট সার্থকতার সন্ধানে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিল না। ভালবাসা? প্রকৃত ভালবাসা কি জগতে আছে? যে সার্থকতার স্বপ্নময় প্রেরণা একদিন অনুভব করিয়াছিল তাহা আর তাহাকে আলিঙ্গন দেয় না। সন্দীপকে সে মনের ভিতর হইতে কোন ক্রমে ঠেলিয়া দিতে পারেনা। এক এক সময় ভাবে নিবারণ ঠিক প্রেমিক নয়। তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কিছুই ঠিক নাই। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমেই রাত্রি হইতে লাগিল। নিবারণ চক্রবর্ত্তী আসিল। নিবারণকে দেখিয়া বলিল—'তোমাদের পুরুষ জাতটার ওপর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই—কথায় বলে, কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরুলে পাজি—তোমরা তাই—যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রয়োজন বোধ করো নারীর আঁচল নিয়ে ঘুরে বেড়াও, তারপর চুলের টিকি পর্য্যন্ত দেখা যায় না—'

'—আমাকে কি তাই ভাবলে ছন্দা—' এ কথা বলিয়া নিবারণ পালঙ্কের উপর বসিয়া ছন্দার উগ্রমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

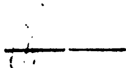
'—তোমার বন্ধুটি তো না বলে আমার এখান থেকে সরে পড়েছেন—'

'—ভালোই হয়েছে, আমি তো আছি—'

'—তোমাকে কি করে বিশ্বাস কর্‌ব, দু'জন আমাকে প্রতারিত করেছে, তুমি তৃতীয় ব্যক্তি, তারপর ফিল্মে আমার চেয়ে স্বরূপা নারী একদিন না একদিন আস্‌বে, সেদিন আমারও বরাত উঠ্‌বে। আমার যা ভাগ্যে থাকে তাই হবে, আমি আর পুরুষের সংস্রবে থাকতে চাইনে—'

'—পুরুষের সংস্রব বর্জ্জন করে ছন্দা এক পাও চল্‌তে পার্‌বে না, তা সে আমাকেই বর্জ্জন করো আর সমগ্র পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর, একই কথা। নিজের দুঃখ নিজে টেনে এনো না।—' এই কথা বলিয়া নিবারণ ছন্দাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

ছন্দা কোন কথা না বলিয়া নিবারণের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ছন্দা সুস্থবোধ করিল। সে সময়ে দেখা গেল রাত্রি দ্বিপ্রহর। নিবারণকে বাধ্য হইয়া সে রাত্রে থাকিতে হইল।



—বারো—

ক্ষণিকা ফ্রয়েডতত্ত্ব ভালো করিয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে হয় যৌবন কালে যৌন বেদনার জন্য করবীর ভাবান্তর ঘটিয়াছে। তাহার ভিতর যে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহা যে কারণেই হউক না কেন, ক্ষণিকার নিকট সুস্পষ্ট হয়। করবী কখন মৌন, কখন বা উদাসীর ভাব অবলম্বন করে। কথা হিসাব করিয়া বলে, গাম্ভীর্য্য বেশী মাত্রায় দেখায়। মুখে হাসির রেখা নাই, চিন্তার ছাপ আছে। অনেক কাজেই তাচ্ছিল্য ভাব। ক্ষণিকা এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেও করবীর অন্তর্গূঢ় বেদনার কোন বহিঃপ্রকাশ ধরিতে পারে না। এক এক সময়ে সন্দীপের কবিতা পড়িয়া তাহার মনে হয় বোধ হয় সন্দীপের জন্য সে চিন্তা ভারাক্রান্তা।

করবী প্রত্যহ কলেজে যায় ও আসে। পাঠ্য পুস্তকের ভিতর চিত্ত কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করে। সকলেই বলে সে বেশ শান্ত, চাপল্য নাই তাহার মনে। কে বুঝিবে একদিন নিশ্চিন্ত মনে যাহাকে লইয়া নীড় বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে মানুষের অন্তর্দ্ধানে সমস্তই ওলট পালট হইয়াছে। জীবন বীণার আসল তার ছিঁড়িয়াছে।

করবী ভাবে—'কলিকাতার এই বিরাট রাজ পথে কোন দিন কি দীপুদার সঙ্গে দেখা হবে না?' যে কয়টি মাসিক পত্রিকায় সন্দীপের কবিতা ও গল্প বাহির হয় সেই কয়খানি পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা করবী।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরে বসিয়া করবী 'উদয়ন' পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তাহার দীপুদার কবিতা খুঁজিয়া লইল।

করুণভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। কলেজের অধ্যাপকের নোট পড়া হয় না। কবিতা পাঠে সে বুঝিল, ছন্দা তাহাকে নির্ম্মম ভাবে আঘাত দিয়াছে, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। কবির অন্তরে ছন্দার অমানবিকতা তুষার রাত্রির ঝঞ্ঝাবায়ু আনিয়া বিপর্য্যস্ত করিতেছে। তাই কবি বলিতেছে—'তুমি কোথায়!'

উপসংহারে দেখা যায় দুইটি লাইন—

জীবনের সেই খেলাঘরে তুমি পরালে যে মালা মোরে,
দলগুলি তার ঝরিছে করবী নীরবে নয়ন লোরে।

যৌবনময় উচ্ছল দিনগুলি নৈর্ব্যক্তিক সুরে কেঁদে কেঁদে উঠিয়া মিলাইয়া যায়—কেন?

পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে প্রদীপ কুমারের সহিত ক্ষণিকা কথাবার্ত্তা বলে। করবীর মনের ভাবান্তর দেখিয়া ক্ষণিকা বলে—'ঠাকুরঝির বিয়ের একটা সম্বন্ধ দেখো—মুখ গোম্‌ড়া করে থাকে, সত্যি ভালো লাগে না—শরীরও শুকিয়ে যাচ্ছে—'

প্রদীপকুমার পরীক্ষার খাতা দেখিতে দেখিতে বলিল—'খাতা দেখার সময়ে এ প্রসঙ্গ না তুল্‌লেই হোতো—পড়াশুনা করুছে আই, এ'টা পাস করুক—এমন কিছু বয়স হয় নি—'

ক্ষণিকা চুপ্‌চাপ বসিয়া রহিল। প্রদীপকুমার নিজের মনে খাতা দেখিতে লাগিল।

পার্শ্বের ফ্লাটের মালবিকা আসিয়া কড়া নাড়িতেই ক্ষণিকা দরজা খুলিল। মালবিকাকে পাইয়া একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

মালবিকা বলিল—'আসুন না আমাদের ফ্লাটে, একাটি রয়েছি, আপনার তো কোন কাজ নেই—'

একথায় ক্ষণিকা উত্তর দিল—‘না, এখন আর কাজ কি- আপনার কর্ত্তা গেলেন কোথায় ?’

‘—তাঁকে ‘টুরে’ বেরুতে হয়েছে—’

‘—কবে আস্‌বেন ?—’

‘—তার কি ঠিক আছে দিদি—’

‘—তা হোলে আপনার বিরহ যামিনী বলুন—’

‘—যা বলেন—’

পরস্পর হাসি বিনিময় করিল। ফ্লাটের ভিতর ঘরের কোণে চেয়ারে বসিয়া ক্ষণিকা বলিল—‘করবী দেখ্‌ছি আমার ইহকাল পরকাল দুইই জ্বালাবে—’

সাগ্রহে মালবিকা বলিল—‘কেন ? কেন ?—’

‘—আপনারা ‘নভেল’ লেখেন, এ আর বুঝ্‌তে পারেন না ? ওর ভেতর প্রচ্ছন্ন বেদনা রয়েছে,—’

‘—সন্দীপের জন্যে বুঝি—বেশী বয়স হোলেই জানেন তো প্রেমের অন্তর্বেগ আসে,—তাই সন্দীপকে চায়—’

‘—আমার তো তাই মনে হয়—’

—‘তা হলে ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন—ওর ঠিকানা পেতে তো বেশী কষ্ট হবে না—আমি সম্পাদকের দপ্তরে চিঠি লিখে যোগাড় করে দিতে পারবো—’

‘—ওর সঙ্গে দেওয়া যায় না, এখনও বোধ হয় বেকার,—তারপর কবিতাগুলি পড়্‌লে মনে হয় কোন মেয়ের সঙ্গে জুটে গেছে—ওর বাবা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তিনিও মানুষ সুবিধে নন - চশোমখোর উকিল—’

‘—আর কারো সঙ্গে দিয়ে দিন—’

'—ভাব্‌ছি অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে দেবার পক্ষে যদি তার ওপর মন না বসে—'

'—কেন বস্‌বে না? বহু মেয়ের বসেছে এ আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বল্‌ছি দিদি—আপনি তো জানেন দিদি সময়ের সঙ্গে পা ফেলে মেয়েদের মত কেউ চল্‌তে পারে না—সব ভুলে যাবে যেদিন মা হয়ে বস্‌বে,—নারীর প্রাণে সব সহ্য হয়—'

'—বিয়ে দিতেও অনেক টাকা লাগ্‌বে, তা না হয় শ্বশুর দেবেন কিন্তু মনের মত পাত্র পাওয়াও সমস্যাজনক—ভালো দেখে একটা পাত্র দিন না—'

'—সন্দীপ বেশ নাম করেছে—'

'—না, ওকে দেবনা—ও বাদে—'

কিছুক্ষণ মালবিকা নীরব হইয়া রহিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—'পরে বল্‌বো'খন—'

ব্যগ্র হইয়া ক্ষণিকা বলিল—'আপনার হাতে পাত্র আছে বুঝি?—'

'—নেই একথা বলিনে, আছে একথা বল্‌তে ভরসা হয় না—সে নাগালের বাইরে—'

'—আপনার হেঁয়ালী বুঝ্‌তে পার্‌লাম না দিদি—' মালবিকা একটু ভাবিল। পরে ক্ষণিকার বারম্বার পীড়াপীড়িতে বলিল—'আমার যে দাদা রেঙ্গুনে আছেন ওঁর কথাই ভাব্‌ছিলাম—'

'—তা হোলে তো ভাল হয়—আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ ব্যাপার নিয়ে বর্ম্মায় prominent figure হয়েছেন—'

এ কথায় বিশেষ আনন্দিত হইয়া মালবিকা 'হোয়াট-নট' হইতে সংবাদ পত্র খুলিয়া দেখাইল এবং বলিল—'এ জায়গায় পড়ে দেখুন, দাদা মান্দালয়ে কি অপূর্ব্ব বক্তৃতা দিয়েছেন, স্বাধীনতার জন্যে ব্যাকুল

হয়ে উঠেছেন—কথা হচ্ছে, বিয়ে কি করবেন তিনি? মিথ্যা ও অন্যায়কে দূর করে তিনি যে মানবিকতার অগ্রগতি সহজ করতে ব্যাকুল হয়েছেন তার জন্যে হয়ত তাঁকে অনেক দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করতে হবে—'

তারপর 'ড্রয়ার' হইতে পরাগের সাম্প্রতিক পত্রখানি পড়াইয়া শুনাইল। এ পত্রেও লেখা আছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যাহাতে সুচারু রূপে পূর্ণগঠিত হয় ইহাই তাহার লক্ষ্য। বৃহত্তর ভারতের অধিবাসীরা একদিন এশিয়ার মুক্তি সাধনায় যে দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী গঠন করিবার জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ঢালিয়া নিঃস্ব হইয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্যকে সাফল্য দান করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। এশিয়ার রাষ্ট্র গুরু ভারতবর্ষ—বর্ম্মায় আসিয়া সে উপলব্ধি করিয়াছে। ভারতবাসী হিসাবে তাহার যে বিপুল আত্ম-চেতনা জাগিয়াছে তাহাই সার্থক করিবে বর্ম্মায় যুদ্ধোত্তর সময়ের পট ভূমিকায়। তারপর যাহারা আশ্রয়ে আছে সেই তরুণী বা থিনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কিরূপে বিরাট শক্তি অর্জ্জন করিতেছে তাহারই আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া পত্র খানি শেষ করিয়াছে এই বলিয়া—'বা থিন একটা মেয়ে বটে, আদর্শ তরুণী, আমাকে ভায়ের মত দেখে—গণজাগরণের জন্যে সে যেন তপস্যা করেছে—ডাঃ বা মাউয়ের 'ফ্রিডম ব্লকে' সে কাজ করেছে সুদীর্ঘ দিন, তারপর ১৯৪১ এর ডিসেম্বরের গোড়ায় তো যুদ্ধ এলো—এসেছিলাম বর্ম্মায় ধূলো ধরে সোনা করবো, হয়ে গেল আর এক ব্যাপার। বোধ হয় কল্‌কাতায় আমাকে একবার যেতে হবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যাপারের জন্যে, সে সময় তোমার ওখানে যাবো—তুমি তো এখন বড় নভেলিষ্ট—'

চিঠি খানি পড়া শেষ হইলে উভয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্ষণিকা ভাবিল—বৃথা চেষ্টা, এ শ্রেণীর ব্যক্তি বিবাহ করে না। এখানে

আসিলে ধরাধরি করিয়া দেখা যাইতে পারে। পরে বলিল—'আকাশ কুসুম—একে বড় লোকের ছেলে ও শিক্ষিত, তার ওপর বর্ম্মায় গিয়ে prominent figure হয়েছেন। বামন হয়ে চাঁদ ধর্‌তে যাওয়া—'

'—আমি বলে দেখ্‌বো,—এখন দাদাকে এ সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌লে হয়তো এ বাসায় আস্‌বে না—এলে ধরা যাবে'—

ক্ষণিকা ভাবিতে থাকে এবং নিজের মনে বলে—'হ্যাঁ, এই সব লোকই প্রকৃত জীবন ধর্ম্মের পুরোহিত—অথচ এই পরাগই ছিল ছন্দার আঁচলে বাঁধা—মদ আর রেস্‌ নিয়ে দিন কাটাতো—'

রাত্রি অধিক হইয়া আসিল। ফ্লাটে প্রবেশ করিয়া দেখে তখনও প্রদীপকুমার পরীক্ষার খাতা দেখিতেছে। ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিল—'দেখ আজ কালকার ছেলেরা মোটে মন দিয়ে পড়ে না, ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর করেছে, ইতিহাস পড়ে নয়, থিয়েটারের নাটক দেখে—একি কম দুঃখ্যু—এই সব ছেলে যখন বড় হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌বে তখনও ফাঁকি দেবে—শেষে নিজেরাই ফাঁকিতে পড়ে যাবে, ডিগ্রীর ছাপটাই বড় কথা নয়, ডিগ্রীর মর্য্যাদা রক্ষাই বড় কথা, আজ সে মর্য্যাদা কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ক্ষুণ্ণ হচ্ছে—কেমন তাই নয় কি ?—'

'—তোমার অত ভাবনা কেন, পাশ করিয়ে দাও—শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ুক—'

প্রদীপকুমার একটু ভাবিয়া উত্তর দিল—'তা বটে—'

—তেরো—

দেওয়ালে যুদ্ধের ছবির পার্শ্বে নেতাজীর ছবি টাঙ্গানো। সুরম্য কক্ষটী নানাপ্রকার আসবাবে সুসজ্জিত। রাত্রি নয়টা। ড্রয়িং রুমে বসিয়া বা থিন ও পরাগ আহারাদি শেষ করিয়া কথোপকথন আরম্ভ করে।

গত যুদ্ধে বর্ম্মার দুর্দ্দশার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক দুর্ঘটনার চিত্র মনে পড়ে, সেই সকল কথা বা থিন বলিতে থাকে। বোমার আঘাতে কত লোকই না মরিয়া গেল! চোখের সম্মুখে সে দেখিয়াছে রেঙ্গুন পতনের দিনের বীভৎসতা। নর নারীর আর্ত্তনাদ আর অসহায় নরনারীর উপর পশুমানবের অত্যাচার। দেখিয়াছে শিশু হত্যা, দেখিয়াছে নারী হত্যা আর নারীর প্রতি পাশবিকতা। বার্ম্মিজদের সঙ্গে ভারতবাসীদের প্রাত্যহিক খণ্ডযুদ্ধ, গুপ্তহত্যার নিষ্ঠুর চক্রান্ত এবং ভারতবাসীদের উপর বার্ম্মিজগণের তীব্র বিদ্বেষ; ভারতবাসী-দিগকে বাঁচাইবার জন্য বা থিন অদম্য চেষ্টা করিয়াছে এবং এই অট্টালিকায় স্থান দিয়াছে। কতবারই না আসিয়াছে 'বর্ম্মাই' দস্যুরা ভারতবাসীর খোঁজে! দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই বিপন্নতা—আর অবস্থা সঙ্কট।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে বা থিন বলিল—'নেতাজী না এলে রেঙ্গুনকে এরকম অবস্থায় দেখ্‌তে পেতে না ভাই,—তাঁকে আমরা মানুষ ভাবিনি, দেবতার উর্দ্ধে দেখেছি। যে দিন তিনি সিঙ্গাপুরে বাহাদুর শা'র সমাধিক্ষেত্রের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অশ্রু অঞ্জলি দিতে দিতে স্বাধীনতার সূর্য্য বন্দনা করেছিলেন সে দিন শুনেছিলাম তাঁর জয়দৃপ্ত-

বাণী—বীরত্বের বেদীতে দাঁড়িয়ে পৌরুষের পূজা কর্‌লেন তিনি—তাঁর আসার পরই বর্ম্মায় শান্তি ও শৃঙ্খলা এলো—'

'—তাঁকে মেরে ফেল্‌বার চক্রান্তও তো কম হয়নি এই বর্ম্মায়—'

'—সব দেশেই এইরকম হয়। আমি একটা ঘটনা জানি, আমাদের বাড়ীটার কিছু দূরে তাঁর ক্যাম্প—শান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে। একজন বার্ম্মিজরমণী তাঁকে দেখ্‌তে চায়,—তার কাতর প্রার্থনা শুনে শান্ত্রীদের মধ্যে একজন ভিতরে খবর দিল। তিনি একখানি মানচিত্র নিয়ে দেখ্‌ছিলেন—একটুখানি চুপ করে থেকে বল্‌লেন যদি তার খোঁপা বাঁধা থাকে তা হোলে তাকে খোঁপা খুলে এলোচুলে আস্‌তে বলো। শান্ত্রী যখন তাকে একথা বল্‌লো, সে রাজী হোলো না,—তখন তারা তাকে বন্দী করে বাধ্য করালো খোঁপা খুল্‌তে—খোঁপার ভিতর ছিল লুকানো 'ড্যাগার' ; সেই 'ড্যাগার্'টা হাতে নিয়ে শান্ত্রীরা বন্দী অবস্থায় নিয়ে এলো। তিনি বন্দীকে মুক্তি দিয়ে নিজের 'রিভল্‌ভার' তার হাতে দিয়ে বল্‌লেন—এবার আমাকে হত্যা কর্‌তে পারো—সে কেঁদে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বারে বারে ক্ষমা চাইতে লাগ্‌লো—হ্যাঁ, মহৎ বটে, আর তোমরা একটা মহৎ জাতি—মন্বন্তরে, মড়কে, অনশনে যদি তোমার দেশের লোক মরে থাকে—দুঃখ করোনা, মহামানবের জাতি কখন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয় না, পৃথিবীর গৌরব হয়ে থাকে—বাঙালীর আদর্শ বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে ভাই—আমি গৌরবান্বিত এই হিসেবে যে তুমি আমার পিতৃভূমির মানুষ, তুমি আমার ভাই—'

মংপূ আসাতেই কথা চাপা পড়িয়া গেল। সে আসিয়া পরাগকে বলিল—'মিঃ হালদার, আজাদ হিন্দ ফৌজের রিলিফ ফণ্ডের জন্যে আজ প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা তোলা গিয়েছে—'

পরাগ বলিল—'তোমাদের অদম্য চেষ্টা না থাক্‌লে আমাদের কাজ

এতখানি এগিয়ে যেতোনা ভাই, তোমাদের সঙ্গে আমাদের বহু-কালের নাড়ীর যোগাযোগ। একদিন তোমাদের জীবন যাত্রা সুরু হয়েছিল আমাদের জীবনের উপসংহার নিয়ে, আজ তোমরা অনেকখানি এগিয়েছ, এইটুকু মনে রেখো স্বাধীনতা কেউ হাতে তুলে দিতে পারে না, স্বাধীনতা সহজাত, নিজের শক্তি দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে—'

তারপর মংপু বিভিন্ন পারিবারিক দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলিতে বলিতে নিজের সম্বন্ধে বলে—'এযুদ্ধে আমিই মিঃ হালদার একপ্রকার সর্ব্বস্বান্ত হলাম—'

বিস্ময়ের সহিত পরাগ বলিল—'কেন ?—'

'—আমার চাউলের কলটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল বোমার আগুনে, স্ত্রী ছেলে পুলে সব মারামারি কাটাকাটির ভেতর পড়ে শেষ হোলো—রইলাম আমি। মিস্ বা থিন আমাকে সাহায্য না করলে আমারও জীবন শেষ হোতো। মনে পড়ছে সে দিনের কথা—কি বিপন্ন অবস্থা থেকেই না আমায় তুললেন—'

বা থিন বলিল—'নেতাজীর কথা বলুন, তার জন্যে আমরা সবাই বিপন্মুক্ত হয়েছিলাম—'

মংপু বা থিনের বিশেষ অনুগত। গতযুদ্ধের সময় সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে স্বেচ্ছাসেবকের দলে ছিল। বর্ত্তমানে আজাদ হিন্দ ফৌজ রিলিফ কার্য্যে বা থিন এবং পরাগকে সাহায্য করিতেছে। এই তরুণ বর্ম্মী ভারত বিদ্বেষী, তবুও পরাগের সহিত বা থিনের জন্যই কাজ করিতেছে। বিগত যুদ্ধের পট'ভূমিকায় সে দেখিয়াছে ভারতের মহত্তম সভ্যতার বিকাশ, এজন্য বর্ত্তমানে ভারতীয়কে পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করা তাহার উচিৎ কিন্তু তথাপি সংস্কার যায় না।

মংপু চলিয়া গেল। বা থিন বলিল—'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা যা করা হয়েছিল, তার কোনটা ঠিক মত হচ্ছে না—তাড়াতাড়ি এখন আজাদ হিন্দ ফৌজ ফণ্ডে দু-চার লাখ টাকা তুল্‌তে পারলে কতকটা শান্তি পাওয়া যায়—'

পরাগ উত্তর দিল—'সংবাদ পত্রের ভেতর দিয়ে রোজই এখানকার ব্যথার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, অথচ প্রকৃতই আমরা কতটুকু মানুষের উপকার কর্‌তে পার্‌ছি—সে দিন রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে ভীষণ ডাকাতি হোলো, হাইকোর্টের ধারে একটা মানুষ খুন হোলো, আজ দেখ্‌লাম না খেতে পেয়ে রাস্তার ধারে কয়েকজন মরে আছে-- এ সব দেখে মনে হয়. যতদিন জীবন যাপন প্রণালীর মধ্যে পরিবর্ত্তন না আনা যাবে, রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের ব্যবস্থা হবে, ততদিন দুঃখ দুর্দ্দশা যাবে না—অন্যায় ও অবিচার বিভীষিকার মত জগতের বুকে চেপে রয়েছে, তার ওপর আছে যন্ত্র বিজ্ঞানের মারাত্মক কৌশল—'

বা থিন বলিল—'দুর্ভাগ্য অদৃষ্টে কত দিন যে জেঁকে বসে থাক্‌বে!—'

আলোচনা করিতে করিতে শেষে উভয়ে নিজ নিজ কক্ষে শয়ন করিতে গেল।

—চৌদ্দ—

চাকুরী লইয়া শৈলেন বর্ম্মায় বিমানযোগে চলিয়া গেল। তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া সন্দীপ যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত বোধ করিল না। জাহাজের টিকিট কাটিতে গিয়া ফিরিয়া আসিল। ভাবিল যে টাকা খরচ করিয়া যাইবে, সে টাকা কাছে থাকিলে কলিকাতায় কোন মেসে থাকার পক্ষে কার্য্যকরী হইবে। অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বর্ম্মার পরিবর্ত্তনশীল যুদ্ধোত্তর পারিপার্শ্বিকতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন সমীচিন নহে। তাহার ধারণা—যে কোন সময়ে আবার যুদ্ধ বাধিতে পারে। কারণ পৃথিবীর কোন সমস্যার সমাধান হয় নাই—মানুষ স্বার্থপর, মোহময় শক্তিতে আচ্ছন্ন।

সন্দীপ একটি মেসে আসিয়া উঠিল এবং কোনপ্রকার সংস্রবের মধ্যে রহিল না। মেসের তক্তপোষে শুইয়া সে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। পুরাতন পরিচিত কেহ আসে না,—নিশ্চিন্ত মনে থাকে। এক বৎসরের উপর ছন্দার সহিত থাকিয়া বুঝিয়াছে ইঙ্গভাবাপন্ন কৃত্রিম সভ্যতার আড়ষ্টতা তাহার ধাতে সহ্য হইবে না। মেসে একজন বারোয়ারী 'দাদা' আছেন—ডায়মণ্ডহারবার লাইনে লক্ষ্মীকান্তপুরে বাড়ী। তিনিই একরকম 'ডিক্টেটর'—প্রায় সকল মেম্বারই তাঁহার গ্রামের লোক। শনিবারে বাড়ী গিয়া সোমবারে আসেন, গ্রাম হইতে কলা মূলো থোড় শাক সব্জী লইয়া আসিয়া কলিকাতার দরে পড়্তা করিয়া মেসের হিতসাধন করেন। তাঁহার মত নাকি কল্যাণকামী পরহিতৈষী ব্যক্তি দেখা যায় না, এইরকম কথাই সন্দীপ শুনিল। অনেকের মুখে শুনিল—'এরকম সুবিধা কোন মেসে পাচ্ছেন না মশায়—'

মেসের লোকের সহিত বড় মেশামেশি করেনা, একটু গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া চলে। ছোট একখানি ঘর ভাগ্যগুণে পাইয়াছে,—সে ঘরে ভাঙা তক্তপোষের উপর মাদুর বিছাইয়া রাখে, ছোট একটি সুটকেস—এইমাত্র তাহার আসবাবপত্র। ঘরের কোণে একজোড়া সেলিম সু ও স্যাণ্ডাল থাকে। দড়ি টানাইয়া তাহার উপর কাপড় চোপড় রাখে।

কিছুদিন বেশ আরামে কাটিল। শেষে মেসে জানাজানি হইয়া যায় যে ইনি সেই কবি সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায়, মেসের দুই চারি জন ভদ্রলোক গল্পসল্প করিতে আসে।

হয়তো সন্দীপকে কেহ জানিতে পারিত না, বিভিন্ন পত্রিকা হইতে লোক জনের সমাগম হেতু ধরা পড়িল।

.এখানে একটি তরুণের সহিত আলাপ হইল, কয়েকদিন ধরিয়া সন্ধ্যার সময় সে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিয়াছে। নাম রমণীরঞ্জন—কাব্যসাহিত্যের সমালোচনা করিবার শক্তি তাহার মধ্যে আছে। কথা প্রসঙ্গে সে বলে—'আপনার কবিতা ঠিক যেন সুইনবার্ণের মত—'

সন্দীপ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আধুনিক লেখক লেখিকাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে, মালবিকা রায়ের কথা তুলিয়া বলে—'আপনি এঁর 'পথের পুঁথি' উপন্যাস পড়েছেন,—'

সন্দীপ বলিল—'উপন্যাসের সমালোচনা পড়েছি, তবে বইখানি পড়িনি—'

—'পড়ে দেখ্‌বেন্‌ বোধহয় নবতব দৃষ্টি ভঙ্গিমার সঙ্গে আপনার পরিচয় ঘট্‌বে, জটিল মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে পাকা হাতের পরিচয় দিয়েছেন, একখানা এনে দেবো—'

—'কিনে আন্‌বার প্রয়োজন নেই—'

—'কিনে আন্‌ব কেন? লেখিকার কাছ থেকে এনে দেবো—'

—'আপনার সঙ্গে লেখিকার পরিচয় আছে না কি?—'

—'শুধু পরিচয় নয়, আত্মীয়তা আছে—তিনি আমার দূর সম্পর্কীয়া মামী, তাঁর বাসায় অনেক সময়ে যাই—আমায় স্নেহ করেন—'

—'তা বেশ, আন্‌বেন পড়ে দেখ্‌বো—'

ঠিক সেই সময়ে 'স্বরাজ' পত্রিকা হইতে একটি পিওন আসিয়া চিঠি দিয়া বলিল—'চিঠিখানি পড়ে উত্তর দিন—জরুরী খবর আছে—'

পত্রখানি খুলিয়া পড়িল।

সম্পাদক লিখিয়াছেন—'কয়েকদিন আগে আপনি আমাকে একটা কাজের জন্য বলেছিলেন। আমার দপ্তরে সম্প্রতি একজন সাব এডিটারের দরকার হয়ে পড়েছে। দুশো টাকা বেতন দেওয়া হবে, রাজি থাকেন তো চিঠি পড়েই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এবং আগামীকল্য প্রাতে আটটায় কাজে যোগ দেবেন—'

সন্দীপ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। পত্রোত্তরে ধন্যবাদ দিয়া সম্মতি জানাইল এবং পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজে যোগ দিবে ইহাও লিখিয়া দিল। আনন্দাতিশয্যে রমণীকে বলিল—

'তোমাদের মেসটা বেশ-'পয়া,' দাদার ম্যানেজমেণ্টে কচুঘেঁচু খাচ্ছি বটে, একটা মোটা মাইনের কাজ জুট্‌লো কিন্তু—'

রমণী চিঠিখানি পড়িয়া বলিল—'সন্দেশ খাওয়াতে হবে—'

—'নিশ্চয়ই—' বলিয়া সন্দীপ হাসিল।

অজ্ঞাতবাসের মত অবস্থায় থাকিয়াও যে সাংবাদিকের কাজ পাইল ইহার জন্য ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ দিল। সাংবাদিক হইবার সাধ তাহার মনে একদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু কোন আনুকূল্যের সম্ভাবনা

নাই ভাবিয়া সে সাধ মনেই মিলাইয়া গিয়াছিল। সাংবাদিক হইলে একদিকে খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে, তাছাড়া সভা-সমিতির উদ্বোধক, সভাপতি, সম্মানিত অতিথি প্রভৃতি হইবার সুযোগ ঘটিবে যাহা কেবলমাত্র খ্যাতনামা লেখক হইলেও অনেক সময়ে ঘটেনা। যদি বা কোনক্রমে ঘটে তাহার সংবাদ এরূপ সংক্ষিপ্ত হইয়া বাহির হয় যে, প্রতিষ্ঠান এবং লেখক কাহারও প্রচার আশানুরূপ হয়না। সুতরাং সাংবাদিক হইলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায়।

এ রাত্রে রমণী মালবিকার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মালবিকা প্রফুল্ল বোধ করিল। বলিল—'বহুদিন পরে, পথ ভুলে এলে নাকি?'

রমণী হাসিয়া বলিল—'পথ ভুলে নয় মামিমা, কয়েক দিন ধরে বৈষ্ণব সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি পড়্‌ছিলাম, এর তত্ত্বটা এত জটিল যে বুঝে ওঠা যায় না—'

মালবিকা বলিল—'বৈষ্ণব সাহিত্যই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পুণ্য অবদান—ওটা না পড়্‌লে কিছুই পড়া হোলো না,—মিলনে বিরহ আর বিরহে মিলন এ তত্ত্ব যা অনন্ত কালের পথে শাশ্বত সত্য তা বৈষ্ণব কবিরাই পৃথিবীতে প্রমাণ করে গেছেন—'

'—আপনার তো খুব পড়া শুনা, মামিমা—'

—'পড়্‌তে পেলাম কোথায়? আর সত্যি খেটে খুটে পড়্‌লাম কই, ফাঁকি দিয়ে জীবনটা কাট্‌লো—'

'—এর নাম ফাঁকি—ও হরি—'বলিয়া রমণী বিস্ময়ের ভাব দেখাইল।

দুই চারিটি কথার পর মালবিকা বলিল—'সম্প্রতি একখানি

উপন্যাস শেষ করেছি, তোমাকে প্লটটা শোনাবো একদিন, সময় মত এসো—'

'—আপনি অনেক উপন্যাস লিখে ফেল্‌লেন—'

'—তিনখানা বেরিয়েছে, এখানি যদি বেরোয় তবে চারখানা হবে—তাও অনেক হোলো ?'

চাকর চা ও খাবার লইয়া আসিল। চা পান করিতে করিতে রমণী বলিল—'আমাদের মেসে একজন কবি আছেন তাঁকে আপনার কথা বল্‌লাম, আপনার 'পথের পুঁথি' উপন্যাসের সমালোচনা পড়েছেন, বই পড়েন নি—'

'—নাম কি ?—'

'—সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায়—'

'—ওঁর লেখা পড়েছি বটে,—ওঁর তো গাঁয়ের লোক পাশের ফ্ল্যাটে থাকে, একদিন নিয়ে এসো, দেখ্‌ব—বড় মিঠে কবি—'

'—সন্দীপবাবুর বাড়ী কোথায় ?—'

'—বনগাঁয়—পাশের ফ্ল্যাটের বউটির মুখে ওদের কথা শুনেছি—পাশাপাশি বাড়ী—'

'—ভদ্রলোক সম্প্রতি 'স্বরাজের' সাব এডিটর হয়েছেন—দুশো টাকা মাইনে হয়েছে, কাল থেকে কাজ আরম্ভ কর্‌বেন. আজ বিকেলে আমার সাম্‌নে খবর এলো—'

সন্দীপকে দেখিবার জন্য মালবিকার বহুদিন হইতে ইচ্ছা ছিল। এতদিন পরে সে সুযোগের সম্ভাবনা হওয়াতে অন্তরে আনন্দ বোধ করিল। বাহিরে সে আনন্দ রমণীর নিকট প্রকাশ করিল না। সন্দীপের কবিতার সে একজন গুণগ্রাহী, এ কথাই বারে বারে বলিল। একখানি 'পথের পুঁথি' গ্রন্থ লইয়া তাহার উপহারের পৃষ্ঠায় সন্দীপের

নাম এবং 'মতামতের জন্য' এ কথা লিখিয়া দিল। তারপর বলিল—'সে দিন একজন সাহিত্যিক তোমার মামাকে বল্‌ছিলেন আমার 'পথের পুঁথির' মধ্যে কেবল কথার রাস্তা বেরিয়েছে, সে রাস্তায় নাকি ঘটনা-বৈচিত্র্য নেই, কয়েকটি চরিত্র গা ঘেঁষাঘেঁষি করেছে, কোথায় যে তারা গিয়ে পরিণতি ঘটালো তা বুঝা যায় না। কি করে যে বই খানার নাম 'পথের পুঁথি' হোলো ভদ্রলোক বুঝে উঠ্‌তে পারেন না।—'

'—তিনি বোধ হয় নেহাৎ অফিসের কেরাণী, অথবা পাটের দালাল—'

'—বল্লেনইবা, লোককে ওরকম নিষ্ঠুর মন্তব্য কর্‌তে আছে,—তোমার ভালো লেগেছে বলে যে সবার ভালো লাগ্‌বে এমন কোন কথা নয়। তুমি নিশ্চয়ই জানো বার্ণাড শর কত উপন্যাস প্রকাশের অযোগ্য বলে প্রকাশকেরা ফেরৎ দিয়েছে, কত বিকৃত সমালোচনা করেছে, তাতে কি শ'য়ের প্রতিভা খাটো হয়েছে ?—শ'কে যখন বিশ্ব বন্দনা কর্‌লো, তখন সেই সব প্রকাশক এলো স্তাবকতা কর্‌তে—'

এইরূপ আলাপ আলোচনার পর রমণী চলিয়া গেল।

মালবিকা পাশের ফ্লাটে আসিয়া ক্ষণিকাকে বলিল—'দিদি সন্দীপের খোঁজ পেয়েছি—'

'—তাই না কি—'বলিয়া বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে ক্ষণিকা মালবিকার দিকে দৃষ্টি দিল। মালবিকার কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে করবীর কক্ষে পৌছিল কিনা ঠিক বুঝা গেল না, তবে করবী বইপড়া বন্ধ রাখিয়া উৎকর্ণ হইল। বোধ হয় কিছু শুনিতে পাইয়াছিল, তাহা না হইলে মালবিকা চলিয়া যাইবার পর তাহার মুখখানি প্রফুল্ল হইত না।

কিছুক্ষণ পরে একথা সেকথার পর ক্ষণিকা প্রদীপকুমারকে বলিল—'সন্দীপের যে দুশো টাকা মাইনের চাকুরী হোলো খবরের

কাগজের অফিসে, তুমি তো প্রাইভেট কলেজে পড়িয়ে তাও পাও না, তোমাকে টিউশনী করে আর লিখে পেট চালাতে হয়—'

প্রদীপ কুমার মৃদু হাসির সহিত বলিল—'তোমার ভাগ্যের দোষে আমার এই দুঃখ—'

বিরক্তভাবে ক্ষণিকা বলিল—'আমি না মরলে তোমার দুঃখ্যু যাবে না, ভাগ্য দোষ খণ্ডন হবে না, শিগ্‌গির এর ব্যবস্থা করবো—'

প্রদীপ কুমার প্রমাদ গণিল। বেশী কিছু না বলিয়া পুনরায় একতাড়া পরীক্ষার খাতা লইয়া বসিল। করবী শুনিল সন্দীপের দুইশত টাকা বেতনের চাকুরী হইয়াছে। ভাবিল—'দাদা বোধ হয় কলেজের সেই ছেলেটিকে দিয়ে খবর পাঠাবে। যখন হরগোবিন্দ বাবুর অনুতাপ হবে, তখন ছেলের খোঁজ করবেন—সে মোটা রোজগার করছে।' বহুদিনের বিষণ্ণতা করবীর মুখ হইতে লুপ্ত হইল। সন্দীপ পার্শ্বের ফ্লাটে আসিবে এ আশায় দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল। সন্দীপ আসিল না।

—পনরো—

প্রাতঃকাল। ঘড়িতে আটটা বাজিল। ছন্দার আলস্য এবং নির্জ্জীবতা লক্ষ্য করা গেল রুক্ষকেশ, আলুথালু দেহ। সারারাত্রি ঘুম নাই। নিবারণের সহিত একটা মাইফেলে রাত্রি কাটিয়াছে—বহু চিত্র-তারকা এ মাইফেলে যোগদান করিয়াছিল। অধিক রাত্রে আহার করিয়া শরীরিক সুস্থতা বোধ করিতে পারে না। চুপ করিয়া পালঙ্কের উপর বসিয়া রহিল। প্রত্যহ নিবারণ তাহাকে বৈকালে লইয়া গিয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখিবে এ কি রকম কথা! জলসা, মজলিস, মাইফেল, হল্লা, ডিনার, নাচ গান, অভিনয় নিত্য কি আর ভালো লাগে! সুটিংএ নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হয়, তা ছাড়া চিত্রে অভিনয় আছে। বাহিরেও পর পর কয়েক দিন সুটিংএ যাইতে হইল, সম্মুখের মাসে দুইদিন 'ডেট' পড়িয়াছে। একদিন চন্দন নগর গঙ্গার ধারে, আর এক দিন নৈহাটীর একটা মিলের কাছে ছবি তোলার ব্যাপার আছে—বিতৃষ্ণা ধরিয়া যায়। ইচ্ছা না থাকিলে কেমন করিয়া ইচ্ছা হয় ভাবিয়া উঠিতে পারে না। ভূতে পাওয়ার মত যেন পাইয়াছে ফিল্ম ডিরেক্টর নিবারণ চক্রবর্ত্তী। তাহার কোন দায়িত্ব সংসারের উপর নাই, কোন ভার বহন করিবার দরকার নাই—দুই হাতে পয়সা কুড়াইতেছে এবং নানাভাবে উড়াইতেছে। কলিকাতা সহরে প্রায় পাঁচ বছর আসা গেল, মা বাপ কোন খোঁজ খবর করে না—কেনই বা করিবে! এতো অন্য দেশ নয়! সে সব দেশে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেও আবার ঘরে জায়গা হয়। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব থাকিবেই। প্রগতির সাহায্যে এ দেশের কোন

আদর্শবাদী চিত্ত- বিপন্নতা দেখিয়াও অগ্রসর হয় না। ছন্দা আজ যেন বিশেষ ক্লান্তি বোধ করিতেছে।

চাকর চা দিয়া গিয়াছে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বিড় বিড় করিয়া বলে—'বারো মাস তিরিশ দিন ভালো লাগে এসব? শরীরটা তো ইস্পাত দিয়ে তৈরী নয়? পুরুষের ঔদ্ধত্য, স্পর্দ্ধা, নাটুকে প্রেম, স্তব স্তুতি সব কিছু নিয়ে জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছে, আর পারিনে—কি কর্‌বো, আজ আমি অসহায়—মোটরে পাশে বসিয়ে নিবারণ এম্নি ভাবে আমাকে ধরে যে ছাড়াতে পারি নে—ওকি ম্যাজিকের প্যাঁচ জানে!—'

মুক্তির উত্তেজনা আসে, সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তেজনা অন্তর্হিত হয়। হতবুদ্ধির মত এদিক ওদিক চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য কি যেন মনের মধ্যে খুঁজিতে থাকে। নিজের প্রতি ধিক্কার হয়। সব চেয়ে বেদনা অনুভব করে যখন নিবারণের কথা মনে পড়ে—পুরুষ বর্জ্জন করিয়া নারীর পক্ষে এক পা চলাও অসম্ভব। হ্যাঁ—স্পর্দ্ধা বটে!

নিবারণ সম্বন্ধে যতই আলোচনা করে, ততই ভাবে—এসব লোক সুবিধাবাদী, দরকার হইলে চোখ রাঙায়, বেগতিক দেখিলে স্তব স্তুতি করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। নারী জাতিকে ইহারা কি মনে করে!

স্যাণ্ডউইচে কামড় দিয়া এক চুমুক চা পান করিয়া বলিতে থাকে—'আমি যেন খেলার মাঠের ফুটবল, লোকের পায়ে পায়ে গড়িয়ে চলেছি—'

সজোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। নিবারণ চক্রবর্ত্তীকে ছন্দা পুরোপুরি তাহে বিশ্বাস করিতে পারে না যদিও কয়েক মাস ধরিয়া নিবারণ তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একেবারে নিবারণের সংস্রব

বর্জ্জন করিবার মত সৎসাহস তাহার নাই। কখন যে মর্ম্মে আঘাত করিয়া সরিয়া পড়িবে, কে তাহা জানে!

চাকর আসিয়া একখানি সংবাদ পত্র দিয়া গেল।

বিভিন্ন খবর পড়িতে পড়িতে হঠাৎ নজরে পড়িল একটী রেঙ্গুনের সংবাদ। এবং সংবাদের পার্শ্বে একখানি ছবি—ছবিটী দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—'এ কে! এতদিন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ রিলিফ ব্যাপারে যে পরাগের নাম একাধিক বার পাওয়া গেছে, একি সেই! এ যে আমারই ছিল একদিন, একথা কেমন করে জানবো—আমার জীবনের সে যে ঝোড়ো হাওয়া, আমার প্রাণের মরুর সে যে বেদনা—সম্বর্দ্ধনার সংবাদটী ছবির নীচে দেওয়া ছিল। পড়িয়া স্তম্ভিত হইল। কিরূপে বর্ম্মায় চলিয়া গেল এই প্রশ্ন জাগিতে থাকে। মনে পড়ে তাহার সেই বিদায়-মুহূর্ত্তের কথা—'যাচ্ছি আর আস্‌ছি নে—মনে থাকে যেন আমার সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ তুমি—তুমি—'

পরাগের কথা ভাবে। শেষে কিছুক্ষণ পরে উত্তেজিত হইয়া বলে—'সত্যি তো আমি তার সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিয়েছি,—তার ভেতর যে মহত্তর ভাব ছিল, তার ভেতর যে বিরাট শক্তি ছিল আমি সব হরণ করে নিয়ে তাকে অধঃপতনের পথে প্রশ্রয় দিয়েছি, তার দুর্গতিকে আমিই ডেকে এনেছি—আজ সে কত বড়—দেশ জোড়া সম্মান পাচ্ছে, আর আমি?—' সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপের মুখ খানি চোখের সম্মুখে ভাসিতে থাকে।—'উঃ'—বলিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

চিন্তার জটিলতার আবর্ত্তনে পড়িয়া ছন্দা নিজের সম্বন্ধে আত্মগ্লানি বোধ করে।

সন্দীপ—সেও ইহারই মত দশ জনের একজন। চিন্তা করিতে করিতে আবার বলিতে থাকে—'যারা আমার মন পাবার জন্যে

রাত্রিদিন পিছু পিছু ঘুরে বেড়িয়েছে, যাদের নিয়ে ছিল আমার জৈব পরিতৃপ্তি, যারা আমাকে খুসী করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকৃতো আজ তারা দূরে চলে গেছে, আমাকে ছেড়ে গেছে, একান্ত অসহায় করেছে—ওদের ঘাড়ে দোষ চাপালে কি হবে, আমিই সব চেয়ে দোষী—প্রেম—সে কি সত্য নয়? এবারের মত সবই শেষ?— পরাগের আশা বৃথা,—সন্দীপ! সেই বা কোথায়? তাকে যদি আবার ফিরে পাই কোন দিন, ক্ষমা চাইবো, বলবো তুমি—তুমি আমাকে হৃদয়ে তুলে নাও—সন্দীপের কাছে আমি মস্ত অপরাধী—হ্যাঁ—অপরাধী—'

পার্শ্বের বাড়ীর রেডিওতে তখন নারী-কণ্ঠের গান ভাসিয়া আসিল
'—তোমারে চিনেছি আমি, কভু জয়ে পরাজয়ে—'

স্তব্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিল। এ যেন তাহার মনের কথাই গানে গানে মুখরিত। এ যেন তাহারই প্রাণের কথা, ভাবিতে ভাবিতে শুইয়া পড়িল।

তাহাকে চিত্র জগতে নিবারণই আনিল, নাম হইল না। নায়িকার কথা তো দূরের কথা, আশানুরূপ ভূমিকা পাইল না—একথা মনে উদয় হওয়াতে চিত্ত স্থির করিতে পারে না। তবে কি সে নিবারণের করুণার পাত্রী! চিত্র সমালোচনায় সে উপেক্ষিতা। কেন এমন হয়? ইহার জন্য কি নিবারণ দায়ী নহে?

কলিকাতা আর ভালো লাগিতেছে না। এ বিষাক্ত সহরের সভ্যতা হইতে বিদায় লইবার জন্য তাহার মন প্রস্তুত হইতে চায়, ভালোবাসার ব্যবসা ভালো লাগে না। এক এক সময়ে ভাবিতে থাকে দেশে গিয়া মা বাপের কাছে ক্ষমা চাহিবে। তাঁহারা কি স্থান দিবেন? একে হিন্দু সমাজ, তাহার উপর পল্লী-সমাজ। এখনও সমাজের উদারতা আসিয়াছে কি? যদি তাঁহারা গৃহে স্থান না দেন

তাহা হইলে কোথায় আশ্রয় মিলিবে! নীড়হারা পাখী কোথায় বাসা বাঁধিবে!

চাকুরীর সন্ধান করিয়া দেখিলে হয়। সংবাদপত্রের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে স্ত্রীলোকের জন্য কোন চাকুরী কর্ম্মখালি-স্তম্ভে পাইল না। সন্দীপের কথা মনে হয়, সে চাকুরী করিতে বলিয়াছিল। বিমর্ষ হইল। আশা নাই মনে করিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময়ে বনলতা আসিল। সে আসাতে আর শয়ন করা হইল না। পালঙ্ক হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাকে একখানি চেয়ারে বসিতে দিয়া পাশের চেয়ারে বসিল। আবেগের সহিত বলিল—'এতদিন দেখিনি যে—ডুমুরের ফুল হয়েছ বুঝি ?—'

'—নানা কাজে আস্‌তে পারিনি, তুমিও তো খোঁজ নেও না, ডুমুরের ফুল আমি—না তুমি ? এখানে যাচ্ছ, সেখানে যাচ্ছ, খোঁজ সব রাখি, নতুন ভালোবাসার লোক পেয়েছ—তুমি এখন চিত্রতারকা—'

কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে ছন্দা বলিল—'এত কথা শোনাবার কি আছে, না হয় খোঁজই নিতে পারিনে—তুমি চিত্র তারকা হোলে পারো, দিব্যি চেহারা—'

'—পুরুষের সঙ্গে হৈ হল্লা আর তোষামোদ করে তারকা হতে চাইনে, জোনাকি হয়ে থাকাই ভাল—wine and woman নিয়েই তো ও জগতের কারবার—আত্মসম্ভ্রম বলে কিছু থাকে না,—যে রকম উন্নতির স্তরে স্তরে তোমাকে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আর সাহস হয় না। বিয়ে করেছি, সংসার ধর্ম্ম আছে—কোথায় বিপাকে পড়ে শেষটা সব খোয়াবো—'

'—বিয়ে করেছ ? —কবে ?—'

'—কয়েক দিন হোল—'

'—রোমান্টিক গোছের বিয়ে নিশ্চয়ই—'

'—মোটেই নয়,—মা বাবা যাকে ধরে দিলেন তাকে বিয়ে করলাম একেবারে most obedient হ'য়ে—'

'—স্বামী কি করেন ?—'

'—কিংস কমিশন্‌ড অফিসার হয়ে এসেছেন—'

'—তা হোলে তোমার তো পাথরে পাঁচকিল—' উভয়ে হাসিল।

'—স্বামীর সঙ্গে চাটগাঁয়ে চলে যেতে হবে, তাই তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, আবার কবে দেখা হবে ঠিক তো নেই—চাটগাঁয়ে তিনি posted হয়েছেন—'

'—আমাকে একবার বল্‌লে না কেন, আমি কি সমাজের অপাংক্তেয় ?—'

'—তা নয়, হঠাৎ হয়ে গেল—'

'—তোমাদের মনোভাব বুঝি ভাই—যেখানে থাক সুখে থাক, নাইট ক্লাবে ঘুরলে, তরুণদের নিয়ে কলেজ লাইফ থেকে এ পর্য্যন্ত অনেক খেলা দেখালে মা বাপের আদরের মেয়ে, বড় বড় connection. সব শোভা পেয়ে গেল'

'—এসব অবান্তর কথা ছেড়ে দাও—'

'—অবান্তর যেহেতু, আমি তোমাকে ঘা দিয়েছি আর তুমি যখন আমাকে ঘা দিচ্ছিলে তখন বুঝি বেশ লাগ্‌ছিল—যাক্‌, তোমার একজন পরিচিতা, নামজাদা লেখিকাও বটে আমার আত্মীয়া হলেন শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কে—'

'—কে ? কে ? শুনি—'

'—মালবিকা রায়—টাঙ্গাইলে বাপের বাড়ী—ময়মনসিংএ বাপের

জমিদারী, আসামে চা বাগান—'

'—তোমার সঙ্গে তাঁর কি রকম সম্পর্ক, তাঁর স্বামী আমার ভাশুর, আপন পিস্ শাশুড়ীর ছেলে, রেলওয়ে অফিসার—'

'—তারও বিয়ে হয়ে গেছে?—'

'—হা অদৃষ্ট! তাও জানো না—'

'—কি করে জান্‌বো, সবাই আমাকে বাতিল দিয়েছে, এখন মানুষের মধ্যে গণ্য নই বনলতা, আমিও বড়লোকের মেয়ে, উচ্চ শিক্ষিতা—কোন বিষয়ে কারো চেয়ে inferior নই, তবে লেখিকা হোতে পারিনি, সবাই পারেনা,—এ ক্ষমতা ভগবানের দান—যাক্ সে আমার কথা কি বল্‌লে? আমার কথা এলোই বা কি করে—'

'—এলো কি করে তা আর বল্‌বোনা, ব্যথা পাবে—তোমার মত sentimental মেয়ের কাছে না বলাই ভালো, তবে শুন্‌লাম তুমি তার ভাইকে পথে বসিয়েছিলে, সেই ভাই আজ রেঙ্গুনে গিয়ে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেছে—'

'—তার ভাইকে আমি পথে বসিয়েছি, না তার ভাই আমায় বসিয়েছে? জিজ্ঞেস কোরোতো, আর সে যে আমাকে তার ভায়ের সঙ্গে জুটিয়ে দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করেছে এ কথা কি স্বীকার করবে? মানুষ এত ছোট, এত নীচ, বল্‌তে দ্বিধা হোলোনা একবার—'

'—রাগ করোনা ছন্দা, বল্‌লে কথাটা একটু রূঢ় হয়—কচি খুকি তো ছিলে না, তার কথায় ভিড়্‌লে কেন? মেয়ে মানুষ যদি পুরুষের সঙ্গে না ভিড়ে যায় পুরুষের সাধ্য কি মেয়ে মানুষকে করায়ত্ত করতে পারে—বি, এ, পাস করে বুদ্ধি তো খুব টনটনে হয়ে গেছে দেখ্‌ছি—'

'—সুযোগ পেয়ে অনেক কথাই বল্‌লে, বল্‌বার দিন পেয়েছ, বল্‌বে বৈকি!—' এই কথা বলিয়া অশ্রুসজল নেত্রে ছন্দা চুপ করিয়া

বসিয়া রহিল। নিজের মনে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা আলোচনা করিতে লাগিল।

ছন্দার আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বনলতা বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। শেষে বিদায় লইল।

বনলতা চলিয়া যাইবার পর স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ঠাকুর এবং চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিল তাহারা যেন নীচের দরজা সর্ব্বদা বন্ধ রাখিয়া দেয় এবং কেহ আসিলে দরজা না খোলে।

ভৃত্য বলিল—'নিবারণ বাবু বিকেলে আস্‌তে পারেন—'

একটু নীরব থাকিয়া এবং ভাবিয়া উত্তর দিল—বল্‌বি মা বাড়ী নেই, নেমন্তন্নে গিয়েছেন—'

ভৃত্য আর কিছু বলিতে সাহসী হইল না।

বনলতার কথাগুলি তীক্ষ্ণ বাণের মত ছন্দাকে বিদ্ধ করিয়াছে। তীব্র যন্ত্রণা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখায় সে বিমর্ষ হইয়া পড়ে। বনলতাও সংসারী হইয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবে, উচ্চপদস্থ স্বামীর আভিজাত্যের আশ্রয়ে সে সমাদৃত হইবে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার প্রচণ্ড আঘাতে তাহার আত্মনাশের অবস্থা আসিয়াছে। ভবিষ্যতের কথা কিছু বলা যায় না, বর্ত্তমানের পটভূমিকাতেই ভবিষ্যতের ছায়া পড়ে—সে কি দেখিতেছে! একখানি ঘনকৃষ্ণ মেঘ তাহার ভাগ্যাকাশকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। কেমন করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায় ইহাই তাহার ভাবনা। বান্ধবীরা একে একে রোমান্টিক পারিপার্শ্বিকতার চক্রজাল ভেদ করিয়া গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিল। প্রায় সকলের ভাগ্যেই এমন স্বামী জুটিল যেরূপ প্রত্যেক নারীই কামনা করে—রূপে, গুণে, বিদ্যায়, পদমর্য্যাদায়, অর্থে তাহারা উল্লেখযোগ্য। আর সে? ভয়-বিহ্বলা অসহায়া তরুণী—যে আবহাওয়ায়

ভিতর সে লালিত পালিত তাহা হয়তো কোন দিন তাহাকে স্পর্শ করিয়া বেদনা দূর করিবে না। দুশ্চিন্তা মনকে ক্লিষ্ট করে, বিষণ্ণতা বারে বারে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ব্যথিত করিতে থাকে। নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে চেতনা হইলেও শক্তি-সামর্থ্যের পরিমাণ অত্যল্প। বেশ বুঝিতে পারে আত্ম বোধই জীবনবাদের ভিতরকার কথা। আত্মবিশ্বাস অদম্য প্রাণবেগ জাগ্রত করে। সে নিজের মনে বলে—'আমার কি আছে, কিছুই নেই—পরাগ আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লো—' একটু ভাবিয়া সে আবার বলিতে থাকে—'না তাকে দোষ দিয়ে কি হবে, সব আমার অদৃষ্ট—'

সারাটী দিন ধরিয়া তাহার অন্তরে নানা প্রসঙ্গ ওঠে এবং আত্ম আলোচনা চলিতে থাকে।

—ষোলো—

কি কুক্ষণেই প্রভাত হইয়াছিল!

বারোয়ারী দাদা জনার্দ্দন সিংহকে কেন্দ্র করিয়া মেসের মেম্বরগণ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। দাদা চাকুরীতে 'রিটেন্‌সানে' আছেন, পেনসন্ লইবার বিলম্ব নাই। ছকু খানসামা লেনের এই মেসে তাঁহার জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ অতিবাহিত হইল। তিনিই এ মেসের প্রতিষ্ঠাতা। এ মেসের বৈশিষ্ট্য এই যে, দাদাই একচেটিয়া ম্যানেজার, তাঁহার নির্দ্দেশ মত মেস পরিচালিত হয়। বৃদ্ধ রসিক ব্যক্তি, রসিকতা করিয়া অনেকের মন ভুলাইবার চেষ্টা করেন। [illegible] বাড় কুটিবার সময় দাদা হুঁকায় তাম্রকূট সেবন করিতে [illegible]

উপস্থিত হন। যৌবন ভারাক্রান্তা ঝিয়ের সহিত দাদার রসালাপ হয়, শেষে মাছের হিসাবের পর দাদা নিজের ঘরে চলিয়া যান।

মেসেও 'পলিটিক্স' আছে, আন্দোলন আছে, 'ব্লক' আছে এবং আভ্যন্তরীণ আহারাদির তালিকা লইয়া বাগ্ বিতণ্ডা চলে। রমণী মেসের 'পলিটিক্সে' যোগ দেয়। তাহার ইচ্ছা দাদার কর্ত্তৃত্ব হ্রাস করিয়া নিজেদের মধ্যে মেস পরিচালনা করা।

আহার করিতে করিতে রমণী বলিল—'কচু ঘেঁচু খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল, ভালো মাছ তা আস্‌বে না, তিন্‌শো পঁয়ষট্টি দিন পারশে, নয় ট্যাংরা—না আছে মাসে দু'একদিন মাংস, না আছে পোণা মাছ, ডিম, মাসে তিরিশ টাকার ওপর দিয়েও সুখ নেই—'

একজন মেম্বর বলিল—কচু খাবে না তো খাবে কি? ভিটামিন কচুতেই খুব বেশী—'

এমন সময়ে কলতলা হইতে কথাগুলি রান্নাঘরের দিকে ভাসিয়া আসিল।

'—ওহে, কেহে, সুশান্ত বুঝি—একটু কম করে জল ঢালো বাবা, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমরাও পাঁচজন আছি তো?—'

দাদা আসিয়া রমণীকে বলিলেন—'কি ভায়া রাগ করছ কেন-এবার মাংস খাওয়াবো—'

'—এখন আমাদের পেটে তো চড়া পড়ুক—'

দাদা বলিলেন—'বাড়ীতে এর চেয়ে কি এমন ভাল খাও—শুনি—'

দাদার কথায় রমণী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—'কি রকম খাই, একবার আপনাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন্‌বো—ত্রিশ টাকা খাওয়ার বাবদে দিয়ে তো আপনার গাঁয়ের বাগান চিবিয়ে মর্‌তে পারিনে—'

দাদাও মেজাজ ঠিক না রাখিতে পারিয়া বলিলেন—'তুমি [illegible]

বড়ো disturbing element—'

সন্দীপ আহার করিতেছিল। সে স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিল—'কি অন্যায় বলেছে, এরকম worst মেস কল্‌কাতায় আছে কিনা সন্দেহ, আপনি আমাদের হাতে এক মাস ম্যানেজারের ভার দিয়ে দেখুন—কি সুন্দরভাবে চালানো যায় দেখিয়ে দেওয়া যাবে—'

'—এতকাল নিজেই চালিয়ে আস্‌ছি, এ মেস আমি রক্ত দিয়ে গড়েছি—'

রমণী বলিল—'এখন তো আমাদের রক্ত জল করে ছাড়্‌ছেন, আপনি পেন্‌সন নিলে আমরা বাঁচি—'

দাদা বলিলেন—'তোমার না পোষায়, অন্য মেসে চলে যেতে পারো, তা হলেই বেঁচে যাবে—'

ক্রমে দুই এক কথায় তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। রমণী বলিল—'আজই আমাকে মেসের চার্জ্জ বুঝিয়ে দেবেন, আমি চালাবো—'

দাদা বলিলেন—'কিছুতেই না—'ক্রোধে বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল।

'—এ যেন মোহন বাগান আর ইষ্ট বেঙ্গলের খেলা সুরু হোলো—' এই কথা বলিয়া সন্দীপ আহার করিতে করিতে উঠিয়া পড়িল।

ভাবিল এ মেসে আর থাকা চলে না।

মেসের ভবানী বাবু বলিলেন—'দাদা বয়েস হয়েছে, ছেলে ছোক্‌রাদের সঙ্গে ভেবে চিন্তে কথা বল্‌তে হয়—রমণী তো অন্যায় কিছু বলে নি—'

আবার তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। বুঝি বা পুলিস ডাকিতে হয় এইরূপ আশঙ্কা দুই একজন করিলেন।

রমণী ছুটিয়া আসিয়া ভবানী বাবুকে বলিল—'বলুন তো স্যার, কি

অন্যায় বলেছি—রোজ কচু ঘেঁচু ভালো লাগে? এক ঘেয়ে মাছ, আমরা কি পয়সা দিই নে? গ্রাম কুড়িয়ে এক বাগান তরকারী নিয়ে আস্‌বেন, সাত দিন ধরে তাই চল্‌বে—বিনি পয়সার তরকারী খাইয়ে দাদা পয়সা রোজগারের পথ খুলেছেন ভালো! এতদিন চুপ করে ছিলাম এখন আমরা দলে ভারি হয়েছি, দাদার প্রভুত্ব খাট্‌বে না—এ মাসে আমাকে ম্যানেজারি দিতে হবে—'

দাদা বলিলেন—'এতকাল মেস চালিয়ে এসেছি, কেউ কোন কথা বল্‌লে না, দুদিনের ছেলে গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়, আমার সঙ্গে এসেছ চালাকি কর্‌তে—এ মেস আমার—'

রমণী বলিল—'যত লেঠেল ডাকাত্‌ কর্ণওয়ালিসের কৃপায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে বাংলার জমিদার হয়ে পুরুষানুক্রমে ভোগ কর্‌ছে বলে যে যত জোচ্চোর বাট্‌পাড় এসে মেস খুলে কল্‌কাতা সহরে বাহালতবিয়তে পুরুষানুক্রমে মেসের উপস্বত্ব ভোগ কর্‌বে এমন কোন আইন কর্ণওয়ালিস পাশ করে যান নি—এটা তো আপনার জমিদারী নয় দাদা—'

যতীশ ভাত ফেলিয়া দিয়া উঠিল এবং বলিল—'বুড়োদা, চালাকি সব চল্‌বে না—'

দাদার পক্ষের লোকেরা বলিল—'ওদের সঙ্গে পারা যাবে না, দাদা ঘরে যান—এখন কি আর সেদিন আছে—আমাদের গাঁয়ের লোক আর বড় নেই—'

দাদা কোন কথা না বলিয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন। সন্দীপ নিজের ঘরে গিয়া সংবাদ পত্রের পাতা উল্‌টাইতে লাগিল।

'স্বরাজ' পত্রিকায় এই দিন রবিবাসরীয় সংখ্যায় 'পথের পুঁথির' সমালোচনা দেখা গেল। সন্দীপ বিস্তৃত ভাবে উপন্যাসের সমালোচনা

করিয়াছে। সন্দীপ লিখিয়াছে এ উপন্যাসে সাঙ্কেতিক মূল্য আরোপের প্রবণতার পরিচিতি রহিয়াছে—চরিত্রাঙ্কণে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতি আছে। মৌলিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সমালোচনা দীর্ঘ হইলেও মনোজ্ঞ হওয়াতে রমণী তাহার মামিমা মালবিকার নিকট পত্রিকাখানি লইয়া দেখাইতে গেল। ঝগড়ার পর আর মেসে রহিল না।

প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে মালবিকার ফ্লাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—'মামিমা! এই নিন কাগজ, সন্দীপবাবু আপনার উপন্যাসের উচ্চ সমালোচনা করেছেন—'

'—কই দেখি—'সাগ্রহে কাগজখানি লইয়া মালবিকা নিবিষ্টচিত্তে পড়িয়া আনন্দ লাভ করিল। বলিল—'কবি সুন্দর সমালোচনা করেছেন, এরকম দৃষ্টি দিয়ে আর কেউ আমার বইয়ের সমালোচনা করেছেন বলে মনে হচ্ছে না—'

পাশের ফ্লাটের ক্ষণিকা সে সময় আসিতেই মালবিকা আবেগের সহিত বলিল—'দেখুন সন্দীপবাবু আমার বইয়ের কেমন সমালোচনা করেছেন—'ক্ষণিকা আদ্যোপান্ত পড়িল। কাগজখানিও ওলোট পালোট করিয়া দেখিয়া বলিল—'নতুন কাগজ, বেশ করেছে তো—টিক্‌লে হয়—'

রমণীর সহিত ক্ষণিকার পরিচয় করাইয়া দিয়া মালবিকা বলিল—'এর মেসেতে সন্দীপবাবু থাকেন—'

ক্ষণিকা বলিল—'তাকে একবার আস্‌তে বল্‌বেন না?—'

—'মামিমা তো আমাকে বলেছেন, বলেন যাবো এই পর্য্যন্ত—'

মালবিকা বলিল—'আজ তোমার হাতে তাঁকে একখানা চিঠি দিয়ে দেবো এখানে আস্‌বার জন্যে—'

'—তা হলে হয়তো আস্‌তে পারেন—'

মালবিকা ক্ষণিকাকে বলিল—'আপনি আমার ভাগ্‌নের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলুন, আমি ওর জন্যে চপ তৈরী করি—'ক্ষণিকা এবং রমণীর মধ্যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়।

ক্ষণিকা বলিল—'এম, এ পাশ করে কি কর্‌বেন ঠিক করেছেন ?'

'—কি যে করবো, এ বলা বড় শক্ত—সরকারী চাকুরীর আশা নেই বল্‌লে চলে, কারণ আমরা বর্ণহিন্দু, ব্যবসায়ে পুঁজির দরকার—তা হোলেই হোলোনা, ব্যবসায় বুদ্ধি চালনা করার কৌশল জানার দরকার—আজ একদিকে ঐশ্বর্য্য, অন্যদিকে দারিদ্র্য, মাঝামাঝি অবস্থা আর থাক্‌ছে না—'

ক্ষণিকা একটু চিন্তার ভাব ও গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া বলিল—'দেশে নব চেতনার স্রোত এসেছে, একটা কিছু শুভ লক্ষণ দেখা যাবে, তখন হয়তো বহু সমস্যার সমাধান হবে—পরাধীন জাতির দুর্গতির সীমা থাকেনা, পরাধীনতা দূর করবার চেষ্টা চলেছে তবে একটা কিছু অনুকূল অবস্থা গড়ে উঠ্‌তে পারে—আজ ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ বেদনাই সবটুকু নয়, জাতীয় জীবনের দুঃখ বেদনাই বড় হয়েছে—'

'—যা করে তুল্‌ছে তাতে আমাদের অবস্থা কুলি মজুরের অধম হয়ে যাবে—'

'—এর মধ্যেই হয়েছে বলুন—'

রান্নাঘরে মালবিকা চপ ভাজিতে লাগিল। তাহার পক্ষে এদের আলোচনায় যোগ দেওয়া হইল না। ক্ষণিকার সহিত রমণীর নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। নিজের মনে রমণী বলে—'মহিলাটির বেশ পড়াশুনা আছে তো—'

মালবিকার নিকট হইতে রমণী চপ কাটলেট টোষ্ট প্রভৃতি

মুখ রোচক খাবার খাইয়া এবং তাহার সহিত চা পান করিয়া যখন মেসে ফিরিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সন্দীপ তক্তপোষের উপর শুইয়া ভাবিতেছিল নিজের জীবন সম্বন্ধে—বাবাও খোঁজ করেন না, বন্ধু কত বড় হইল, লেখা পড়া কি রকম করিতেছে, করবীর কি বিবাহ হইল! প্রশ্নের পর প্রশ্ন মনের ভিতর তোলপাড় করে।

মেসের ছাদের উপর তখন বারোয়ারী দাদা এবং ঝিকে কিরূপে মেস হইতে সরাইয়া দেওয়া যায় তাহার আলোচনা কয়েকজন পূর্ব্ববঙ্গীয় ভদ্রলোকের মুখে শুনা যাইতেছিল। দাদার মুখখানি বিষণ্ণ। 'মরণের মা' বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ডাকিতে সাহসী হন না। বৈকালে বাজার আসিলে দাঁড়াইয়া তত্ত্বাবধান করেন নাই। তিনি ঘরের মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন মেস না ছাড়িলে রমণীর কাছে যদি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে মাথা হেঁট হইবে। না করিয়াই বা কি করিবেন! ঝিও কথাবার্ত্তা বিশেষ বলেনা। দাদার গ্রামের লোকেরা ভয় খাইয়াছে। কারণ দলে ভারী নয়।

রমণী মেসে আসিয়া ভবানীর মুখে শুনিল দাদা নরম হইয়াছেন। এবং তাঁহারা ঠিক করিয়াছেন আগামী মাসে রমণীর উপর মেসের ম্যানেজারের ভার দেওয়া হইবে। ভবানী বলিল—'দেখেছেন দাদা কেমন জব্দ হয়েছে- রোজ রোজ চালাকি,—অসহ্য—'

তারপর সে সন্দীপের ঘরে আসিয়া দেখিল নীরব হইয়া সন্দীপ শুইয়া রহিয়াছে। বলিল—'চুপ করে শুয়ে আছেন যে—'

'—ছুটীর দিনে কি করি আর,—চুপ চাপ শুয়ে কাটাচ্ছি—'

'—মামিমা ভারি খুসী হয়েছেন, আপনাকে চিঠি দিয়েছেন—'

চিঠি পড়িয়া সন্দীপ আনন্দিত হইল। বলিল—'সমা[illegible] তীব্র দৃষ্টিভঙ্গিমা নিয়েই 'পথের পুঁথি' বিশ্লেষণ করেছি—[illegible]

সত্যি ভালো হয়েছে। আমাকে আগামী রবিবারে নেমন্তন্ন করেছেন, এ নেমন্তন্ন মাথায় করে নিলাম, তবে কোন 'এন্‌গেজমেন্ট' না থাকলে তোমার সঙ্গে যাবো—মেসের একঘেয়ে জীবন, ঝগড়া বিবাদ অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে, ঠাকুরের যেমন রান্নার ছিরি, তেম্নি খাওয়ার ব্যবস্থা—'

'—ভাব্‌ছেন কেন! আস্‌ছে মাসে আমার হাতে ম্যানেজারী, দেখিয়ে দেবো কেমন খাওয়াতে পারা যায়—আর নতুন কিছু লিখ্‌লেন না কি?—'

'—সাংবাদিক হয়ে গেলে আর ভালো জিনিষ হাত থেকে বেরোতে চায় না—সংবাদের পর সংবাদের চাপে পড়ে আর চল্‌তি খবর টীকা টিপ্পনি লিখে উচ্চতর কোন ভাবকে ফুটিয়ে তোলবার অবকাশ থাকে না, এই হয় মুস্কিল। চাকুরিটা না পেলে তো পেট চল্‌তো না! কবিতা লিখে নাম হয়, পেট ভরে না—'

'—পাশের ফ্লাটের বধূটীর সঙ্গে আলাপ হোলো, দেখ্‌লাম বেশ শিক্ষিতা, নানা বিষয়ে জ্ঞান আছে—'

'—একে উচ্চ শিক্ষিতা, তার ওপর অধ্যাপকের স্ত্রী, ইনি শ্বশুর শাশুড়ীর কাছ থেকে অমানুষিক অত্যাচার আর নির্য্যাতন পেয়েছেন, বাপের বাড়ী থেকেও কোনদিন ভালো ব্যবহার পাননি—'

'—বাংলার মেয়েদের এই দুঃখের কথা যখন শোনা যায় তখন সত্যি মনে হয় এ দেশ মেয়েদের চোখের জল আর অভিসম্পাত পেয়ে দুর্গতির চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। যে দেশে নারীর সম্মান নেই, সে দেশ কোনদিন সম্মানিত হোতে পারে না সুখী হ'তে পারে না—'

মেসের ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণীকে বলিল—ভবানীবাবু আপনাকে ডাক্‌ছেন—'

'—চলো শুনে আসি, এ মেসটাকে ভেঙেচুরে গড়্‌তে হবে—'

সন্দীপ ভাবিতে লাগিল মালবিকার নিকট যাইলে প্রদীপের পরিবারবর্গের সহিত দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা হইবে, তা ছাড়া বাড়ীর খবর, দেশের খবর পাওয়া যাইবে। অবশ্য নির্য্যাতিতা বধূ ক্ষণিকা কলিকাতায় বাসা করিয়া নিশ্চয়ই সুখে আছে। প্রদীপদা তো কোন দিনই বাসা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না—পারিবারিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের মূলে নিশ্চয়ই একটা ইতিহাস আছে। সেটি না গেলে জানা যাইবে না।

পরাগ ও ছন্দার কথা স্মরণ হয়। পরাগ রেঙ্গুনে গিয়া শেষে কর্ম্মবীর হইল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বেশ নাম কিনিবার সুযোগ পাইল—অদৃষ্টের খেলা, বুঝা যায় না।

ছন্দা ভালবাসার ব্যবসা লইয়া বোধ হয় এখনও ব্যস্ত—এখনও বোধ হয় রূপজীবী। দেখিতে দেখিতে বহুদিন অতীত। ছন্দার সম্বন্ধে কোন কথা কাণে আসে না। সে হয়তো ভুলিয়া গিয়াছে—নিবারণ চক্রবর্ত্তীর কথা মনে পড়িল। একটা সাংঘাতিক লোক! গ্রামোফনের ট্রেণার হইয়া কত ভদ্রঘরের মেয়ের নারীত্বই না ক্ষুণ্ণ করিয়াছে! বিবাহিতা বধূর সতীত্বধর্ম্মকে যে কলুষিত করে, তাহার জীবনের শুভ সম্ভাবনা কতটুকু! এ তো নীতির কথা, আদর্শের কথা—নিবারণের মত লোকও তো জঘন্য পাপ করিয়া উন্নত স্তরে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করে! এ যুগ কি তবে মদ আর মেয়েমানুষের যুগ! ব্যভিচারের যুগ! নীতিবস্তু বলিয়া কি কিছু নাই? যাহারা আদর্শবাদী তাহারাই যেন আঘাত পায়—ভাবিতে ভাবিতে সন্দীপ বহুদূর পর্য্যন্ত চিন্তা লইয়া গিয়াছে শেষে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া নিজের মনে বলে—'আমিও কি ব্যভিচারী নই? কিসের আদর্শ বিচার করি! কার চরিত্রই বা সমালোচনা করি?' এমন 'স্বরাজ' পত্রিকার দপ্তর হইতে কয়েকজন সহকর্মী আসিলেন।

তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

নীচে 'বারোয়ারী' দাদা ও রমণীর কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল। দাদাকে বলিতেছিল—'আজ যদি ঝি আপনার ঘরে গিয়ে পা টিপ্‌তে আরম্ভ করে তো আপনাকে দেখে নেবো—'

দাদা উত্তর দিলেন—'কি আমার কর্‌বে? না হয় কাল সকালে মেস ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো, বহুদিন আছি এখানে, তাই মায়া হয়ে গেছে- –'

'—ও আপনার স্বার্থের মায়া, আয় যে কমে যাবে, কলা, কচু এনে এমন আয় তো শিয়ালদ'র বাজারে বসে হোতে পারে না—যা করেন কর্‌বেন, মোটের ওপর ঝি যেন আপনার ঘরে এ রাত্রে না যায়—'

খুব জোর গলায় দাদা বলিয়া উঠিলেন—'আচ্ছা, আচ্ছা—'

সন্দীপ এবং তাহার সহকর্ম্মিগণের কাণে পৌছিল।

সন্দীপের মুখে তাহারা মেসের ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। সন্দীপ বলিল—'যেখানে ছিলাম আগে সেখানে যেমন অশান্তি পেয়েছি এখানেও তার চেয়ে কম অশান্তি যাচ্ছেনা। প্রথম এসে বোধ হয়েছিল শান্তিই পাবো? আমার বরাতে সর্ব্বত্র একই ভাব। মেসে জীবন কাটানোও কম দুর্ভোগ নয়—'

বন্ধুদের মধ্যে একজন বলিল—'এর চেয়ে বরং ঘর সংসারী হও—'

'—তাতেও জ্বালা আছে, তবে বল্‌তে পারো এর চেয়ে ভালো—হ্যাঁ—এর চেয়ে ভালো—যে দিকে তাকাই, অশান্তি, ব্যভিচার—এ ছাড়া কি জগতে কিছু নেই?—'

—সতেরো—

করবী শুনিয়াছে সন্দীপ পার্শ্ববর্ত্তী ফ্ল্যাটে আসিবে। আশা পথ চাহিয়া চাহিয়া দিনগুলি যায়। তাহার পথের দিকে করবীর সমস্ত হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে ব্যগ্র দৃষ্টির মতন। বহুকাল পরে তাহার দীপুদার সহিত দেখা হইবে। প্রতীক্ষায় মন যখন ব্যাকুল, তখন কোন কাজ ভালো লাগে না। করবীরও তাহাই হইল। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যাহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকা যায়, তাহাকে পাওয়া দুঃসাধ্য। সন্দীপ রমণীকে দিয়া মালবিকাকে সংবাদ পাঠাইল—রবিবার 'এন্‌গেজমেণ্ট' থাকায় যাওয়া হইল না। পরে সে সুবিধা মত গিয়া দেখা করিবে এবং তৎপূর্ব্বে জানাইবে।

এ সংবাদ মালবিকা ক্ষণিকাকে জানাইতেই করবীর মন ভীষণ ধাক্কা খাইল। নিজের মনে বলিল—'তবে কি দীপুদা আস্‌বে না? না আমার জন্যে কি নানা ভাণ কর্‌ছে? সে তো সে রকম প্রকৃতির নয়, পরিবর্ত্তন হোলো নাকি? মানুষ বড় হোলে বোধ হয় এমনই হয়—'

করবীর উৎসাহ ম্লান হইল। নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে অনেকটা অনাবশ্যক বস্তুর মত বোধ করিল। নিজের মনে বলিল—'কতদিন হয়ে গেল, দীপুদার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই—কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর কোন লেখাই কাগজে বেরুলো না—এমন কি ব্যস্ত সে!—'

মেঘলা রাতের দ্বিতীয়ার চাঁদের মত তাহার মুখখানি সংশয় মোহাচ্ছন্ন।

ক্ষণিকার নজর এড়াইল না। ক্ষণিকা বলিল—'ঠাকুরঝি, মুখটা

গোম্‌ড়া করে বসে আছ, বেলা পড়ে আস্‌ছে—যাও গা টা ধুয়ে এসো—এত কি রাতদিন ভাবো বলোতো ?—'

'—ভাব্‌বার কি আছে, তাই ভাব্‌বো ?—'

'—ও কথা তোমার দাদাকে, তোমার দনুজদলনী মাকে ব'লে ভোলাতে পারো ঠাকুরঝি—আমাকে পারোনা—কেন পারোনা জানো ? আমি ভারি খেলোয়াড় মেয়েমানুষ, হাব ভাবে বুঝে নিই লোকের মনের কথা—'করবী অন্তরে তীব্র আঘাত পাইল। প্রদীপ কুমার তাহাদের পার্শ্ব দিয়া বাথরুমে যাইতেছিল। তাহাকে উল্লেখ করিয়া ক্ষণিকা বলিল—'তোমার বোন কলেজে পড়ে আমার মাথা খাচ্ছে—ওর একটা ব্যবস্থা করো, মুখে হাসি নেই, চোখে যেন কে কালি ঢেলে দিয়েছে, রোগা হয়ে যাচ্ছে শেষে কি মরে যাবে ?—'

'—কই, সেরকম তো কিছু দেখ্‌ছি নে—'

করবী নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিল। কোন কথা বলিল না। সে যেন দিবালোকে দীপশিখার মত নিস্প্রভ—রাত্রি শেষের শেষ তারকার মত ম্লান।

মালবিকা আসিতেই ক্ষণিকা তাহাকে বসিতে দিয়া বলিল—'আপনার ভরসায় বসে আছি, আপনিও কিছু করবেন না—'

বিস্ময়ের সহিত মালবিকা বলিল—'আমার ভরসা ?—'

'—হ্যাঁ, আপনার ভরসা —'

'—কি ব্যাপার বলুন তো ?—'

'—এত ভুলে যান আপনারা,—এই জন্যেই লেখক লেখিকা কবি সাহিত্যিকদের লোকে ক্ষেপায় মাথার একটা স্ক্রু ঢিলে বলে—'

'—আপনার হেঁয়ালী কিছুই বুঝ্‌ছিনে দিদি—'

'—করবীর বিয়ের কি হোলো ?—'

'—দাদা না এলে তো এসব কথা হোতে পারে না, তিনি এখন যে রকম মস্ত বড় হয়ে উঠেছেন তা'তে তাঁকে পাওয়াও আমাদের ভাগ্যে মুস্কিল হয়ে উঠ্‌ছে দেখ্‌ছি,—তাঁর আস্‌বার কথা, কল্‌কাতায় এখনো আস্‌ছেন না, কি বলি বলুন তো!—'

কথা গুলি করবীর কাণে গেল। সে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিল। ভাবিল তাহাকে বিবাহ দিবার চক্রান্ত চলিতেছে। অন্য কাহাকেও বিবাহ করা চলে না,—যাহাকে মনপ্রাণ একবার সঁপিয়া দেওয়া যায় তাহাকে ছাড়া সে অপরকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু একথা ক্ষণিকাকে সে কি করিয়া জানাইবে তাহা ভাবিয়া পায় না। ইতিপূর্ব্বে একদিন এরূপ কথা শুনিয়াছিল অস্পষ্ট ভাবে, আজ সম্যক্ ভাবে বুঝিল। ক্যারাভান হারানো উটের মত অন্তর জীবনের মরুপথে যেন চীৎকার করিয়া উঠিতে চায়—প্রবোধ মানে না। তাই করবীর ক্ষুব্ধ মন চঞ্চল হইয়া উঠে। পরক্ষণে আহত স্তব্ধ চিত্ত শূন্যতায় ডুবিয়া যায়।

ক্ষণিকার উপর করবীর শ্রদ্ধাও বড় কম নয়! আবাল্য সে ক্ষণিকার যত আদর যত্ন পাইয়াছে এতটা মায়ের নিকট হইতে পায় নাই। তাহা না হইলে বনগ্রাম হইতে বউদির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্না হইয়া চলিয়া আসিত না। ক্ষণিকাকে প্রকৃতই সে ভালবাসে, তবে ক্ষণিকার সকল খেয়াল চরিতার্থ করিবার মত শক্তি সর্ব্বদাই যে অর্জ্জন করিতে পারিবে এরূপ ভরসা তাহার নাই। তাহারও একটা নিজস্ব চিন্তা ধারা আছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার ভিতর দিয়া জগৎকে অন্যরূপে দেখিতেছে। বাল্যে এবং কৈশোরে জগৎকে যেরূপ ভাবে দেখিয়াছিল যৌবনের পদার্পণে দেখিতেছে তাহা সেরূপ নয়।

প্রদীপ কুমার পার্শ্বের ঘরে শুইয়া ভাবিতে লাগিল এবং নিজের

মনে বলিল—'সত্যি কি করবী বিয়ের জন্যে পাগল হয়েছে ? ও তো সে রকম মেয়ে নয় ! আমার ইচ্ছে এম, এ, পাস করে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করুক, যাকে আমি নিজের মত করে গড়্বার চেষ্টা কর্‌ছি সে বিয়ে করে ঘর সংসারী হোলে তেমনটী হয়তো হবে না, সব স্বামী তো চায় না তার স্ত্রী কলেজে গিয়ে পড়ুক—'

সাংসারিক বিষয়ে মালবিকা এবং ক্ষণিকা বারান্দায় বসিয়া কথা বার্ত্তা বলিতেছিল। ক্ষণিকা প্রসঙ্গক্রমে বলিল—'কল্‌কাতায় এসে অবধি সংসারের সকল ভার আমারই হাতে—যা কর্‌বো তাই এ অধিকার টুকু পেয়েছি, শুধু পুরুষের খেলার ঘুঁটি হয়ে থাকা ঝক্‌মারি, অথচ বনগাঁয়ে থাক্‌তে আমার স্বাতন্ত্র্য কিছুই ছিল না। যদি কল্‌কাতায় না আসা হোত তা হলে আমার জীবন যে কোন পথে যেতো বলা কঠিন, মাথাটা খারাপ হয়ে পড়্ছিল—পারিবারিক অত্যাচার মানুষকে পাগল করে তোলে—'

একথা শুনিয়া মালবিকা একটু চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—'আমি স্বামীর কাছ থেকে কোন বিষয়ের আজো পর্য্যন্ত দাবী করিনি—তিনি যা করেন তাই হয়, নিজের লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকি এতে মন বেশ থাকে—'

'—ভগবান আপনাকে ক্ষমতা দিয়েছেন, আপনার পক্ষে স্বতন্ত্র কথা, আমাদের সংসারী মন সংসারের সব খুঁটিনাটি নিয়ে থাক্‌তে ভালবাসে। এরপর আপনাকে এ মিটিং সে মিটিংএ সভানেত্রী হতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে, পাঁচজনের কাছে খাতির সমাদর পাচ্ছেন বা পাবেন—আমাদের কেই বা জানে আর কেই বা চেনে—'

'—সভাগুলোকে একটু এড়িয়ে চলি কেন জানেন ? রাজ্যি শুদ্ধ

লোকের চোখ পড়ে, যেন তারা মেয়েমানুষ দেখেনি এম্নিভাবে দেখায়, ভারি লজ্জা করে—বলুন তো লজ্জা করে না ?—'

'—সে কথা যদি বলেন, ট্রামে বাসেও তাই—'

উভয়ে হাসিল। মালবিকা বলিল—'এমন একদিন গেছে এই কলিকাতা সহরের বড় বড় ঘরের মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হোতো পাল্কীর দরজা বন্ধ করে গঙ্গা স্নান করতে—পাল্কীটা গঙ্গার জলে ডুবিয়ে আবার তুলে আনা হোতো এদিনও গিয়েছে শুনেছি—আজ্‌কের দিনে তাদের বংশধরেরা বুক ফুলিয়ে চলেছে, ডিনার খাচ্ছে, ফ্লার্ট কর্‌ছে, ডান্‌স কর্‌ছে—'

'—এখন আবার দেখুন ভিড়ের চাপে মেয়ে পুরুষ কি রকম ভাবে গুতোগুতি করে—অঙ্গে অঙ্গ বুলায়—এওতো হচ্ছে—'

'—আজ্‌কের 'স্বরাজ' পত্রিকায় দেখ্‌ছিলাম একটি ভদ্র মহিলা লিখেছেন ট্রামে উঠে পুরুষের চাপে কি রকম সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ হয়, শেষে ময়দা-ঠেসা গোছের হয়ে যেতে হয়—অঙ্গে অঙ্গ বুলানো নয়, একেবারে পিষে যাওয়ার অবস্থা হয়, ব্লাউজ শাড়ী ছিঁড়ে যায়, লজ্জা সরম থাকে না—'

'—এসব হবেই—যুগের ঘূর্ণী হাওয়া, বুঝ্‌ছেন না, তবে কি জানেন আমরা যে রকম ভাবে মানুষ হয়েছি ঠিক প্রগতির তালে তালে সম্পূর্ণ ভাবে পা ফেল্‌বার মত নয়, তাই পুরুষ হাঁ করে তাকিয়ে দেখ্‌লে একটু লজ্জা বোধ করি—'

'—আর লজ্জা, যুদ্ধ বেধে সকল লজ্জা হারাতে হয়েছে তবুও এ জাতির লজ্জা নেই, পশুর অধম হয়েছি—যুদ্ধ কিছুদিন চল্‌লে হাড়ে দূর্ব্বা গজাতো—'

প্রদীপ কুমার পার্শ্বের ঘর হইতে ডাকিল—'করবী! শুনে যা—'

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়ে চুপ করিল। '—যাই দাদা—' বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রদীপ বলিল—'তোর মনের অবস্থা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে কেন? কি হয়েছে বল্‌তো—'

করবী মৃদু হাসিয়া বলিল—'হবে আবার কি, কিছুই হয়নি—'

'—তোর কি এখানে ভালো লাগ্‌ছে না—'

'—কেন? ভালো লাগ্‌বে না কেন?—'

'—তোর বউদি বলে তোর বিয়ে দিয়ে দিতে, আমার উদ্দেশ্য অন্য রকম, তোকে এম, এ, পাস করিয়ে বিশেষ রকম শিক্ষিতা কর্‌তে চাই—বিয়ে হয়ে গেলে তো, সে আশা আমার পূর্ণ হবে না, তুই আমার একটা বোন—'

'—লেখা পড়ায় কি অবহেলা করেছি? বউদির যত সব বাজে কথা—'বলিয়া চুপ করিয়া করবী দাঁড়াইয়া রহিল। প্রদীপ বুঝিল বিবাহের দিকে করবীর মোটেই ইচ্ছা নয়, আশ্বস্ত হইল। নিজে অধ্যাপক, ভগ্নীকে যদি অধ্যাপিকা করিতে পারে তবুও সান্ত্বনা। পূর্ব্বে প্রদীপ কুমারের মত ভিন্ন ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষাই গৃহস্থ মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট এবং এই শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিবে এরূপ মনোভাব অন্তরে পোষণ করিত। শেষে সে ভাবিয়া দেখিয়াছে উচ্চ শিক্ষিতা হইলে মেয়েরা জীবন যাত্রার অনুকূল নানা পথ ধরিতে পারিবে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা এখন পুরুষের সঙ্গে একত্র বসিয়া অফিসে চাকুরী করিতেছে তাহাতেও লোক নিন্দা নাই। সংসারে নিজের স্ত্রীর মত নির্য্যাতিত বধূরূপে বাংলার মেয়েরা লাঞ্ছনা ভোগ করে এরূপ কথা সমর্থন যোগ্য নয়। তারপর ভাগ্যচক্রে বিধবা হইলে একেবারে অনুপায়! প্রদীপকুমার ভাবিতে

ভাবিতে নিজের মনে বলে—'নীতিধর্ম্মের প্রয়োজন আছে সত্য, উচ্চ শিক্ষিতা হ'য়ে বরং নীতিধর্ম্ম ইচ্ছা করলে রক্ষা করতে পারে—'

করবীর সহিত প্রদীপকুমারের কথাবার্ত্তা মালবিকা এবং ক্ষণিকার কাণে পৌছিল।

মালবিকা বলিল—'কই, আপনার স্বামীর তো ইচ্ছে নয় আপনার ননদকে বিয়ে দিতে, ননদের যা কথা শোনা গেল সেও তো বিয়ের জন্তে ব্যাকুল নয়, তবে আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন?—'

ক্ষণিকা একথায় মৃদু হাসিল। বলিল—'আপনিও তো একদিন কুমারী ছিলেন, কোনদিন কি আপনার অভিভাবকদের কথার ওপর কথা বলেছেন, অথচ যখন বিয়ের সব ঠিকঠাক্ হোলো আপত্তি কি করেছিলেন?—সবাই ভেতরে ভেতরে বিয়ে করতে চায়, তবে যাদের মধ্যে কিছু কম্‌প্লেক্সের গলদ থাকে অথবা শারীরিক মানসিক দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতা থাকে তারা এ কাজে এগোতে চায় না, এইটুকু বুঝি—মা হবার সাধ মেয়েদের মধ্যে বেশী—যৌবন সম্পদ পেয়ে কে না ভোগ করতে চায়? ধরুন, ননদটী পরে বিপথগামী হতে পারে তাতে আমাদের কি মুখ হেঁট হবে না?

মালবিকা বলিল—'কোনক্রমে হিন্দুমেয়ে যখন বিধবা হ'য়ে পড়ে তখন তার দুরবস্থার চরমতা দেখা যায়, হীনতম লোকেও বিধবাকে জ্বালাতে আরম্ভ করে—ভারতে বিধবাদের দুর্দ্দশার কথা বহু শতাব্দী থেকে শুনে আসা যাচ্ছে, বৌদ্ধযুগেও ছিল—বৌদ্ধজাতক পড়লে বুঝতে পারবেন। এই সব দেখে মনে হয় মেয়েরা স্বাবলম্বী হয় তো এক পক্ষে ভালো—আমাদের দেশে মেয়েরা গলগ্রহ, তাই হিন্দু পরিবার ছেলেই কামনা করে, মেয়ে কামনা করে না—বাস্তব অবস্থায়

দিকে দৃষ্টি করেই এসব কথা বলছি দিদি— মেয়েদের সুদিন কি আর আসবে?

'—যাই বলুন, করবী বাইরে যা দেখায় ভেতরে তা নয়—ওর ভেতর রোমান্টিকতা আছে—কেউ ধরতে পারুক আর নাই পারুক আমি পেরেছি—মেয়েদের সুদিন হয় তো কোন যুগে আসবে না, সে কথা ছেড়ে দিন তবে হিন্দু সমাজের সংস্কার হওয়া দরকার—'

—'আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপার কি করে বুঝব বলুন, তবে মানুষের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তিটাই তো একমাত্র সত্য নয়,—এ প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই যেন সব চলছে আর চলবে, এ রকম মতবাদ স্বীকার করে নেওয়া যায় না। রোমান্টিকতা আমাদের মধ্যে কি ছিল না? তা বলে ঘর সংসার তো ছেড়ে দিই নি—সত্য জীবনের পথে একমাত্র প্রেরণা দেয় জ্ঞান, যে জ্ঞান উচ্চ শিক্ষার দ্বারা পাওয়া যায়—উচ্চ শিক্ষা পেয়ে উঠুক না কেন? বিয়ে তো আছেই—হিন্দু সমাজ অনেকটা সংস্কার মুক্ত হয়েছে একথা আপনাকে স্বীকার করতে হবে, দশ বছর আগে হিন্দু সমাজ যে ভাবে ছিল এখন সে ভাবে নেই—হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করে অফিসে চাকুরী করছে—'

এই সকল আলাপ আলোচনা চলিতেছে। চাকর আসিয়া মালবিকাকে বলিল—'বাবু ডাকছেন,—একবার আসুন—'

মালবিকা চলিয়া গেল। ক্ষণিকা নিজের মনে বলিল—'লেখিকা হলে কি হয়, ভালো মন্দ বুঝবার জ্ঞান বিশেষ হয়েছে বলে মনে হয়না—'

এ রাত্রে আহারাদির পর প্রদীপ যতই চেষ্টা করে যাহাতে ক্ষণিকার ধারণা পরিবর্তিত হয়, ক্ষণিকা ততই তর্কের ঘাতপ্রতি-ঘাতে প্রদীপের সমস্ত চেষ্টা বিফল করিতে উদ্যত হয়। অধিক রাত্রি

পর্য্যন্ত স্বামীস্ত্রীর মধ্যে দুয়ার-দেওয়া ঘরে পালঙ্কের উপর শুইয়া বাগ্ বিতণ্ডা চলে। ক্ষণিকা স্বামীকে বুঝায় করবীর ভিতরে রোমান্স পুরোপুরি রহিয়াছে।

করবী পার্শ্বের ঘরে সন্দীপের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে। ক্ষণিকার উপর সে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছে। কারণ সে তাহার দাদার কাণে নানারকম কথা শুনাইয়া তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে চায়।

—আঠারো—

রবিবার। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে পিচঢালা রাস্তা গরম হইয়া উঠিয়াছে। একটুও বাতাস নাই। ছন্দা অন্যান্য দিনের মত এদিন 'ছয়টার ট্রিপে' সিনেমা না দেখিতে গিয়া তিনটার ট্রিপে যাইবে ঠিক করিয়া বাসা হইতে বাহির হইয়াছে। বিচিত্রায় নূতন বাংলা চিত্র 'এই তো প্রেম' চলিতেছে—প্রত্যেক ট্রিপেই ভিড়। এই চিত্রের নব আকর্ষণ নাগরিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য আনিয়াছে। ছন্দা নিজের মনে বলে—'যাচ্ছি বটে, সিট্ পাবো তো?—'

বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শ্যামবাজারের দিক হইতে একখানি বাস আসিয়া থামিল। ছন্দা বাসে উঠিয়া লেডিজ সিটে বসিতে গিয়া দেখিল পরিচিত মুখ—টাঙ্গাইলের রাধারমণ বাবু সস্ত্রীক বসিয়া রহিয়াছেন। ছন্দার বাপের বাড়ীর কাছাকাছি জায়গায়

ইঁহাদের বাড়ী—এক পাড়া বলিলেই চলে। রাধারমণ বাবু ছন্দার পিতার বিশেষ বন্ধু এবং প্রসিদ্ধ উকীল। হঠাৎ ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে খুব খুসী হইল না, তবু পিত্রালয়ের খবর জানিবার জন্য উৎসুক হইল। দুই চারিজন ছন্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে ভ্রূক্ষেপ করিল না।

বাসে সব কথা হওয়া সম্ভব নয়। দুই একটি কথা হইল। রাধারমণ বাবুর স্ত্রীর পার্শ্বে ছন্দা বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?—'

রাধারমণ বাবুর স্ত্রী শুভদা বলিলেন—'বায়স্কোপে—'

'—কোথায় ?—'

'—বিচিত্রায়—'

একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিল—'বিচিত্রায় ! তা বেশ আমিও যাচ্ছি সেখানে—'

শুভদা বলিলেন—'বেশ হবে, এক সঙ্গে দেখা যাবে—'

ইতিপূর্ব্বে সিনেমায় যাওয়া ছন্দার বিশেষ অভ্যাস ছিলনা, মধ্যে মধ্যে যাইত, তাহাও দুই চারি মাস অন্তর। কয়েক দিন পর পর যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বোধ হয় মনের আকাশে যে অন্ধকার ঘনীভূত তাহাই অপসারিত করিবার জন্য। নিবারণই ইহার জন্য দায়ী—এই একটি মানুষ যাহাকে সে বিশ্বাস করে না, অথচ এড়াইতেও পারে না। নিবারণের সহিত সংস্পর্শ ত্যাগ করিবার জন্য সে ব্যগ্র।

নিবারণ প্রত্যহ আসিয়া ফিরিয়া যায়, ছন্দার সহিত দেখা হয় না। সময় নাই, অসময় নাই তাহার মোটর আসিয়া ছন্দার বাসার কাছে উপস্থিত হয়। বাড়ী নাই শুনিয়া নিবারণ ফিরিয়া যায়। তাহার মনে প্রশ্ন ওঠে—বাস্তবিক কি ছন্দা নাই !

চিত্রগৃহে প্রথম শ্রেণীর সিটে গিয়া বসিতে হইল। অন্যান্য শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। রাধারমণবাবু নিজেই তিনখানি টিকিট ক্রয় করিলেন,—ছন্দা টাকা দিতে গেল। বলিলেন—'সে কি হয়, তুমি আমার মেয়ের মত—'

এ কথার পর কোন কথা বলা চলে না। রাধারমণবাবু মধ্যের সিটে বসিলেন, এক পার্শ্বে শুভদা, অন্য পার্শ্বে ছন্দা। আরম্ভ হইতে পনরো মিনিট দেরী আছে। একথা সেকথা চলিবার পর টাঙ্গাইলের কথা উঠিল। তাহার শেফাদির সন্তানাদি হইল কিনা, রঞ্জিতদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে কিনা—এই সকল কথা। বলাবাহুল্য তাহার শেফাদি ও রঞ্জিতদা রাধারমণবাবুর মেয়ে ও ছেলে। শেফাদির স্বামী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, রঞ্জিতদা অবিবাহিত। রাধারমণবাবু বলিলেন—'বিয়ে না দিয়ে বিলাতে পাঠানো ভুল হয়েছে, মেম না বিয়ে করে আনে—'

ছন্দা বলিল—'রঞ্জিতদা তো সে রকম নয়—'

'—ও কথা বলো না ছনু, মানুষ কখন কিরকম হয়ে যায় বলা শক্ত, তোমাকেও তো আমরা আগে দেখেছি, এখন আবার দেখ্ছি— কি বিরাট পরিবর্ত্তন! পারু তোমাকে নিয়ে চলে এলো, জানিনে কি কারণে তোমার সঙ্গে সে তফাৎ হয়ে গেল, আজ দেখ্ছি সে দেশ বিদেশে নাম করেছে, আজ্কের কাগজেও তার ফটো দেখ্লাম—আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনের জন্যে রেঙ্গুনে সে বক্তৃতা দিয়েছে, এর পূর্ব্বে কিছুদিন অন্তর পড়্ছিলাম ঐ ফৌজের রিলিফ কাজ আরম্ভ করেছে—হ্যাঁ একটা ছেলে বটে?—'

'—আর সে যে আমাকে পথে বসিয়ে চলে গেছে—'

'—ভাখো মা, রাগ কর্নো না—বয়সের দোষে যে সব কাজ ছেলে

মেয়েরা ঝোঁকের মাথায় করে, তার পরিণাম কোন দিন শুভ হয় না। আমি জানি অনেক ছেলে মেয়ে তোমাদের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, শেষে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—কেউ সুখী হয় নি—আমারও তো বয়স কম হোলোনা। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি, আর তুমি অনুভব করছ নিজের জীবনের দুর্দ্দশা হোতে—'

'—এর কি কোন প্রতীকার নেই কাকাবাবু! একটা ভুল যদি হয়ে থাকে তার কি ক্ষমা নেই? সে ভুল শুধরে নিতে পারেন তো আপনারা—'

'—জানো মা, তোমার বাবা সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সন্তান, অবশ্য, ব্রাহ্মণ সন্তানের সঙ্গে চলে এসেছ। উভয়ে স্বগোত্র—বিয়ে হোতে পারেনা। হোতে পারলে আমরাই তোমার বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তোমাদের দুই হাত এক করে দিতে পারতাম—তোমার বাবা, শুধু তোমার বাবা কেন, মা পর্য্যন্ত চটে গেছেন—পাড়ার লোকগুলোকে চেনো তো? সামাজিক রাজনীতি লঙ্ঘন করা যায় না।—'

ছন্দার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইল। শুভদা বলিলেন—'ছিঃ কাঁদে কি—'

ছন্দা অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল—'ক্ষমাও এত দুর্লভ! আমি মেয়ে মানুষ কিনা? পুরুষ হলে সাতখুন মাফ হোতো—তা না হলে ঐ লম্পটের বর্ম্মার কথা নিয়ে আমার কাছে প্রশংসা করছেন—আপনি জানেন? কি সর্ব্বনাশই না সে আমার করে গেছে!—আজ তার দেশজোড়া নাম—পোড়া কপাল এ নামের—জানিনে এর মত কত শত লম্পট এম্নি নামজাদা হয়েছে—'

এমন সময়ে পাশাপাশি সিট গুলিতে দর্শকগণ বসিতে আরম্ভ করিল। একথা চাপা দিয়া তিনজন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

'এই তো প্রেম' চলচ্চিত্র আরম্ভ হইল।

ছবি দেখিতে দেখিতে ছন্দা তাহার জীবনের বিগত ঘটনা গুলির ছায়া দেখিতেছিল। বিস্মিত হইয়া নিজের মনে বলিল—'একি ? একে আমাকেই অবলম্বন করে কথা ও কাহিনী রচিত হয়েছে!—'

গান শুনিতে শুনিতে সে ভাবে তাহার মর্ম্ম বেদনা সুরে ও বাণীতে মুখরিত হইল কিরূপে ?

কিছুক্ষণের পর বিরাম সময় আসিল। অনেকে বাহিরে চলিয়া গেল—সোডা লিমনেড, চা, চানাচুর, আইসক্রিম, পান সিগারেট লইয়া ভেণ্ডারগণ হাঁকিতে থাকে। রাধারমণবাবু নিজের জন্য এবং ইহাদের দুইজনের জন্য আইসক্রিম লইলেন। বিশেষ কোন কথা হইল না। তারপর ছবিখানি নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া পরিণতির পথে আসিল।

শুভদাকে লক্ষ্য করিয়া রাধারমণবাবু বলিলেন—'প্রেমের বাস্তবিকই এই পরিণাম, ঝড়ের পাখীর মত নায়ক নায়িকার অবস্থা দেখ্‌ছ তো ? বাসা বাঁধ্‌তে পার্‌ছে না—খুব রিয়ালিষ্টিক হয়েছে—প্রেমের ফুল ধূলোয় লুটিয়ে পড়্‌ছে—'

শুভদা বলিলেন—'জীবনে যে প্রভা বাসুদেবকে সর্ব্বহারা কর্‌লে সে কেমন করে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখে এম্নি করে নিজেকে নিঃশেষে দান কর্‌তে পারে ?—'

চিত্রের যবনিকা পতন হইল। ছন্দা কোন কথা বলিল না।

বাহিরে আসিয়া রাধারমণ বাবুকে বলিল—'তা হোলে এ জীবনে বানের জলে ভেসে যাওয়া খড় কুটোর মত হয়ে থাক্‌বো ? আমাকে ঘরে নিতে এত আপত্তি ? মনু তো নারীকে ত্যাগ কর্‌তে বলেন নি ?'

'—মা এদেশে মনুর স্মৃতি চলে না, যা রঘুনন্দন বলে গেছেন তার

ওপর কথাটি বল্‌বার জো নেই—'

সজোরে ছন্দা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সে বুঝিল টাঙ্গাইলের আশা ত্যাগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দুই একটি কথা বলিয়া রাধারমণবাবু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—'গ্রাজুয়েট মেয়ে, চাকুরী নিয়ে বেশ positionএর উপর তো থাক্‌তে পারো?—'

'—সংসারী হবার কত সাধ ছিল—'

আর বলিতে পারিল না। রাস্তায় আসিয়া তিনজনেই বাসে উঠিল। ছন্দা বাসার কাছে নামিবার সময় তাঁহাদিগকে তাহার বাসায় লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিল, নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়া তাঁহারা তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। ছন্দার অভিমান হইল। নিজের মনে বলিল—'আমি আর সে ছন্দা নই—সে ছন্দা মরে গেছে—হ্যাঁ—পরাগই সমাজের চক্ষে মস্ত বড়ো, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—নীচ—ঘৃণ্য—

বাসার কাছে আসিয়াছে এমন সময় নিবারণ গাড়ি হইতে নামিল।

পরস্পর সম্মুখীন হওয়াতে ছন্দা নিবারণকে বলিল—'কি খবর, হঠাৎ?—'

নিবারণ হাসিয়া বলিল—'খবর আছে বৈকি, তা না হলে রোজ আসি যাই—'

বিদ্যুৎপ্রবাহের মত কথা কয়টী ছন্দার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। কোন কথা না বলিয়া নিবারণকে লইয়া উপরে উঠিতে থাকে। সিঁড়ির কয়েকটী ধাপ উঠিবার পর নিবারণ বলিল—'এই হেলিওট্রোপ শাড়ীখানা পরলে তোমাকে সুন্দর দেখায়, পোষাকের ষ্টাইল বেশ—

একে সুন্দরী তার ওপর এই বেশ দেখে দেবতাদের মন টলে যায়, মানুষ কোন্ ছার—'

এ কথায় ছন্দা একটু আনন্দ বোধ করিল। মধুর বাক্যে মন ভিজাইয়া দিল। বাহিরে সে কোন চাঞ্চল্য বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল না। অন্তরে অনুভব করিল নিবারণ তাহার উপর অনুরক্ত।

নিবারণ ইজিচেয়ারে বসিয়া ছন্দার মন পাইবার জন্য নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গীর সহিত কথা বলিতে থাকে কিন্তু যে কথা বলিবার জন্য মন উস্‌খুস্ করিতেছিল সে কথা বলিতে গিয়াও সাহসী হয় না। সন্ধ্যা হওয়াতে ছন্দা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সুইচ টিপিল—আলো জ্বলিল।

ছন্দা বলিল—'এ ফুলে ও ফুলে ভোম্‌রার মত না বসে, বিয়ে টিয়ে করে সংসারী হোলে পারো—'

নিবারণ হাসিল। বলিল—'ভোম্‌রা যে কেন এ ফুলে ও ফুলে বসে সে জানে, বিভিন্ন ফুলের মধুর আস্বাদন পায় বলেই তো ?—'

একথায় ছন্দার মনটা ভার হইল।

ছন্দা বলিল—'তোমাকে বুঝতে বাকী নেই—'

নিবারণ প্রফুল্লতার সহিত বলিল—'আমাকে কিছুমাত্র বোঝোনি, তা যতই তর্কের সূত্র বের করো না কেন—'

—'না বুঝলে আর বল্‌ছি—'

প্রবল আবেগ দমন করিয়া বলিল—'কি বুঝেছ ?—'

'—ভেবে দেখো—'

'—আমি ভেবে দেখ্‌ছি তোমার ফুলের মধু খেতে গিয়ে তা'তে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে—'

বাধা দিয়া ছন্দা বলিল—'এগুলো বুঝি বলা তোমাদের জাতের স্বভাব মন টলিয়ে দেবার জন্যে—'

'—যাই বলো না কেন, রাগ করবো না, মোটের ওপর এইটুকু জেনো ভুল বলায় আর বোঝায় ভালবাসা নষ্ট হয়ে যায়—'

ছন্দা বিস্মিত দৃষ্টিতে বলিল—'কি ভুল বলেছি ?—'

'—তা হোলে তর্ক করে বুঝাতে হয়, যে কাজ তুমি করবে আমার কথায়, আগেই 'না' বলে বসো—কেন বলো তো ? তোমাদের নারী জাতিটারই এমনি স্বভাব—তবে মেয়েমানুষ না, না বার ছ'চার বললে বোঝা যায় যে হ্যাঁ, হ্যাঁ করবার দিকে ঝুঁকে আছে—তখন আর ভয় থাকে না—প্রেম করা যায়—'

এবার ছন্দা হাসি চাপিতে পারিল না।

বলিল—'যাও ভারি দুষ্টু—'

নিবারণ বলিতে থাকে—'এতদিন নিজের মনের একটা তৃপ্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—'

কথায় বাধা দিয়া ছন্দা বলিল—'পেয়েছ কি ?'

উদাসীর ভাব দেখাইয়া উত্তর দিল—নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি নে—'

'—এইটুকু যদি বুঝতে না পারো তো লোক চরিয়ে খাও কি করে ?—'

'—তা বটে—'এই কথা বলিয়া নিবারণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিল। এ হাসির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ছন্দা সম্পূর্ণভাবে হাসিতে যোগদান করিতে পারিল না। নিবারণের ঘোরালো প্যাচালো কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সে নিজেকে ঠিক রাখিতে অসমর্থ হইল। সাময়িকতা নারী হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে যত বেশী, এতটা বোধহয় পুরুষের উপর করে না, ছন্দাকে দেখিয়া একথা স্পষ্ট হইয়া উঠে। নিবারণকে সাময়িক ভাবে সে পাইয়া মোটেই অপ্রফুল্ল নয়। প্রবাদ

আছে ভরা নদী আর পূর্ণ যুবতীর গতি, প্রকৃতি বুঝা যায় না। কিছুক্ষণ পরে ছন্দা অন্যরূপ ধারণ করিয়া নিবারণের সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করে। সিনেমার কথা ওঠে। ছন্দা আপত্তি জানায়। সে নিবারণকে বুঝিতে চায় এবং তাহার মন খেলাইবার জন্য বলে—'আমার আর ষ্টুডিওতে যাবার বাসনা নেই, সখ মিটেছে—'

'—এ সব অভিমানের কথা শুনিও না, সত্যি ভালো পার্ট দেবো—'

'—আর কাজ নেই, অন্য মেয়েদের দাও গে, যারা কোন বিষয়ে তোমাকে অতৃপ্ত হ'তে দেবে না—'

শেষে নিজের মনে বলিতে থাকে—'এম্নি করেই আমাকে ভোলাতে চাও কেমন ?—'

নিবারণ একটু চুপ করিয়া বলিল—'আচ্ছা দেখো, এক কাজ করা যাক্ এবার যে বই হবে সেই বইতে তুমি হবে নায়িকা আর আমি হব নায়ক—'

কালো উজ্জ্বল চোখ দুইটি সতৃষ্ণভাবে ছন্দার মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার উত্তর শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ছন্দা কোন কথা বলিল না। নিজের মনে বলে—'হ্যাংলা পুরুষ, মতির স্থিরতা নেই—'

নিবারণ বলিল—'আমার আচরণ এতদিন একটু অবিবেচকের মত হয়েছে সত্যি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি—আমি তোমাকে ভালোবাসি, প্রাণভরে ভালোবাসি, তোমার মত সুদর্শনা গুণসম্পন্না তন্বী নারী চিত্র জগতে নেই বল্লেই চলে, এতদিন নায়িকার ভূমিকা দিইনি তার কারণ হচ্ছে তুমি ফিল্মে একেবারে নতুন, শেষে সব দিক যদি বজায় না থাকে—'

নারীকে সহজে করায়ত্ত করিবার কৌশল যাহারা জানে তাহাদের কথাবার্তা এবং চালচলনে এমন একটা ব্যঞ্জনা থাকে তাহাতে নারী

উদ্দীপিত হয়—মোহাবিষ্ট হইয়া পুরুষের সর্ব্বপ্রকার খুঁটিনাটি দোষত্রুটি ভরা বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রেম জাগিতে থাকে। নিবারণের মধ্যে লাম্পট্যের ছাপ যতটা আছে ততটা পরিমাণে প্রেমিকের ছাপ নাই। প্রেমিক পুরুষের যেমন কথায় কতকগুলি ইঙ্গিত থাকে এবং তাহার চোখে কতকগুলি ভাবের অভিব্যক্তি রসকে রূপে আনে, প্রেমে-পড়া মেয়েরও তেমনই কথার মাত্রায় হেঁয়ালি থাকে, মনকে নানা বর্ণ দিয়া ভঙ্গী দিয়া পুরুষের কাছে আনিয়া দেয়—প্রেমে পড়িয়াছে কিনা রসজ্ঞ পুরুষের কাজ ধরিয়া লওয়া—যেখানে ধরিতে ভুল হয় সেখানে বিভ্রাট ঘটে। পুরুষের রসইঙ্গিতবোধের অভাব দেখিয়া প্রেমিকা বুকের কাঁচুলির উপর আবরণ টানিয়া দিয়া অস্থিরতা অনুভব করে।

যেখানে লাম্পট্য নারীকে জয় করিতে চায় সেখানে জয়ের আশা বৃথা—নিবারণ ছন্দাকে কোন ভাবেই বুঝাইতে পারে নাই যে তাহার প্রেমে পড়িয়াছে। সাময়িক উত্তেজনায় ছন্দা নিবারণের সহিত যৌবনচাপল্য দেখাইলেও নিবারণকে হৃদয়ে সম্পূর্ণ ভাবে লইতে পারে নাই। নিবারণের লাম্পট্য জনিত উত্তেজিত হাবভাব ছন্দার চোখে ভালো বোধ হয় না। তবুও সে নিবারণকে কাছে পাইলে মনোহর বৈচিত্র্যে রসালাপ ও যৌন আবেগ দিয়া শেষে নিবারণের পরিতৃপ্তির অবকাশ দেয় না।

তৃপ্তি পাইবার জন্য তৃষ্ণার্ত্ত নিবারণ বারে বারে লাম্পট্যের অনুরাগে ছন্দাকে ধরে—সে আপত্তি করে না।

ধরা দিয়াও শেষে কি অদ্ভুত ভাবেই না যাদুকরের মত নিবারণকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া নিজেকে আড়াল করিয়া ফেলে। নিবারণ যখন বুঝিতে পারে, ছন্দার উপর ক্ষুণ্ণ হয় কিন্তু রূপ যৌবনের এমনই মাদকতা,

ছন্দাকে আবার ধরিতে অগ্রসর হয়। ছন্দার মনের গতি বুঝিতে না পারায় সম্ভবতঃ নিবারণ এতদিন ছন্দাকে নায়িকার ভূমিকা দিয়া চিত্র জগতে যশস্বিনী করিবার পথ রচনা করে নাই।

ছন্দার রূপ বিহ্বল নিবারণ তাহাকে নায়িকার অংশ দিবে বলায় সে যেন সে কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না।

কথা বলিতে বলিতে নিবারণ ছন্দার পিঠের উপর হাত লইয়া গিয়া তাহাকে স্তুতিবাদ জানাইল। ছন্দা আপত্তি করিল না।

খেলার পুতুল লইয়া যেমন ছেলেরা নাড়াচাড়া করে ছন্দাকে লইয়া সেরূপ ভাব নিবারণ দেখাইল। ছন্দা রসস্ফূর্তি ও যৌবনের সুখানুভূতি পাইল। কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিল না।

ছন্দার এরূপ নিস্ক্রিয়তার জন্য নিবারণ ক্ষুব্ধ হইল—ভাবিল রীতিমত আয়ত্ত করিয়াও ছন্দার আবেগ দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

তবে কি সে চায় না? আগাগোড়া নিজেকে ফেলিয়া রাখিয়াছে বাস্তবের জড়পিণ্ডের মত। উহারই যদি আবেগ, উত্তেজনা বা রস প্রবাহ না থাকে তবে সঙ্গযোজনায় জৈব প্রবৃত্তি পূর্ণতা পাইতে কোন অসুবিধা দেখা যাইতেছে না, প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে—এরূপ ভাবে সুন্দরীর সঙ্গ-সুধারস পান করিয়াই বা অতৃপ্তি কোথায়? রাত্রি হইয়া আসিল, নিবারণ বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ছন্দা বিদায় দিবার সময় তাহাকে আসিবার কথা বলিল না।

বিদায়ের সময় আবার নিবারণ বলিল—'কাল এসে ষ্টুডিওতে নিয়ে যাবো—'

'—এখন কিছুদিন থাক্, পরে হবে—'

'—নায়িকার পার্ট নেবে না?—'

'—সে বই তো এখন ধর্‌ছো না, যখন ধর্‌বে তখন দেখা যাবে—'

—ও বুঝেছি আমাকে আর বুঝি তোমার ভালো লাগ্‌ছে না—'

'—কবে লেগেছে বল্‌তে পারো ?—'

'—তবে এতদিন আমাকে—'

কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে ছন্দা বলিল—'আমার রূপ যৌবনের আগুনে তোমার লাম্পট্যকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে, তোমাকে পাগল করে তুল্‌বার জন্যে জ্বল্‌ছে—আগুনে এসে পতঙ্গের মত পড়েছ, আপত্তি করিনি, আগুন ছুঁয়েছ আর জ্বলেছ, আমি জ্বলিনি, যদি প্রেমে পড়্‌তাম তা হলে জ্বলে আমিও মর্‌তাম—এক টুক্‌রো মাংস মুখে করে কুকুর যেমন হয় তুমি তেম্নি হয়েছ, এর বেশী নয়—ভালোবাসার আর্ট আছে, তাও জানো না, এদিকে ফিল্ম ডিরেক্টর—নারী চরিয়ে খাও—কেমন ? যারা তোমার কাছে অনুগত হয়ে পড়ে তারা পয়সার জন্যে মাত্র—পয়সা প্রেম দিতে পারেনা—আমাকে ষ্টুডিয়োতে নিয়ে গেছ, স্যুটিংএ নিয়ে গেছ, সেখানে যেটুকু আনন্দ আমার কাছ থেকে পেয়েছ, সেও আমার অভিনয়—ভোজ বাজির খেলা, বুঝলে বন্ধু—'

ছন্দার উগ্র কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া যে অপ্রিয় সত্য বাহির হইল তাহাই নিবারণের অন্তরে তীব্র আঘাত করিল। নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া মোটরে উঠিল। ছন্দার দিকে অন্য দিনের মত ফিরিয়া চাহিল না।

—উনিশ—

সায়াহ্ন। পশ্চিমের জানালা দিয়া দ্বিতল কক্ষে পড়ন্ত রৌদ্র উঁকি মারিতেছে। সূর্য্যাস্তের বেশী বিলম্ব নাই। ছয়টা বাজিল। 'স্বরাজে'র রবিবাসরীয় সাহিত্য, বিভাগের উপযোগী যে সকল প্রবন্ধ-গল্প ও কবিতা আসিয়াছে, সেগুলি সন্দীপ নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী সহকর্ম্মীরা কেহ লিখিতেছে, কেহবা গল্প করিতেছে। বার্ত্তা-সম্পাদক বিনয়েন্দ্রবাবু আসিয়া সন্দীপকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নিত্যই কোন না কোন দোষ ত্রুটি দেখাইয়া তিনি তাহাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া যান, সে নীরবে সহ্য করে। নিজের মনে বলে—'আজ যদি আমার কিছু অর্থসংস্থান থাক্‌তো, তাহলে কি এই সব অপ্রিয় কথা শুনি—'নিজেকে প্রবোধ দিতে থাকে এই বলিয়া যে বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে সে আসিতে পারিয়াছে, জনগণের শ্রদ্ধা পাইতেছে এবং যে সকল সভায় সভাপতিত্ব করে সেগুলির বিশদ বিবরণ ও তাহার দীর্ঘ অভিভাষণ বাহির হইতেছে। আত্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার দিক দিয়া এইটুকুই সান্ত্বনা। নিছক কবি ও সাহিত্যিক হইলে পৌনঃ পুনিক সভাপতিত্ব করিবার আমন্ত্রণ বা সুযোগ লাভ হয় না—সাংবাদিক হইলে সভাপতিত্ব করিবার, সভা উদ্বোধন করিবার বা সভায় সম্মানিত অতিথি হইবার পথ সর্ব্বদাই যুক্ত। চাকুরি ছাড়িয়া অর্থাভাব তো হইবেই, দশজনের একজন হইয়া থাকা যাইবে না। সুতরাং বিনয়েন্দ্রবাবু যাহাই বলুন না কেন, সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে।

সন্দীপ বিনয়েন্দ্রবাবুকে বলিল—'স্যার, এবার আর ভুল হবে না—'

বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন—'একথা তো রোজই শুনছি, আপনি তো কাগজের মূল সুর ধরতে পারছেন না, কংগ্রেসের লক্ষ্য বুঝতে গিয়ে

কমিউনিষ্টের ঢাক পিটিয়ে শেষে জগা খিচুড়ী করে ফেলেন,—পাকিস্থান এনে এমন হুটো চটো কাণ্ড করেন যে আমার রোজগারের পথ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়—এসব ঠিক হচ্ছে না, পরিচালনা-বিভাগকে কি কৈফিয়ৎ দেবো বলুন তো? আপনার পক্ষে কবিতা লেখাই ভালো—নেহাৎ সম্পাদকের লোক বলে এখনো টিঁকে আছেন—' তিনি ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া চড়া পর্দ্দায় বলিতে বলিতে একটি বর্ম্মা চুরুট ধরাইতে থাকেন।

সহকর্ম্মীদের মধ্যে কথা হয়—'আরে বাপু একাজ কি এত সহজ?'

ট্রামের ভিড়ে নারী পুরুষের ভেতর জনৈক মহিলার রোমান্টিকতার বাস্তব চিত্রপূর্ণ অভিযোগ, তদুত্তরে প্রতিবাদ স্বরূপ কতিপয় পুরুষের তীব্র মন্তব্য চিঠিপত্র-বিভাগে প্রকাশিত হওয়ায় বিনয়েন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিতে থাকেন—'এসব ছাপিয়ে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন, আপনার কি ভদ্রতা ও শ্লীলতার জ্ঞান নেই?—কোন্ মেয়ের উন্নতবুক আর প্রশস্ত নিতম্ব পুরুষের চাপে পড়েছে তার অভিযোগ, কোন্ তরুণীর যৌবন পীড়িত হয়েছে পুরুষের ঠেলাঠেলিতে, কার যৌন শিহরণ হোলো, কে হঠাৎ রোমান্সের আমেজ পেলো, পাঠক মহলে এই সকল কথা প্রচারের জন্যে 'স্বরাজের' আবির্ভাব নয়—আমাদের এখন স্বাধীনতার দিকে লক্ষ্য, কামায়ন-সাহিত্য বা সংবাদ এ কাগজে চলবে না—'

পার্শ্ববর্ত্তী সহকর্ম্মীগণ হাসিতে লাগিল।

সন্দীপ মুখখানি ম্লান করিয়া বলিল—'এবার থেকে সাবধান হবো স্যার—'

বিনয়েন্দ্রবাবু নিজের মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন। মর্ম্মাহত সন্দীপ রবিবাসরীয় বিভাগের ফাইল খুলিয়া প্রবন্ধ পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে একটি চাপরাসি আসিয়া সেলাম করিয়া একখানি খামে আঁটা চিঠি দিল। সন্দীপ তাহা খুলিয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা ছিল—

সবিনয় নিবেদন,

বর্ত্তমান যুগের আপনি একজন স্বনামধন্য বিশিষ্ট কবি—আপনার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য আজও পর্য্যন্ত হয়নি, আপনার সহিত কথা আছে। পত্রবাহকের সহিত একবার যদি এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যান তো বড়ই অনুগৃহীত হবো। পর পর কয়েক সংখ্যায় আমার মত নবীন লেখিকার কবিতা আপনাদের কাগজে স্থান পাবে এরূপ আশা করিনি। আপনার একান্ত অনুগ্রহে আমার কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ইতি

ভবদীয় কাব্যমুগ্ধ
বিপাশা মহলনবিশ।

পত্রখানি পড়া শেষ হইতে না হইতে চাপরাসি বলিল—'আমার সঙ্গে আসুন, মাইজি বাইরে অপেক্ষা করছেন—'

সন্দীপ তাহার সহিত সিঁড়ি দিয়া নীচে চলিয়া গেল। রাস্তা দিয়া একটুখানি গিয়া গলির মোড়ের কাছে একখানি বিউইক মোটরে একটি পরমা সুন্দরী ভদ্রমহিলাকে দেখিতে পাইল। সিঁথিতে সিঁদুর এবং ললাটে সিঁদুরের টিপ দেখিয়া বুঝিল বিবাহিতা রমণী।

সন্দীপকে দেখিতে পাইয়া মোটরের দরজা খুলিয়া বাহির হইল এবং নমস্কার জানাইয়া বলিল—'আজ আমার সুপ্রভাত, আপনাকে দেখ্‌তে এলাম,—কত কবিতাই যে আপনার পড়েছি—'

সন্দীপ বলিল—'আপনিও বেশ লিখ্‌ছেন—আপনার হাত বড় মিঠে—'

'—আপনাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই এখন,—সময় হবে ?—'

'—কাজ একটু বাকী আছে, অন্যদিন গেলে হবে না ?—সময় হওয়াই তো মুস্কিল—'

বিপাশার উৎসাহ হ্রাস পাইল। বলিল—'একটু সময় করে নিন না—'

'—কাগজের অফিস বুঝ্ছেন তো—'

বিপাশা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সন্দীপকে সেই কথাই বলিতে চায়। সন্দীপ একটু ভাবিয়া বলিল—'আচ্ছা চলুন—আপনার ওখান থেকেই ঘুরে আসি—'

ড্রাইভারের পার্শ্বে বসিবার জন্য সন্দীপ অগ্রসর হইলে বিপাশা বলিল—'সেকি হয়, আমার পাশে বসুন—ওখানে চাপরাসি বসবে—'

মোটরে দুজনে আধুনিক সাহিত্য ও কাব্য আলোচনা করিতে করিতে চলিল—মোটর বিপাশার বালিগঞ্জের বাড়ীর দিকে ছুটিতে থাকে।

সাংবাদিক হওয়াতে নিজস্বভাবমণ্ডলে কাব্যের সাধনায় একাগ্রতা আনিতে পারিতেছে না এই কথা সন্দীপের মুখে শুনিয়া বিপাশা সহানুভূতি জানায় এবং বলে—'কবির পক্ষে দারিদ্র্য একটা বড় অভিশাপ।'

মেসে এবং সংবাদপত্রের দপ্তরে সন্দীপের অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে. মেসে নিকৃষ্ট আহার্য্যের পরিবর্ত্তন হয় নাই। 'বারোয়ারী' দাদা কিছুদিন পূর্ব্বে কলহ বিবাদের মধ্যে মেস ত্যাগ করিবেন বলিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা করেন নাই। 'ময়ণে'র মা মেস ছাড়িয়া চলিয়া যায় নাই, দল পাকাইয়া রমণীর আস্ফালন নিষ্ক্রিয়তায় পরিণত হইয়াছে। পরবর্ত্তী মাসে রমণীর হাতে মেসের

পরিচালনার ভার দেওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সন্দীপ প্রত্যেকটি লক্ষ্য করিয়া বুঝিল মেসের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইবে না—অশান্তি অসুবিধা ভোগ করা ব্যতীত কোন উপায় নাই। ঠিক এই সময়ে বিপাশার সহিত আকস্মিক পরিচয় যেন একটা দৈবলব্ধ ঘটনা। মোটরে যাইতে যাইতে বিপাশার সহিত কথার ফাঁকে ফাঁকে একথাই তাহার মনে উদয় হইতেছিল। বালিগঞ্জে জানি পার্কের উপর একটি প্রাসাদের সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল।

বিপাশা সন্দীপকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভিতরে সুন্দর একটি 'লন'।

এদিকে 'স্বরাজ' পত্রিকা অফিসে সন্দীপকে লইয়া আলোচনা চলিতে থাকে!

বার্ত্তা-সম্পাদক আসিয়া সম্পাদকের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলেন—'দেখুন ফণিবাবু! আপনার নিযুক্ত লোক বলে এতদিন ক্ষমা করে আস্‌ছি, সন্দীপবাবুর যেমন উড়ু উড়ু মন, তেমনি নিজেও কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত। তিনি আজ বিকেলে এসে একটু পায়ের ধূলো দিয়েই না জানিয়ে চলে গেছেন, হয়তো ফির্‌বেন না—এতে কি কাজ হয়?—তারপর সংবাদ সাজানোর ব্যাপার তো আপনাকে আগেই বলেছি, মুখ দেখাবার উপায় নেই—'

ফণিবাবু বলিলেন—'আপনার কোন নিজের লোক নিযুক্ত কর্‌বার ইচ্ছে আছে কি?'

বিস্ময়ের সহিত বিনয়েন্দ্রবাবু বলিলেন—'একথা বল্‌ছেন কেন?—'

'—বল্‌ছি এই জন্যে তা যদি উদ্দেশ্য থাকে তা হলে সন্দীপবাবুর দোষ তিলে তিলে তাল হয়ে উঠ্‌বে! যতক্ষণ না তাকে চাকুরীচ্যুত

বরখাস্ত করা যায় ততক্ষণ আপনার মনেও শান্তি আসবে না—'এই কথা বলিয়া ফণিবাবু কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ রাশভারি লোকের সহিত বাগ্ বিতণ্ডা করিতে অনেকেই ভয় পায়।

বিনয়েন্দ্রবাবু বাগ্ বিতণ্ডায় বেশী দূর অগ্রসর না হইয়া গম্ভীর হইয়া নিজের জায়গায় আসিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। সন্দীপের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া কিছুই সুবিধা হইবে না ইহাই তাঁহার ধারণা হইল।

সন্দীপকে 'স্বরাজ' সম্পাদক ফণিবাবু ভালবাসেন। তাহার কবিত্ব শক্তি দেখিয়া কিছুকাল পূর্ব্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শৈলেন যেদিন তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়, সে দিন তিনি ইহাকে এবং ইহার কাব্যকে সমাদর করিয়াছিলেন। শৈলেন বলিয়াছিল—'ফণিদা! সন্দীপকে একটু দেখ্‌বেন, বেচারা বড় বেকায়দায় আছে—আপনাদের কাগজে যদি সুবিধে হয় ঢুকিয়ে নেবেন—'

ফণিবাবু বলিয়াছিলেন—'আচ্ছা—'

তারপর শৈলেন বর্ম্মাযাত্রী হইল, সন্দীপ যাইতে পারিল না। সেই সময়ে ফণিবাবুর সহিত সন্দীপের দেখা আউটরাম ঘাটের নিকট। সন্দীপ তাঁহাকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি ভুলিলেন না এবং সুযোগ পাইয়া সন্দীপকে শেষে চাকুরী দিলেন। সন্দীপের বিরুদ্ধে বার্ত্তা-সম্পাদক বিনয়েন্দ্রবাবুর অভিযোগ শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইল।

দ্বিতলের সুরম্য কক্ষে সন্দীপকে বসাইয়া বিপাশা বলিল—'এ বাড়ীতে এখন একাই আছি, স্বামী যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর ছেলেটিকে একমাত্র অবলম্বন করে এখানে পড়ে আছি—'

সন্দীপ সাগ্রহে বলিল—'খোকা কই ?'

'—তাকে তার মামা এসে নিয়ে গেছে, আজ নাও আস্‌তে পারে—'

'—কত বড় হোলো ?—'

'—তা সাত বছর হবে—'

'—আপনার স্বামীর খবর পেয়েছেন ?—'

'—বহুকাল পূর্ব্বে সংবাদ আসে তিনি জাপানীদের হাতে বন্দী, কিছুদিন হোলো সংবাদ পেয়েছি আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল হয়ে যুদ্ধ করছিলেন এবং সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইম্‌ফালের পথ ধরে আসাম আক্রমণ করেছিলেন, এখন বর্ম্মায় সামরিক আদালতে তাঁদের বিচার হবে, জানিনা কি ভাগ্যে আছে !—'

'—কিরকমে সংবাদ পেলেন—'

'—আজাদ হিন্দ ফৌজ রিলিফ কমিটির রেঙ্গুন শাখা থেকে পরাগ হালদারের স্বাক্ষরিত একখানা চিঠিতে জান্‌তে পার্‌লাম। আমার যেতে পার্‌লে ভাল হয় অবশ্য বিচারের প্রায় একমাস দেরী আছে। কি করি কিছুই ঠিক করিতে পার্‌ছিনে। ভাই গভর্ণমেণ্টের বড় অফিসার, সে নিয়ে যেতে রাজী নয়। একাই বা কি করি, আর তো আমার কেউ নেই—কমিটিকে টাকাই পাঠাবো ভাবৃছি যাতে ভালো ব্যারিষ্টার দেওয়া যায়—'

'—আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেকেই তো মুক্তি পাচ্ছে—'

'এঁর ভাগ্যে কি হবে তা তো বলা যায় না—'

'—পরাগ হালদারকে আমি চিনি—

'—চেনেন ?—'বিপাশা বিস্ময়ের সহিত একথা বলিয়া সন্দীপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিরূপে পরাগের সহিত তাহার আলাপ হইল সে সম্বন্ধে সন্দীপ বলিতে লাগিল। এই সূত্রে ছন্দার কথা আসিয়া পড়িল।

বিপাশা কৌতূহলের সহিত আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিল—'আপনার

সংস্পর্শে এসেও ভালো হোতে পারলো না—হাজার হোক্ শিক্ষিতা মেয়ে—'

'—আমি তাকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি, তা সত্ত্বেও সে বুঝ্‌লোনা—তার বেপরোয়া মনোভাব দেখে আমাকে ছেড়ে আস্‌তে হোলো, কয়েক মাস ধরে মেসে আছি—'

'—তার কোন খবর রাখেন না ?—'

'—প্রয়োজন মনে করিনে—'

'—মেসে শুনেছি খাওয়া সুবিধে মত হয় না—'

'—কি করি বলুন, মেস ছাড়া অন্য উপায় নেই—'

'—আপনি আমার এখানে থাক্‌তে পারেন, কোন কষ্ট হবে না। আপনার সঙ্গে সাহিত্য কাব্য আলোচনার সুযোগও পাওয়া যাবে—'

'—আমার কোথাও থাক্‌তে আর ইচ্ছে হয় না, মেসই ভাল লাগে—'

'—সে হয় না, আমার কাছে থাকুন—'

বিপাশার বারম্বার অনুরোধে সন্দীপ কিছুক্ষণ ভাবিয়া শেষে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। হঠাৎ দেয়াল গাত্রে টাঙানো একখানি ফটোর দিকে সন্দীপের দৃষ্টি পড়িতেই বলিল—'ঐ ফটো কার ?—'

'আমার স্বামীর—'

সন্দীপ মনে মনে বলিল—হ্যাঁ, সুপুরুষ বটে, বীরত্ব ব্যঞ্জক মুখখানি, বলিষ্ঠ চেহারা। ফটোর কাছে দাঁড়াইয়া সন্দীপ পড়িল—লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল অমিয় মহলনবিশ।

কিছুক্ষণ পরে লুচি মাংস প্রভৃতি প্লেটে সাজাইয়া বামুন ঠাকুর টেবিলে রাখিল।

সন্দীপকে আহার করিবার জন্য বিপাশা বলিল। সন্দীপ উত্তরে বলিল—'এত সব কেন—'

'—এমন কিছুই নয়—'

সন্দীপ আহার করিতে লাগিল, বিপাশা পার্শ্বে বসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

'—বিরাট জমিদারী পরিচালনা আমার পক্ষে যে কি কষ্টসাধ্য হয়েছে, তা ভগবানই জানেন। ম্যানেজারের ওপর সব নির্ভর করে থাক্‌তে হয়, আমাকে তিনি ফাঁকি দিচ্ছেন কিনা তাও বুঝে উঠ্‌তে পারিনে—'

'—আপনাদের জমিদারী কোথায়?—'

'—রংপুরে, ম্যানেজার সেখানে থাকেন—মাঝে মাঝে এখানে আসেন, যা বুঝিয়ে যান, তাই বুঝেছি বলে ধরে নিতে হয়—'

'—আপনার স্বামী না এলে—'

কথাটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিপাশা বলিল—'একবার রেঙ্গুন যেতে পার্‌লে ভালো হয়, চলুন না কেন 'এয়ারে' ঘুরে আসি। আপনি সঙ্গে থাক্‌লে একটা ভরসা—'

'—যেতে অবশ্য আপত্তি নেই তবে কাগজের অফিসে কাজ করি বুঝ্‌ছেন তো—'

'—আপনি কয়েক দিনের জন্য ছুটি নেবেন, না দেয় চাকরী ছেড়ে দিয়ে আস্‌বেন, ওরা যে টাকা দেয় আমি আপনাকে সেই টাকা দেবো, আমার এষ্টেট পরিচালনা কর্‌বেন—'

একটু ভাবিয়া সন্দীপ বিপাশার কথায় আপত্তি করিল না।

আহারাদির পর সন্দীপ বিদায় লইতে উদ্যত হইল।

বিপাশা বলিল—'আমার এখানে কবে থেকে থাক্‌বেন—কালই চলে আসুন না?

সন্দীপ বলিল— 'আচ্ছা তাই হবে, বৈকালে আস্‌বো—'

সন্দীপকে লইয়া বিপাশা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল।

সোফেয়ার নীচে বেঞ্চির উপর বসিয়া ছিল।

বিপাশা বলিল—'মোটরে ষ্টার্ট দাও, বাবু যাবেন—'

সন্দীপ মোটরে উঠিল। পরস্পরের নমস্কার ও প্রতি-নমস্কারের পর মোটর চলিতে আরম্ভ করিল।

সন্দীপ মোটরে বসিয়া ভাবিতে থাকে তাহার জীবনের সম্বন্ধে। একদা ছন্দার আশ্রয় লাভ করিয়া সে তাহার সম্বলহীন জীবনে আশার আলোক দেখিয়াছিল। সে ছন্দাকে ভালবাসা দেখাইতে বা আনুগত্য জানাইতে কার্পণ্য করে নাই। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই ছন্দার সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে হইল। উচ্ছৃঙ্খলতা যৌবনের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলেও বিশৃঙ্খলতাই যে তাহার শোচনীয় পরিণতি ছন্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সেই কথাই যেন তাহার অন্তরে ফুটিয়া ওঠে। ছন্দার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া যখন সে আসিল তখন তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বিপাশার সহিত নব পরিচয়ে সে একটু বিস্মিত হইল এই জন্য যে তাহার সমস্ত ভার বহন করিতেও তরুণী অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রস্তুত হইয়াছেন। একটি জমিদার বধূর পক্ষে এরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করার ভিতর বৈশিষ্ট্য আছে—মনের কোণে বধূটীর মমত্ববোধের রূপ যেন আবিষ্কৃত হইল।

বিপাশার নিকট থাকিয়া আবার সে কিরূপ ব্যবহার পাইবে তাহা কে জানে! যাইতে যাইতে মনে হয় মেসে থাকিলেই ছিল ভালো, তবু আত্ম সঙ্কোচ হইত না। কথা দেওয়ার পর এখন আর পরিবর্ত্তন করা চলে না।

মোটর 'স্বরাজ' পত্রিকার অফিসের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সন্দীপ মোটর হইতে অবতরণ করিল।

—বিশ—

প্রতীক্ষার দিনগুলি অতিবাহিত হইল। মালবিকার 'ফ্লাটে' সন্দীপ আসিল না। করবী নৈরাশ্যের বেদনা লইয়া রহিল। সন্দীপের আশা ছাড়িয়া দিল। বিমর্ষ দিনের বিমুখতা লইয়া স্তব্ধতার মধ্যে অবগাহন করিল। মনে করিলে সে ভালবাসার সঙ্গী জুটাইতে পারিত, তাহা করে নাই। কলেজের ছাত্রীরা ছাত্রদের সহিত মেলামেশা ও ভাবের আদান প্রদান করিয়া যৌবন ধর্ম্মী মনকে আনন্দের ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙাইয়া তোলে, করবী তাহা করে না। সে যেন মধ্য যুগীয় ভিন্ন দেশের মেয়ে গাম্ভীর্য্যের আবরণে নিজেকে আবৃত করিয়াছে। সে যেন কাননের কুসুম এক প্রান্তে ফুটিয়া থাকিতে চায়।

মালবিকার 'ফ্লাটে' অবসর পাইলে করবী গিয়া বসে এবং গল্প গুজব করে। কথা প্রসঙ্গে মালবিকা বলে—'তুমি বিয়ে কর্‌বে না বলো যে, এর কি কোন মানে হয়?—'

করবী স্মিতকণ্ঠে উত্তর দেয়—'বিয়ে না কর্‌লে দোষ কি? আমার ভাল লাগে না। বরং দেশের জন্যে, মেয়েদের উন্নত শিক্ষার জন্যে যদি কিছু করা যায় তার চেয়ে আনন্দ আর কি হোতে পারে—বিয়ে করে সংসারী হওয়ার চেয়ে এসব কাজই আমার কাছে বড়ো—'

মালবিকা হাসিতে হাসিতে বলিল—'আচ্ছা, সন্দীপ এসে যদি তোমার গলায় মালা দেয় তখন কি কর্‌বে—'

'—দেখুন বউদি ভালো হচ্ছে না বল্‌ছি, ওরকম কর্‌লে আস্‌বো না—' বলিয়া করবী মুখ বাঁকাইয়া রহিল।

'—আমিও প্রেমে পড়েছিলাম কলেজে পড়্‌তে পড়্‌তে—ভারি পছন্দ কর্‌তাম তাকে, সেও কর্‌তো, তার সঙ্গে হলো না বিয়ে,—মা-বাবা

হোলো। এখন বিয়ে করে ঘর সংসারী হয়েছি—'

'—বিয়ে করে আপনি ভালো করেছেন। আপনারা লেখিকা, আপনাদের জীবন একটা স্থিতির মধ্যে আসা দরকার নতুবা চিন্তার স্ফূরণ হতে পারে না—আমার তো তা নয়! আমার মত ও পথ ভিন্ন —আমি চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি দেশের দুর্দ্দশা, তার জন্যে নিজের কিছু কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে—'

কথায় বাধা দিয়া মালবিকা বলিল—'তুমি কি কর্‌তে চাও?—'

'—অনুন্নত শ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রথমে বিদ্যালয় খুল্‌বো—বাংলার পল্লী অঞ্চলে আমাকে ফিরে যেতে হবে—'

'—টাকা কোথায় পাবে?—'

'—যেমন করে হোক্ সংগ্রহ কর্‌বো. চেষ্টা থাকে তো পথও বেরিয়ে পড়্‌বে—'

'—তোমার দাদার ইচ্ছে অধ্যাপিকা হও—'

'—তাহোলেও তো জীবন সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এসে দাঁড়াবে, কোন উচ্চস্তর আদর্শ-বিকাশের সম্ভাবনা হতে পার্‌বে না—আমি স্পষ্ট দেখ্‌ছি দেশের সুনীল আকাশের তলে জাতির স্বর্ণভবিষ্যৎ অপেক্ষা কর্‌ছে—এই হাড় পাঁজ্‌রা বেরোনো আধপেটা খাওয়া জাতি একদিন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হবে—'

এমন সময় কণিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। মালবিকা পরমোৎসাহে বলিল—'বুঝ্‌লেন দিদি আপনার ননদ আজীবন কুমারী থাক্‌বেন ঠিক করেছেন, দেশের কাজ, মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, এই সব নিয়ে দিন কাটাবেন—'

কণিকা বলিল—'ওরকম হয়—ওগুলোকে কলেজের ব্যাধি বলা যায়। পড়্‌তে পড়্‌তে বড়ো বড়ো পরিকল্পনা মাথায় আসে, কারো

রোমান্স করতে ইচ্ছে হয়, কারো মনে জেগে ওঠে—ধর্ম্মের উত্তেজনা, কারো বা প্রাণ কেঁদে ওঠে দেশের জন্যে—আমার ননদের কথা ছেড়ে দিন, উনি বহুরূপী—কখন যে কি ভাবে থাকেন তা বোঝা যায় না—'

ক্ষণিকার কথাগুলি করবীর মনে ভালো লাগিল না। সে ফ্লাট হইতে চলিয়া গেল। নিজের মনে বলিল—'তা বলে আমি বিয়ে করছিনে, জীবনে যদি দীপুদাকে পাই তো জীবনের ঘুঁটি ঘুরিয়ে ফেলবো—নতুবা এ দেহ এ প্রাণ অন্য কাউকে দেওয়া সম্ভব হবে না—' তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে দারুণ উত্তেজনা অনুভব করিল।

করবী চলিয়া গেলে ক্ষণিকা বলিল—'আজ কালকার মেয়েদের কলেজে পড়ার সময় নিছক ডেপোমি ভালো লাগে না দিদি, আমরাও কলেজে পড়েছি, সব কাজে বাড়াবাড়ি করিনি—'

'—দেখুন আমরা যে যুগে লেখা পড়া করেছি সে যুগ বদলে গেছে, সাম্প্রতিক বিশ্বযুদ্ধের ফলে চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আজ সবাই স্বাধীনতা-কামী, সবার চিন্তারাজ্যে আলোড়ন এসেছে, প্রত্যেকে নিজের মতটাকে অভ্রান্ত মনে করছে—এর জন্যে করবীকে দোষ দেওয়া যায় না—ওর আদর্শ খুব উঁচু—নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মেয়ে ওর মত বড় একটা দেখিনে, ওকে ভুল বুঝবেন না। বিয়ে যদি না করে, নাই বা করলো—'

'—বিয়ে না করলে চারিত্রিক অধঃপতন অনিবার্য্য—সংযমের সঙ্গে থাকলেও একদিন না একদিন পদস্খলন হবে। এই যে সন্ন্যাসী, বাবা প্রভৃতি সংসার ধর্ম্ম ছেড়ে ঈশ্বরের জন্যে কেঁদে বেরিয়ে পড়েন তাঁদেরই অনেকে গৃহীর আশ্রয় নিয়ে গৃহিণী আর কুলবধূদের চারিত্রিক বিশুদ্ধি নষ্ট করে যান। সন্ন্যাসীরা যদি এমনই হয় তো অন্ত পরে কা

কথা—নিজের মনকে বশে রাখা বড় কঠিন, আমি জোর করেই করবীর বিয়ে দেবো—তবে সন্দীপের সঙ্গে নয়—'

'—পরিণাম ভালো হবে না। পরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে—'

'—আচ্ছা দেখা যাক্—'

কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা বার্ত্তার পর ক্ষণিকা মালবিকার নিকট হইতে বিদায় লইল।

এ দিনটা মালবিকার নিকট মোটেই ভালো লাগিতে ছিল না।

কবে সে অমিয় মহলনবিশকে ছাত্রীজীবনে ভালোবাসিয়াছিল, তাহা সুদূর অতীত, মনের অভ্যাস তবুও বদলায় না। সংবাদপত্রে তাহার চেহারা, বীরত্বের পরিচয় এবং বর্ম্মায় সম্বর্দ্ধনার কথাগুলি পড়িয়া তাহার মন চঞ্চল হইয়া ওঠে। নিজের মনে বলে—'আজ যদি সে আমার হোতো, দশের কাছে মুখ খানি বড় করে দাঁড়াতে পারতাম—' সজোরে দীর্ঘশ্বাস পড়িল। একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রারম্ভেই বাধা—নিছক বর্ণনা বহুল পটভূমিকায় বিস্তৃতি হইতেছে অথচ উপন্যাসের নায়ক নিজের ভূমিকায় যথোচিত অভিনয় করিতে পারিতেছে না,—ছত্রের পর ছত্র লিখিয়া কেবল কাটিতে হইতেছে। লেখিকার পক্ষে বেদনাদায়ক, এদিকে প্রকাশক ব্যগ্র হইয়া বারম্বার পত্র দিতেছেন এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া অমিয় মহলনবিশের সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে।

এমন সময় রমণী আসিয়া ডাকিল—'মামিমা -'

'—এসো, এসো—' বলিয়া ফ্লাটের দরজা খুলিয়া দিল।

রমণী আনন্দাতিশয্যে বলিল—'মামিমা, এম, এ, পাস করেছি, ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট—'

মালবিকা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া ক্ষণিকাকে ডাকিয়া আনিল ; বলিল—'আমার এই ভাগ্নে এম, এ, পাস করেছে, ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট—'

'—বাঃ সুন্দর ছেলে, রত্ন বিশেষ—এবার খাইয়ে দিন—'

'—নিশ্চয়ই—' বলিয়া মালবিকা আঁচল ঘুরাইয়া লইল। করবীর কাণে এসব কথা পৌঁছাইল। তারপর মালবিকা সন্দীপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিল—'কবির খবর কি ?—'

'—কয়েক দিন হোলো তিনি আমাদের মেস ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জে চলে গেছেন, তাঁর এক বান্ধবী জুটেছে, তাঁর বাড়ীতে আছেন—'

'—তুমি সেখানে গিয়েছিলে নাকি ?—'

'—যে দিন চলে যান, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন—একটি প্রাসাদেই তাঁর স্থান হয়েছে, মেসের এঁদোঘর থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন—'

'—বান্ধবী কে ? তাঁর whereabouts জানো না কি ?—'

'—যতদূর জান্‌লাম রংপুরের জমিদার—এঁর স্বামী আজাদ হিন্দ ফৌজের লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ছিলেন, এখন এঁর বর্ম্মায় বিচার হবে—'

ব্যগ্রভাবে মালবিকা বলিল—'এঁর নাম কি ?—'

'—অমিয় মহলনবিশ, কবি-বান্ধবীর নাম হচ্ছে বিপাশা মহলনবিশ—'

ক্ষণিকা এতক্ষণ কথাগুলি শুনিয়া বলিল—'এক দিনেই এত খবর সংগ্রহ করলে ?—'

রমণী একটু গর্ব্ব ভরে বলিল—'আমরা আজকালকার ছেলে, যেখানে ঢুকি, নাড়ী নক্ষত্র টেনে বের করি—'

ক্ষণিকা হাসিতে লাগিল। মালবিকা মনে আর একটি আঘাত পাইল।

জিজ্ঞাসা করিল—'বিপাশার বয়স কত? দেখ্‌তে কি রকম?—'

'—পরমা সুন্দরী—মেয়েরাও হার মেনে যায় তাঁর গায়ের রং দেখে, বয়স খুব বেশী নয়, বড় জোর পঁচিশ—'

মালবিকা নিজের মনে বলিল—'এমন বউ যার সে কেন আমার হতে যাবে?—'

মানুষের অবচেতন মনে যে স্মৃতি নিহিত থাকে সে যখন প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন মানুষ নিজেকে কোন মতেই সংযত করিতে পারে না। মালবিকার পক্ষে তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

রমণীর ধরণ ধারণ কথাবার্ত্তা ক্ষণিকার নিকট খুব ভালো লাগিতেছিল।

নিজের মনে বলিতে থাকে—'এর সঙ্গে করবীর বিয়ে দিলে মন্দ হয় না। করবী তো কালো নয় যে অপছন্দ হবে—কথাটা মালবিকার কাছে পাড়্‌তে হবে—মানুষের সংসারে আকাঙ্খিত সুখের রং ফলিয়ে তোলা দরকার—'

মালবিকা চাকরকে দিয়া রেস্তোরাঁ হইতে চপ, কাট্‌লেট, পুডিং, ডেভিল প্রভৃতি আনাইয়া রমণীকে বলিল—'আজ আর তোমার জন্যে খাবার তৈরী কর্‌তে পার্‌লাম না, শরীরটা ভালো নয়—'

রমণী জিজ্ঞাসা করিল—'কি রকম বোধ হচ্ছে—'

'—মাথাটা ধরেছে, একটু জ্বর ভাব—'

ক্ষণিকা বলিল—'তা হোলে আজ আর কিছু খাবেন না—'

'—না খেলে উঠ্‌তে পার্‌বো না কাল, সংসার ঠেল্‌তে হবে তো দিদি—'

আহারাদি শেষ করিয়া রমণী বিদায় লইল। মালবিকাকে ক্ষণিকা

বলিল—'দিদি, এর সঙ্গে করবীর বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন, ভারি পছন্দ হয়েছে ছেলেটিকে—বাঁড়ুয্যে, কাজেই আটকাবে না—'

মালবিকা বলিল—'আচ্ছা কথা পেড়ে দেখি—'

কিছুক্ষণ ধরিয়া বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া নানা আলোচনা চলিল।

শেষে মালবিকা বলিল—'করবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিলে ফল কি ভালো হবে?—'

'—সে বিষয়ে আমি আপনাকে গ্যারাণ্টি দিতে পারি, বিয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে—'

একথার পর মালবিকা নিরুত্তর। এমন সময় নরেশবাবু অফিস হইতে আসাতে ক্ষণিকা নিজের 'ফ্লাটে' চলিয়া আসিল।

রাত্রিতে ক্ষণিকা প্রদীপকে আদ্যোপান্ত বলিল। প্রদীপের ইচ্ছা নয় করবীর বিবাহ হয়, কিন্তু স্ত্রীর বারম্বার কথার চাপে পড়িয়া কিছুই ঠিক করিতে পারে না। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট না রাখিলে পারিবারিক অশান্তি ঘটিবে এই আশঙ্কা করিল। সে ক্ষণিকাকে ভাল রূপই জানে, রাগিলে জ্ঞান থাকে না। শেষে স্ত্রীর কথা সমর্থন করিয়া তবে ঘুমাইতে পারিল।

পরাগ বর্ম্মায় সুদীর্ঘদিন ধরিয়া বা থিনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছে। বা থিন ও পরাগ পরস্পর সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পরাগ ভিন্ন মানুষ। সে দেখিল ব্রহ্মরমণীরা যেমন শিক্ষিতা, তেমনই পরিশ্রমী। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের ব্যবসা বাণিজ্য পর্য্যন্ত সমস্তই ইহাদের হাতে। পুরুষেরা শ্রম-বিমুখ, স্ত্রীর উপার্জ্জনের অন্নগ্রহণ করিয়া আত্মতৃপ্তি সাধন করে। এক একটি উৎসবে বিচিত্র পোষাক পরিহিত বর্ম্মা-সুন্দরীদের সমাবেশ ও নৃত্য গীত হয়। সে দৃশ্য দেখিয়া কৃচ্ছ্র তপস্বীরও মন টলিয়া যায়। ইহারা নীতি শাস্ত্রের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেয় না যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী—বিলাসিতা ও সুখ সম্ভোগের জন্য ইহাদের চেষ্টার অন্ত নাই। বিবাহের বিশেষ কিছু বাঁধাধরা নিয়ম নাই... তিন দিন একত্রে বাস করিয়া এক পাত্র হইতে ভোজন করিলেই বিবাহ—এ বিবাহ সমাজ মানিয়া লয়। যুদ্ধের পর বর্ম্মায় পুরুষের ভাগ আরও হ্রাস পাইয়াছে, মেয়েদের মধ্যে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা এজন্যই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বা থিনের সহিত পরাগ একত্র থাকিয়াও নৈতিক ধর্ম্মকে অবহেলা করে নাই। বর্ম্মা-সুন্দরীদের সহিত আনন্দভোজের নৃত্যগানে যোগ দিয়াও যে কোন রমণীর যৌবনের আনন্দোচ্ছলতা বা রূপ-সৌন্দর্য্যের রসস্ফূর্ত্তি উপভোগের দিকে চিত্তের অবস্থা বিকৃত করে নাই। যে পরাগ একদা ছন্দাকে টাঙ্গাইল হইতে কলিকাতায় আনিয়া সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিল এবং ছন্দার অনুগ্রহ-পুষ্ট হইয়াছিল, সে পরাগ আজ বর্ম্মায় আদর্শ মানব। যেখানে পুরুষের

কাম-কাতরতা প্রকাশ পায় সেখানেই তো পুরুষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া নারী নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে এবং পুরুষকে পঙ্গু করিয়া রাখে।

যে ক্ষেত্রে ইহার বৈপরীত্য ঘটে, সে ক্ষেত্রে নারী পুরুষকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তাহাকে সর্ব্বদাই কাছে পাইতে চায়।

বা থিন এই রকমই একটি মেয়ে যে পরাগকে অন্তরের সহিত ভালবাসে, অথচ সে ভালবাসা বিশুদ্ধ। মংপু র ঈর্ষ্যা হয় এবং এক এক সময়ে পরাগকে রহস্য করিয়া বলে—'চল্‌ছে কি রকম—'

পরাগ উত্তর দেয়—'একটু সম্ভ্রম রেখে কথা ব'লো মংপু, বাঙালী জানোয়ারের জাত নয়—মেয়েমানুষের অন্নে প্রতিপালিত হয় না—'

মংপু কোন কথা না বলিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকে। বা থিন আসিয়া উপস্থিত হয়। বলে—'মিঃ হালদার, বর্ম্মার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি—'

'—কেন? কেন?—'

'—National planning Committeeর কাজ আশানুরূপ হচ্ছে না, জনস্বার্থ সংরক্ষণ মূলক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না—'

'—আজাদ হিন্দ ফৌজের রিলিফ কাজ যা হাতে নেওয়া গেছে তা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য দিকে হাত দেওয়া সম্ভব নয়—'

মংপু বলিল—'বর্ম্মায় ভারতীয়দের আধিপত্য খাটাতে দেওয়া হবে না, এখানকার যা কিছু ব্যাপার আমরাই করবো—'

একথা পরাগের ভালো লাগিল না। বুঝিল ব্রহ্মে ভারত বিদ্বেষ বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। নিজের মনে বলিল—'এখানে বেশী দিন থাকা যাবে না।'

বা থিন বলিল—'নেতাজীর জাতি কখনও ব্রহ্মের কাছে অন্যায়

পাবে না মংপু, তুমি যতই বলো না কেন—চোখের সামনে দেখ্‌লাম বাঙালী একটা জাতি বটে—লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল অমিয় মহলনবিশ যার বিচার হবে, দেখেছি তাঁর কি মহানুভবতা—তারপর ঝান্সীবাহিনীর কথা মনে পড়্‌লে ভারতীয় রমণীর গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত—'

মংপু নীরব হইয়া রহিল। তাহার মনোমধ্যে বিষণ্ণ উদাসভাবের উদয় হইতে লাগিল। বোধহয় সে এরূপ প্রশংসা পছন্দ করিতেছিল না।

মংপু বলিল—'আমি এমন বিশ্বাসঘাতক ভারতবাসীদের জানি যারা বর্ম্মায় এসে বিয়ে করে শেষে বউ ছেলে মেয়ে ফেলে পালিয়ে যায়—'

বা থিন উত্তেজিত হইয়া বলিল—'সব ক্ষেত্রে নয় মংপু—'

এমন সময় একখানি টেলিগ্রাম আসিল তাহাতে পরদিন অমিয় মহলনবিশের স্ত্রী বিমানযোগে আসিতেছেন ইহাই উল্লেখ ছিল। টেলিগ্রাম পাইয়া পরাগ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বর্ম্মা রেডিও বিভাগের শৈলেন ইতিমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শৈলেন বলিল—'তা হলে এরোড্রোমে আমাদের উপস্থিত থাকা দরকার—'

পরাগ বলিল—'নিশ্চয়ই—আমরা সবাই অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্যে থাক্‌বো—'

শৈলেন বর্ম্মায় আসিয়া পরাগ ও বা থিনের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। শৈলেনের ইচ্ছা বা থিনকে বিবাহ করে কিন্তু এ কথার কোন বহিঃপ্রকাশ নাই। একদিন বাস্মিজ প্রোগ্রামের মধ্যে বা থিনের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া শৈলেন অলক্ষ্যে তাহার অন্তর জয় করিয়াছে। কলিকাতার নাইট ক্লাবে যে তরুণ বহু তরুণীকে লইয়া প্রেমাভিনয় করিয়া তাহাদের মন মজাইয়াছে, সে

যে বা থিনের মত মেয়ের হৃদয় জয় করিতে পারে না এরূপ অক্ষমত তাহার নাই। শৈলেন অতিশয় সুপুরুষ। তাহার উন্নত ললাট বিরাট বক্ষঃস্থল, উন্নত নাসিকা ও দিব্য কান্তি যে কোন বর্ম্মারমণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতি অঙ্গভঙ্গি, কথাবার্ত্তা, আড়ম্বর পূর্ণ পরিচ্ছদে তাহার সুসজ্জিত দেহ রমণীদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। ইহ ছাড়া মানসিক প্রতিভা তো আছেই। রেডিওর সংস্রবে থাকায় সকলেই তাহার কৃপাপ্রার্থী। কিন্তু বা থিনকে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভালো লাগে। প্রায়ই বৈকালে মোটরে উঠিয়া উভয়ে বেড়াইতে যায়।

বা থিনের মুখে চোখে উচ্ছ্বসিত মোহময় যৌবনের নবানুরাগের দীপ্তি শৈলেনকে মুগ্ধ করিয়া রাখে।

কোন দিন সিউগেডন প্যাগোডার ধারে, কোন দিন লেকের পত্র-শ্যামকুঞ্জের মধ্যে, কোন দিন বা রেঙ্গুন নদীর তীরে বসিয়া তাহাদের গল্প গুজব চলে।

কথায় কথায় শৈলেন একদিন বলিল—'বা থিন তুমি কখন প্রেমে পড়েছ ?'

তাহার উত্তরে বা থিন বলিল—'এ কথা হঠাৎ আজ কেন ?—'

'—আমার মনে হয় প্রেমের চেয়ে বড় জিনিষ নেই—প্রেম যদি মরে যায়, পৃথিবী মরুর মত আর্ত্তনাদ করবে—এক এক সময়ে ভাবি প্রেম না হলে জীবন ব্যর্থ—'

বা থিন হাসিয়া বলিল—'তুমি প্রেমে পড়েছ ?—'

'—এখনও পর্য্যন্ত পড়িনি. কিন্তু তোমার সংস্পর্শে এসে আমার মনটা কি রকম হয়ে গেছে—'

'—অর্থাৎ—'নৈশশান্তি সুলভ প্রশান্তভাবেই কথাটি বা থিন বলিল।

'—এ আর বুঝছ না—'বলিয়া শৈলেন বা থিনের বাম করকমল

চাপিয়া ধরিল। বা থিন উত্তেজনা অনুভব করিল। শৈলেন অল্প সময়ের মধ্যে বা থিনকে অন্তরের অনুরাগে রঞ্জিত করিল এবং দুইটি বাহুর ভিতর তাহার বেপমান বিহ্বল তনুলতাখানি জড়াইয়া ধরিল। বা থিনের মুখ রক্তিমাভ, আকাশও তেমনই—এ দুইয়ের মধ্যে রহস্যময় সাদৃশ্য দেখা গেল। এ ঘটনা বিশ্বের কেহ জানিল না, পরাগও নয়।

পরদিন সকালে এরোড্রোমে বা থিন, শৈলেন ও পরাগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা আট্‌টার সময় বিপাশা ও সন্দীপ 'প্লেন' হইতে অবতরণ করিতেই সকলে দুইজনকে অভ্যর্থনা জানাইল। পরাগ সন্দীপকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। বিপাশা সন্দীপকে পরিচয় করাইয়া দিল। পরাগের মনে পড়িয়া গেল এই সেই সন্দীপ যে একদিন তাহার বিদায়ের পথে দাঁড়াইয়াছিল। শৈলেন ও পরাগ একখানি মোটরে উঠিল। বা থিন তাহার মোটরে বিপাশা ও সন্দীপকে তুলিয়া লইয়া নিজে মোটর চালাইতে আরম্ভ করিল। আগামী কল্য বিচারের দিন, সুতরাং বিপাশা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সন্দীপ বুঝাইতে থাকে।

বা থিন বলিল—'আপনার পত্রের নির্দ্দেশ মত আমরা রেঙ্গুনের বিখ্যাত এড্‌ভোকেট মিঃ দেশাইকে নিযুক্ত করেছি—'

মোটর দ্রুতবেগে চলিতে থাকে।

—বাইশ—

করবীর মনে শান্তি নাই। রমণীর সহিত তাহার বিবাহের কথা বার্ত্তা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। স্ত্রীর ভয়ে প্রদীপকুমারকে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই করবীর বিবাহের জন্য ব্যস্ততা দেখাইতে হইতেছে। মালবিকা ও নরেশ বাবুর বিশেষ অনুরোধে রমণীর পিতা করবীকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছেন। বিবাহের দিন আগত প্রায়। লোকেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা করবীর বিবাহ বনগ্রামেই সুসম্পন্ন হয়। সুদীর্ঘকাল পুত্র কন্যার অদর্শনে অন্নদা ঠাকুরাণীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় উগ্রচণ্ডা নাই। প্রদীপকে লিখিয়াছেন—'বাবা, তোমরা বাড়ী এসে যাতে যা ভালো হয় কর্‌বে —আমি বুড়ো হয়েছি, বউমাকেই সব কর্‌তে হবে—'

কয়েক দিন পরে আশীর্ব্বাদের আনুষ্ঠানিক কাজ কলিকাতায় সম্পন্ন করিবার জন্য লোকেন্দ্র বাবুকে প্রদীপকুমারের বাসায় আসিতে হইল। তিনি আসিয়া ক্ষণিকার ভূয়সী প্রশংসা করাতে বধূটীর যে আক্রোশ শ্বশুর শাশুড়ীর উপর ছিল তাহা আর রহিল না। এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন করবীর বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া দেখা দিবে, ইহা কেহই স্বপ্নেও ভাবে নাই।

রমণীর পিতা মন্মথবাবু ফরিদপুরের উকিল। তিনি কলিকাতায় আসিলেন। পাত্র ও পাত্রী পক্ষ পাশাপশি ফ্লাটে থাকিয়া আশীর্ব্বাদের কাজ সুসম্পন্ন করিলেন।

করবী ভাবিল পলাইয়া যাইবে কি না। কোথায় বা যাইবে! সে নারী, একান্ত অসহায়া। সুদীর্ঘ দিন কলিকাতায় থাকিয়াও তাহার দীপুদাকে দেখিতে পাইল না। দীপুদা নিশ্চয় ভুলিয়াছে, সে এখন

অন্য রমণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। তাহার কথা কেমন করিয়া মনে পড়িবে। সে কোথায়! কেইবা জানে! করবী যত ভাবিতে থাকে দুই চোখ দিয়া অশ্রু নির্গত হয়। তবে কি যাহাকে আশা করা যায়, তাহাকে জগতে পাওয়া যায় না? অদৃষ্ট দেবতা এতই নিষ্ঠুর! সে দেখিল তাহার পক্ষ সমর্থনের কেহ নাই। যাহাকেই আপত্তি জানাইয়া বলিতে যায় বিবাহ করা তাহার আদৌ ইচ্ছা নয়, সে-ই বলে—'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, এমন সুন্দর পাত্র, অবস্থাপন্ন বনেদি ঘর—'

তাহার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে।

লোকেন্দ্রবাবু আশীর্ব্বাদের কাজ শেষ করিয়া বনগ্রামে যাইতেই অন্নদা ঠাকুরাণী পরমোৎসাহে বিবাহের শ্রী গড়ানো, পিঁড়ি আল্পনা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

লোকেন্দ্রবাবু বলিলেন—'বউমা এর মাঝখানে না থাক্‌লে বিয়ে হোতো না গিন্নি—'

আগ্রহের সহিত অন্নদা ঠাকুরাণী বলিলেন—'কি রকম শুনি—'

'—ঐ তো পাশের ফ্লাটের বউকে ধরে এই পাত্র যোগাড় করলে—পাত্রের যেমন রূপ তেমন গুণ—'

'—বউমাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম, নানা অত্যাচার করেছি—একটি মাত্র বউ রূপে গুণে বিদ্যায় একেবারে চৌকোস, অভিমান করে বনগাঁ ছেড়ে চলে গেছে—'

'—দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝ না গিন্নি, এই যা দুঃখু—যখন কাছে ছিল তখন দুবেলা বদ্‌নাম রটিয়েছ—অত্যাচার করেছ—'

একথায় অন্নদা ঠাকুরাণী কোন কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন— 'কি রকম দিতে হবে—'

'—তা হবে, তিন হাজার টাকা নগদ আর বিশ ভরি সোনার অলঙ্কার—'

'—সুবিধেটা হোলো কি—'

'—সুবিধে নয়? ছেলে এম, এ,তে ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট তারপর বাপ ফরিদপুরের বড় উকিল, বেশ পয়সা আছে। একমাত্র ছেলে, বিষয় সম্পত্তি সবই তো বাপের অবর্ত্তমানে ওর হবে—'

'—তা বেশ, বেশ—যা ভাল বোঝো তাই করো—আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ অত ভালো মন্দ বুঝিনে—'

হরগোবিন্দ বাবুর স্ত্রী ইন্দুমতী আসিতেই লোকেন্দ্রবাবু বৈঠক খানায় চলিয়া গেলেন।

অন্নদা ঠাকুরাণী বলিলেন—'আমার মেয়ের বিয়ে—'

ইন্দুমতী বলিলেন—'কবে?—'

'—এই মাসে, আর বড় দেরী নেই, তোমাদের ভাই সব দেখাশুনো করতে হবে—যাতে যা হয় করো—'

'—বেশ তো—'বলিয়া ইন্দুমতী প্রসন্ন দৃষ্টি দিলেন।

ইন্দুমতীর মনে সুখ নাই। বন্ধু মরিয়া যাইবার পর তিনি একরূপ শরীর ঢালিয়া দিয়াছেন। বেশী কথা কাহারও সহিত বলেন না। সর্ব্বদাই উদাসী। মধ্যে মধ্যে সন্দীপের জন্য হরগোবিন্দ বাবু ব্যাকুল হইয়া বলেন—'কোথায় যে গেল, সে আর আসবেনা—অভিমানী ছেলে—'

হরগোবিন্দবাবুর সংসার বন্ধুর মৃত্যুর পর একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। সন্দীপের জন্য ইন্দুমতী কাতর না হইলেও হরগোবিন্দবাবুর প্রাণ এক এক সময়ে কাঁদিয়া উঠে। করবীর বিবাহের কথা শুনিয়া ভাবিতে থাকেন—'আজ দীপু থাকলে তারও বিয়ের ব্যবস্থা করতাম,

সে আমাকে ছেড়ে গেল।' চোখের কোলে জল গড়াইয়া পড়ে।

যতই বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসে করবীর মন ততই অশান্ত হয়। ক্ষণিকা খুব আনন্দ অনুভব করে। তাহার জেদ রক্ষা হইয়াছে।

মালবিকাকে বলে—'এখন তো আপনার সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে গেল, করবীর হবেন মামী শ্বাশুড়ী—আপনার সম্মান সর্ব্বাগ্রে—'

মালবিকা একটু হাসে। চিত্ত বিক্ষুব্ধ এবং চঞ্চল তাই সে সম্পূর্ণ ভাবে রস গ্রহণ করিতে পারে না। সংবাদ পত্রে অমিয় মহলনবিশের মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। তাহার অন্তরের কথা বাহিরে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারে না। অমিয় মহলনবিশ বর্ত্তমানে তাহার কেহ নয়, তবু মন বুঝে না। ভালোবাসার এমনই মোহ। নরেশবাবু সাধাসিধা মানুষ—এসব মানুষ নারী-হৃদয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করিতে পারে না। সাধাসিধা বা ভালোমানুষকে সকলেই নির্ব্বোধ ভাবে—তা সে যত লেখাপড়াই শিখুক না কেন। নরেশবাবুর ভিতর যেন জীবনের স্পন্দন নাই, বাচনিকতায় চাল চলনে বা হাবভাবে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্তু মালবিকার স্মরণ হয় অমিয় মহলনবিশের মধ্যে ছিল পুরুষত্বব্যঞ্জক দৃষ্টি, বাচনিকতায় নূতনত্ব, চাল চলনে বা হাবভাবে আভিজাতিক মর্য্যাদা। রবীন্দ্রনাথ হইতে কি সুন্দরই না আবৃত্তি করিত! কত গানই না সে মালবিকাকে শুনাইয়াছে! সেই সব স্মৃতি মনে পড়ে।

মালবিকা নিজের মনে বলে—'যদি তার ফাঁসি হয়ে যায় তা হলে সে সংবাদ কেমনে সহ্য করবো—হোতেও তো পারে—'

এই সকল চিন্তার মধ্যে পড়িয়া মালবিকা সময়ে সময়ে আত্মসম্বিৎ হারায়। ক্ষণিকার রসিকতা তাহার ভালো লাগে না। ক্ষণিকা ভাবে—'মালবিকার মনের পরিবর্ত্তন হোলো কেন?—'সে কি করিয়া

জানিবে মালাবকার মর্ম্মের কথা।

নরেশবাবু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে মালবিকা বিরক্তের সহিত উত্তর দেয়। তিনিও বুঝিতে পারেন না তাঁহার স্ত্রীর আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন! চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ পড়িয়াছে ইহারই বা কারণ কি!

রাত্রিতে ক্ষণিকা প্রদীপ কুমারকে বলিল—'ছুটি নিয়ে বনগাঁয় যাওয়ার ব্যবস্থা করো—আর তো দেরী করা যায় না—'

প্রদীপ কুমার বলিল—'কালই ছুটি নেবো—'

তারপর ক্ষণিকা স্বামীকে মালবিকার সম্বন্ধে বলিল—'বিয়ের পাকাপাকির পর বউটি দেখ্ছি আমাকে এড়িয়ে চলেন কেন, বুঝ্তে পারি নে—কথা বল্লে বড় একটা উত্তর দেন না—'

'—তুমিও বেশী কথা বলো না—'

'—মানুষকে বোঝা যায় না কখন যে কি ভাবে থাকে, আমি কিন্তু এ রকম পার্লাম না, তাই জগতের কাছে মন্দ হয়ে রইলাম—'

'—ভালো থেকে যদি জগতে মন্দ হয়ে যাওয়া যায় তারও একটা সার্থকতা আছে—'

'—ওসব তোমাদের ফিলজফির কথা বুঝিনে—'

প্রদীপ কুমার ক্ষণিকার সহিত বিশেষ বাগ্ বিতণ্ডা করিতে চায় না পাছে সে মুখরা হইয়া তাহাকে মর্ম্মঘাতী কথা বলে, সুতরাং কথা বার্ত্তা বেশীদূর অগ্রসর হইল না। বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। ক্ষণিকা বলিল—'আমার বাপের বাড়ীদের কাউকে বল্তে দেবো না, যারা আমার কোন খোঁজ করে না, প্রকারান্তরে আমাকে ঘৃণা করে তারা যেমন আছে তেম্নি থাকুক—'

'—কিন্তু সমাজের দিক দিয়ে—'

'—চুলোয় যাক্ সমাজ—যে সমাজ পয়সাটাকে বড় করে দেখে সে সমাজ হৃদয়হীন, তার রীতি নীতি কে মান্‌তে যাবে?—আমি যেন বাপের বাড়ীর লোকের কাছে শেয়াল কুকুরের অধম—তাঁদের যখন কাজ হয় তখন অন্যান্য পয়সাওয়ালা মেয়েদের আন্‌বার জন্যে মোটর জোটে—আমার বেলায় জোটে না, যত পেট্রোল খরচ হয় আমাকে নিয়ে যেতে হ'লে—I hate them—' বলিয়া ক্ষণিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রদীপ কুমার নির্ব্বাক হইয়া শুনিতে লাগিল। নিজের মনে বলিল—'হ্যাঁ তেজস্বিনী বটে!'

রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে বিনিদ্র করবী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সময়ে সময়ে নিজের মনে বলিতেছে—'দীপুদা তুমি কোথায়! একবার এসো, তোমার সঙ্গে চলে যাই—'

তাহার দীপুদা ওরফে সন্দীপের কর্ণে এ আন্তরিকতার ডাক এ অশ্রুসজল কাতরোক্তি পৌঁছায় কিনা তাহা কে জানে!

পরদিন প্রাতঃকালে প্রদীপ কুমারকে ক্ষণিকার দৃষ্টির অন্তরালে করবী অশ্রুভারাতুর হইয়া বলিল—'দাদা আমার সমস্ত আশা নষ্ট করে দিলে—'

প্রদীপ বিস্ময়ের সহিত বলিল—'এ কথা বল্‌ছিস কেন?—'

অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল—'বুঝে দেখ, আমি তো বিয়ে কর্‌তে চাইনি, আমার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষা পেয়ে জনকল্যাণের দিকে মন টেনে নিয়ে যাবো। দেশ আজও স্বাধীন হোলো না, দেশের লোক খেতে পায় না বল্‌লেই হয়, কঙ্কাল সার নর নারী ধুঁকে মর্‌ছে—'

কথায় বাধা দিয়া প্রদীপ একটু উত্তেজনার ভাব দেখাইয়া বলিল—

'তুই ছেলে মানুষ একা কি কর্‌তে পারিস্—দেশের মন মরুময়, চারিদিকে অনুর্ব্বরতা—যতদিন দেশের লোক ঐক্যবদ্ধ না হবে, ততদিন আন্দোলন করেও কিছু হবে না—লক্ষ্য করিস্‌নি কি দেশের মত ও লক্ষ্য একপ্রকার নিশ্চল হয়ে যাচ্ছে—'

'—কিন্তু দেশের নব জীবনের জন্য যাঁরা তপস্যা কর্‌ছেন, তাঁদের তপোভূমিতে গিয়ে আমি কি কোন কাজ কর্‌তে পারিনে?—'

'—পারিস্ তা জানি, এখনও তোর বয়স অল্প, বিয়ের পর স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করে তার সঙ্গে তো দেশের ও দশের কাজে নাম্‌তে পারিস্—মুক্তির প্রত্যাশা বহন করে তোরা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পার্‌বি এরূপ ভরসা আমার আছে—অহিংস সাধনার মধ্য দিয়েই সত্যের প্রকাশ, তাকে ধর্‌বার চেষ্টা করিস্ অহিংস চিত্ত গড়ে—রাষ্ট্রিক উত্তেজনা দেখাবার সময় এখনও তোর আসেনি—'

করবী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রদীপ কুমারের হাত ধরিয়া বলিল—'দাদা বিয়ে ভেঙে দাও, বিয়ে কর্‌ব না, তামসিকতার মধ্যে আমার প্রাণটাকে টেনে ফেলে দিও না—'

প্রদীপ কুমার বিরক্ত হইয়া বলিল—'কি বল্‌লি করবী, বিয়েটা কি তামসিকতার বহিপ্রকাশ? লক্ষ লক্ষ লোক বিয়ে করে কি তমসাচ্ছন্ন?—'

'—তা ছাড়া আবার কি, সংসার ধর্ম্ম ছেলে পুলে নিয়ে বিব্রত হয়ে—'

প্রদীপ কুমার অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—'এ সব কথা শুন্‌তে চাইনে, করবী—বিয়ে যখন পাকাপাকি হয়ে গেছে, এর পর কোন কথা চলে না—'

'—তুমিই তো দাদা একদিন আমার বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলে,

উচ্চশিক্ষিতা করে তুল্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলে, আর আজ? বউদির প্রভাবে এতই প্রভাবান্বিত হলে—'

'—দেখ্‌ করবী, আমি তোর দাদা, আমার কথার ওপর তোর কোন কথা বলা চলে না, আমার বয়েস তোর চেয়ে বেশী—আমার সম্বন্ধে তোর সমালোচনা শোভা পায় না—'

এমন সময় ক্ষণিকা আসাতেই উভয়ের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমাদের কি কথা হচ্ছে—'

প্রদীপকুমার একটু ইতস্তত: ভাব দেখাইয়া বলিল—'করবীর ইচ্ছা নয় বিয়ে কর্‌তে, সে উচ্চশিক্ষিতা হয়ে দেশ সেবায় প্রাণ দিতে চায়—'

রোষ বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণিকা করবীকে উল্লেখ করিয়া বলিল—'ওসব হচ্ছে না, you must marry—তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে বিয়ে দেওয়াই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—'

প্রদীপকুমার সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে লাগিল। করবী ক্ষণিকাকে ভয় করে। কোন কথা না বলিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে বলিল—'ভগবান, আমার একটা উপায় করো, আর যে সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিনে, চোখ রাঙিয়ে এরা বিয়ে দিতে চায়, আমার প্রতীকারহীন অবস্থা—'

শেষে ঘরের মধ্যে বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এ কান্না কে শুনিবে!

—তেইশ—

নিবারণ চক্রবর্ত্তী অপমানিত হইয়া ছন্দাকে নির্য্যাতিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। ছন্দা তাহা জানে না। কি করিয়াই বা জানিবে! এখন তাহার বাসায় কেহ আসে না। সে সন্দীপের কথাই ভাবে, সে কি সন্দীপকে আর পাইবে না! নিজের মনে বলে—'কেন তাকে অবহেলা করেছিলাম, সে তো করেনি। প্রকৃত সে ভালোবেসেছিল, অভিমান করে চলে গেল, ফিরে এলো না—'

নিবারণ চক্রবর্ত্তী না আসায় সে একটু সোয়াস্তি বোধ করিতেছে। তাহার মত পাশবিক ধর্ম্মী লোকের সহিত কোনমতে চিত্তের যোগাযোগ হইতে পারে না। সন্দীপ—হ্যাঁ সন্দীপই তাহার মনের অনেকখানি অধিকার করিয়াছে, ক্রমে ক্রমে তাহাই উপলব্ধি হইয়াছে। আজ কোথায় বা নাইট ক্লাব! এখানে ক্লাব থাকিলে তবু চিত্ত বিনোদ হইত।

লাঞ্ছনা, অপমান জঘন্য অত্যাচার, উপদ্রব এই সকল সহ্য করিবার জন্যই কি সে জগতে জন্মিয়াছে?

নিজের মনে এই সব আলোচনা করিতে করিতে বলে—'আমার দেহটা কি পণ্য, যার যখন খুসী হোলো সে এ পণ্য নিয়ে তৃপ্তি সাধন করলো আর আমি—'বলিতে পারিল না। বিরলে কাঁদিতে লাগিল। একটা ভুল যদি হইয়া থাকে তাহা সংশোধন করিবারও কি উপায় নাই!

অপ্রত্যাশিত ভাবে নীতিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। নীতিশকে দেখিয়া ছন্দা বলিল—আসুন, অনেকদিন পরে আবার দেখা—'

নীতিশ বলিল—'নানা কাজের ভেতর আসতে পারিনে, ফিল্মে আপনার অভিনয় দেখ্‌লাম, বেশ ভালই লাগ্‌লো—'

'—তবু ভালো যে আপনাদের কাছে হাস্যাস্পদ হইনি—'

'—আপনি আবার কোন্ ছবিতে নাম্‌ছেন—'

'—ছবির কাজ ছেড়ে দিয়েছি—'

'—কেন? এতে নাম ও পয়সা দুইই আছে—'

'—আছে সত্যি, কিন্তু জানেন না এ রোজগারের পেছনে কি জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে হয়—যাক্ আপনার বন্ধু সন্দীপের খবর কি?—'

'—তা তো জানিনে, কবির খবর নিতেই তো এখানে এসেছি—'

'—তিনি আমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে সেই যে চলে গেছেন আর দেখা পর্য্যন্ত করে গেলেন না—কি যে অপরাধ তাঁর কাছে করেছি—'

'—এখন কি কর্‌বেন ঠিক করেছেন?—'

'কোথাও চাকুরী পাই তো করি—'

'—নানা অফিসে মেয়েরা কাজ কর্‌ছে, চেষ্টা করলে ভালো চাকুরী জোটাতে পারেন—'

'—আমার জন্যে কেইবা চেষ্টা কর্‌ছে, আমি তো সহায়সম্বলহীন—'

নীতিশ এ কথার পর নীরব রহিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ছন্দা বলিল—'দেখুন, নারী জন্মের চরম সার্থকতা আমার ভাগ্যে হোলো না। বড় ঘরের মেয়ে আমি, ঘরে ফির্‌বার অধিকার আজ হারিয়েছি—সমাজ এত নিষ্ঠুর, এত নির্মম, বাহিরে এসেও দেখ্‌ছি নরপশুদের উপদ্রব—কোথায় যাই আর কি করি ভেবেই পাচ্ছি নে—'

ছন্দা সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। নীতিশ তাহাকে নানা সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে সে বুঝিতে চায় না। তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি রক্তিমাভ হয়।

নীতিশ নিজের মনে বলে'—হিন্দু সমাজের এমনই শাসন, একবার পদস্খলন হোলে আর রক্ষে নেই—এটা বড় অন্যায়—কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায় বলা বড় শক্ত।'

নীতিশকে নীরব দেখিয়া ছন্দা বলিল—'কবির যদি খবর পান তো আমাকে দেবেন,—দেখা হয়তো আস্‌তে বল্‌বেন—'

নীতিশ ছন্দার দুঃখে সমবেদনা জানায়, ছন্দার মনে তাহা রেখাপাত করে না।

ছন্দা বুঝিয়াছে নীতিশ এতদিন পরে কি উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে। নিজের মনে বলে—'ওটি হচ্ছে না, ভালোবাসা আমার ব্যবসা নয় যে একজনের পর একজনকে ভালোবেসেই যাবো—'

নীতিশ বলিল—'আপনার দেখাশুনা কর্‌ছেন কে ?—'

'—কে আর কর্‌বেন, ভগবান ছাড়া—'

'—বেশ, আমি আপনাকে রোজ দেখে যাবো, যখন যা দরকার হয় বল্‌বেন—'

'—Thanks. আমি আর কাউকে নিজের মধ্যে জড়াতে চাইনে, —যেমন আছি তেমি থাক্‌বো, তবে কবি যদি আসে—'আর বলিতে পারিল না। কথা জড়াইয়া আসিল। দীর্ঘশ্বাস পাত করিয়া মুক্ত বাতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। নীতিশ বুঝিল ছন্দাকে মন ভুলানো তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। ভাবিল টাকার কথা বলিলে হয়তো সম্মত হইতে পারে। আবার ভাবিল—না, তাহাতে অপমানিত হইবার সম্ভাবনা আছে। অর্থকে ছন্দা বড় করিয়া দেখে

না, বোধহয় নিছক পতিতাবৃত্তি যাহারা অবলম্বন করিয়াছে তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ এরূপভাবে দেখে না। এ শ্রেণীর নারীর কাছে অর্থ অপেক্ষা অলঙ্কারের হয়তো মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু পাছে ছন্দা দোষ ধরে তাহা হইলে উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তবে কি ছন্দাকে সে পাইতে পারে না !

নীতিশ সঙ্গতিপন্ন। তাহাকে উদরান্নের সংস্থানের জন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই। এখনও সে অবিবাহিত। এতদিন তাহার চারিত্রিক বিশুদ্ধি ছিল, কিছুদিন হইতে তাহার নৈতিক অধঃপতন দেখা যাইতেছে এবং সুরা পানেও অভ্যস্ত হইতেছে। পরিবারের ভিতর পূর্ব্বের মত স্থান নাই, সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখে। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সকলেরই আলোচনার বস্তু হইয়া মর্ম্ম বেদনা অনুভব করে, এজন্য বাহিরেই বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দেয়।

নীতিশের স্তুতিবাদ ছন্দার ভালো লাগে না।

ছন্দা বলিল—'নীতিশ বাবু ! আপনার আস্‌বার কোন প্রয়োজন নেই, বেশ আছি। বুঝ্‌তে পেরেছি আপনাকে রোগে ধরেছে—সাবধান, বড় লোকের ছেলে, মদ আর মেয়ে মানুষের জন্যে টাকা উড়িয়ে নিজেকে বিপন্ন কর্‌বেন না।—'

নীতিশ বিরক্ত হইয়া বলিল—'সে ভাবনা আপনার কেন ? আমার জন্যে আপনার দরদ দেখাতে হবে না—'

শেষে সে চলিয়া গেল। ছন্দা নিজের মনে বলিল—'হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল—এসব সুযোগবাদীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জীবন বাঁচিয়ে তোলা বড় কঠিন—'

ছন্দার জীবন পালছেঁড়া নৌকার মত সময়ের স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। পরাগের সম্বন্ধে চিন্তা করে। জগতে সে প্রখ্যাত হইল,

তাহার লাম্পট্য দোষ, তাহার ব্যভিচারের কথা কেহ বলিল না। সুদূর বর্ম্মায় গিয়া সে আজ দশ জনের একজন—পুরুষের ভাগ্য এমনই হয়। ধীরে ধীরে ছন্দার চিন্তা সূত্র দুশ্ছেদ্য দুঃখের জাল বুনিতে লাগিল।

বেলা দশটা। স্নানের সময় হইয়াছে। ছন্দার খেয়াল নাই। সমাজের অজস্র অন্যায়ের কথা ভাবিয়া তাহার বুক ব্যথিত হয়। ভাবে শত সহস্র দুর্দ্দশার কারণ মানুষের সৃষ্ট অন্যায় বিধিবন্ধন। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হইয়া সে বিরাট বিফলতাকেই বরণ করিল—সমাজ সহৃদয় দৃষ্টি দিয়া তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিল না। আজ যদি সে পুরুষ হইত, পরাগের মত কোন মহত্তর বৃত্তি অবলম্বন করিলে মানবাত্মার স্বাগত সম্ভাষণ লাভ করিত—এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সে পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়িল।

চাকর আসিয়া বলিল—'মা, একটি ভদ্রলোক এই কার্ড খানি দিয়েছেন, নীচে অপেক্ষা কর্‌ছেন—'

কার্ডে লেখা—এস, ঘোষ—দেশবন্ধু ফিল্মস্ কোম্পানী লিমিটেড।

ছন্দা ভৃত্যকে বলিল—'নীচে ড্রয়িং রুমে তাঁকে বস্‌তে বলো, যাচ্ছি—'

ভৃত্য চলিয়া গেল। নিজের মনে বলিল—'আবার ফিল্মের ব্যাপার—যাকে এড়িয়ে চল্‌তে চাই সেই দেখি পথের কাঁটা হয়ে এসে দাঁড়ায়—'

প্রসাধন এবং বেশ ভূষার বিন্যাস করিয়া ছন্দা নীচে নামিল। ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিতেই মিঃ এস, ঘোষ দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন, সেও প্রতি-নমস্কার করিল।

মিঃ ঘোষ বলিলেন—'আমরা মালবিকা রায়ের 'পথের পুঁথি' উপন্যাস খানি পর্দ্দায় তুল্‌বো মনে করেছি, এ বইতে আপনাকে একটা

ভূমিকা নিতে হবে—'

মালবিকার রায়ের নাম শুনিয়া ছন্দা একটু চিন্তা করিল। শেষে নিজের মনে বলিল—'পরাগের বোন মালবিকা—হ্যাঁ, সে তো একজন লেখিকা বটে, এর বইতে আমাকে নামতে হবে, হা অদৃষ্ট—'

ছন্দাকে নীরব দেখিয়া মিঃ ঘোষ বলিলেন—'তা হোলে কি ঠিক করলেন—'

'—আমি হাজার টাকার নীচে কোন বইতে নামব না, তা ছাড়া অভিনয়ই করবো, অন্য ভাবে আমাকে জ্বালাতন করা চলবে না—আমার সম্ভ্রমের দিকে যদি আপনারা লক্ষ্য রাখেন তবেই অভিনয় আমার দ্বারা সম্ভব হবে—'

'—আমরা এসব বিষয়ে বিশেষ নজর রেখেছি, কারণ কয়েকটি ভদ্র ঘরের বিবাহিতা বধূ এ ছবিতে নামছেন, যাতে কোনরূপ শ্লীলতা হানি না হয় তার জন্যে বিশেষ নজর নেওয়া হয়েছে—'

'—আমাকে কি রকম ভূমিকা দেবেন ?—

'—নায়িকার অংশ না হলেও ঠিক তার নীচের অংশ আপনাকে দেওয়া হবে—'

ছন্দা আর কোন কথা বলিল না। মিঃ ঘোষ কন্‌ট্রাক্ট ফর্ম্ম বাহির করিয়া বলিলেন—'আপনি তা হলে স্বাক্ষর করে দিন—'

'—টাকাটা অগ্রিম দিতে হবে—'

'—বেশ তো এখুনি দিয়ে দিচ্ছি—আপনি সই করুন—'

সহি করিবার পর মিঃ ঘোষ হাজার টাকার একখানি চেক দিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—'বৈকালে গাড়ী আসবে, ষ্টুডিওতে যাবেন—'

'—আচ্ছা—'

মিঃ ঘোষ প্রস্থান করিলে ছন্দা নিজের মনে বলিল—'হাজার টাকা তা বলে ছেড়ে দেওয়া যায় না—চাকুরীতে কত টাকাই বা হবে—'

ছন্দার মন একটু প্রফুল্ল হইল।

বৈকালে ছন্দা দেশবন্ধু ফিল্ম কোম্পানীর ষ্টুডিও টালিগঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইল। যে ঘরে তাহাকে বসিতে দেওয়া হইল সেই ঘরে কিছুক্ষণ পরে 'পথের পুঁথি'র লেখিকা মালবিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বহুকাল পরে ছন্দাকে দেখিয়া মালবিকা বলিল—'চিন্‌তে পারছ—'

'—চিন্‌তে আবার পার্‌বো না, বিয়ে হয়েছে কত দিন—'

'—তা বছর চার পাঁচ হবে—'

'—বেশ, আমার সর্ব্বনাশ করে তোমার দাদা বর্ম্মায় গিয়ে মস্ত বড় হয়ে গেল, আর আমি কল্‌কাতায় পড়ে আছি সহায় সম্বল হীন—তুমিই তো আমার সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিয়ে দিলে—'

'—আমি?—'

'—হ্যাঁ, তুমি—তুমি—'

'—ভুল বুঝেছ ছন্দা, দাদাকে তুমি নানা ভাবে আকর্ষণ করেছ, আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি এই আমার অপরাধ—এরকম পরিচয় মেয়ে পুরুষের ভেতর নিত্যই হচ্ছে—তা বলে কি সবাই ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে—'

ছন্দা নীরব থাকিয়া ভাবিতে লাগিল। নিজের মনে বলিল—'হ্যাঁ এখন আমার যত অপরাধ—'

তারপর ছন্দা বলিল—'এসব কদর্য্য জায়গায় মালবিকা তোমার আসা উচিত নয়—বদ্‌নামের ভাগী হবে, তোমার চারিত্রিক নিষ্ঠা কুমারী জীবনে ছিল একথা জোর করে বল্‌তে পারিনে, তবে এখন তুমি ঘরের বউ—এখান কার আবহাওয়া সুবিধের নয়, কেন পিছল পথের যাত্রী হবে—'

'—আমার এ বইতে বেশীর ভাগ ভদ্র ঘরের বউ নাম্‌ছে তা জানো, এরা এসব বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার—আর্টের sanctity বজায় রাখ্‌বার দিকে এদের আপ্রাণ চেষ্টা—ভালো কথা, দেশের কোন খবর পাও—'

'—মোটেই না—কোথায় আছ, ঠিকানাটা দাও—সময় মত তোমার ওখানে যাবো—'

'—বেশ তো, এসো না একদিন—'

তারপর মালবিকা কাগজ ও ফাউন্টেন পেন লইয়া ঠিকানা লিখিয়া দিল। বলিল—'ফিল্মে অভিনয় করো, নাম হয়ে গেলে প্রচুর টাকা উপায় করতে পার্‌বে—'

'—টাকাটাই বড়ো নয়, মালবিকা—হৃদয়ই বড়ো—একটি হৃদয় মনের মত আজো পেলাম না যাকে নিয়ে ঘর সংসার কর্‌তে পারি—তবে পেয়েছিলাম একজনকে, তাকে হারিয়েছি তার হৃদয়ের সব পরিচয় না পেলেও এক এক সময়ে ভেবেছি তাকে সহৃদয়—'

'—কে এমন সহৃদয় ব্যক্তি—নাম কি ?—'

'—চিন্‌বে কি ? হ্যাঁ চিন্‌তে পারো সেও কবি সেও সাহিত্যিক—সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায়—'

'—তিনি তো মস্ত বড় কবি, আমার 'পথের পুঁথি'র উৎকৃষ্ট সমালোচনা করেছেন—কয়েকবার নেমতন্ন করেছিলাম, সময় অভাবে আস্‌তেই পারেন না—কাগজের অফিসে কাজ করেন—'

'—কোন্ কাগজে ?—'

'—স্বরাজ পত্রিকায়—'

'—তোমার সঙ্গে কি করে জানাজানি হোলো—'

'—তারও ইতিহাস আছে—'

'—রোমান্টিক নয় তো ?—' উভয়ে হাসিল। মালবিকা বলিল—

'বিয়ের পর 'রোমান্স' ভালো ভাবে জমে না ছন্দা—'

'—খুব জমে, এখনও অনেক ঘরে গিয়ে দেখ গে লুকিয়ে লুকিয়ে গৃহলক্ষীরা কি রকম স্বামীদের চোখে ধূলো দিয়ে প্রেম জমাচ্ছেন—জগতে ধরা পড়েছি একা আমি—যাক্ কি রূপে আলাপ হোলো—'

'—আলাপ হয়নি, তবে আমার এক ভাগ্নের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব—এক মেসে দুজনে থাক্‌তেন—'

'—এখন তিনি কোথায় ?—'

'—বালিগঞ্জে কোথায় আছেন ঠিক জানিনে, তবে শুনেছি কোন্ এক বড় লোকের বধূ তাঁর কাব্যের অনুরাগী হয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছেন—'

কথাগুলি শুনিয়া ছন্দার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। নিজের মনে বলিল—'এর আশা এখনও ছাড়িনি, শেষে আবার কার হৃদয়ে স্থান নিল—আমার ভাগ্যে কি সুখ আছে—স্বরাজ পত্রিকায় তার খবর নিতে হবে—'

মালবিকা বলিল—'কি চুপ করে রইলে যে !—'

'—ভাবছি তার কথা—বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার—'

'—এত ভালো তাকে লেগেছিল আমার দাদাকে ছেড়ে দিয়ে—দাদা তোমার তোয়াক্কাও করে না—'

'—সে যে পুরুষ—কেন তোয়াক্কা কোর্‌বে ? আমি নারী—রাজপথের মত আমার অবস্থা আজ—' এই বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

এমন সময় ফিল্ম ডিরেক্টর আসিতেই কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল।

—চব্বিশ—

অমিয় মহলনবিশ মামলায় মুক্তিলাভ করাতে বিপাশার ভাগ্যাকাশে যে দুর্য্যোগের মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল। [illegible] ও সন্দীপ বা থিনের অতিথি। এখানেই অমিয় মহলনবিশকে আনা হইল। তিনি বলিলেন—"দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি, দেশকে আমি নিজের রক্ত দিয়ে তৈরী কর্‌বো—স্বাধীনতা আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা—'

বা থিন বলিল—'আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার মত বীর আমাদের ভেতর পেয়েছি—'

অমিয় মহলনবিশ বলিলেন—'দুঃখ এই যে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল কর্‌তে পার্‌লাম না, জাপান আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেনি, তা যদি কর্‌তো তা হলে গাছের পাতা চিবিয়ে যুদ্ধ করতে হোতোনা —নানা জটিলতাই সুসঙ্গত সামঞ্জস্যকে দুষ্প্রাপ্য করে তোলে—'

পরাগ বলিল—'আজাদ হিন্দ ফৌজ রিলিফের তহবিলে প্রচুর টাকা জমেছে, বা থিনের হাতে এগুলি দিয়ে আমিও দেশে যেতে চাই—'

বা থিন বলিল—'তুমি দেশে গেলে আমাদের কাজ পণ্ড হয়ে যাবে—'

'—আজাদ হিন্দ ফৌজের সবাই তো প্রায় মুক্তিলাভ কর্‌লো, আমার কাজও শেষ হয়ে এলো—বর্ম্মার যে কোন জনহিতকর কাজে আমি দাঁড়ালে বার্ম্মিজরা পছন্দ কর্‌বে না—হাজার হোক আমি বিদেশী —মংপু স্পষ্টই বল্‌লে ভারতবাসীর কর্ত্তৃত্ব আমরা স্বীকার কর্‌বো না—'

অমিয় মহলনবিশ বলিলেন—'ঠিকই বলেছে, নিজের দেশের উপর বিদেশী এসে কর্ত্তৃত্ব কর্‌বে এটা কেউই চায় না—'

বা খিন বলিল—'তোমাকে ভায়ের মত দেখি, বোন্‌কে ফেলে যাবে—'

'—কেন? শৈলেনের সঙ্গে তোমার মিলন ঘটিয়ে দিয়েছি—এখন তোমরা পরস্পর স্বামী স্ত্রী সুখে সংসার করো—বর্ম্মায় তুমি আমার যে উপকার করেছ তা ভুল্‌তে পারব না—সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় এসেছিলাম, তুমি আশ্রয় দিয়ে আমাকে উল্লেখযোগ্য লোক করে তুলেছ,—এখন আমার কর্ত্তব্য দেশে গিয়ে কিছু কাজ করা—আমার দেশের লোকের পরনে বস্ত্র নেই, পেটে ভাত নেই, তার ওপর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, আমার মন ঠিক থাক্‌তে পাচ্ছে না—'

সন্দীপ ও বিপাশা এতক্ষণ ধরিয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল। বাহিরে অমিয় মহলনবিশকে দেখিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। তাহাদিগকে দেখা দিবার জন্য অমিয় মহলনবিশ বিপাশা ও বা খিনকে লইয়া বাহিরে গেলেন।

কক্ষমধ্যে পরাগ ও সন্দীপ। সন্দীপ নানা প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া বলিল—'ছন্দাকে আপনার গ্রহণ করা উচিত, বর্জ্জন করা অশোভন—আপনিই তার জীবনে ঝড় এনে দিয়েছেন, এ ঝড় থামাতে হলে আপনাকে প্রয়োজন আছে—এত নাম করেছেন, ভালো দেখায় না—'

'—অবশ্য দোষ আমি করেছি, তাকে কষ্ট দিয়েছি সেও আমাকে কম কষ্ট দেয়নি—সে-ই জোর করে আমাকে টাঙ্গাইল থেকে নিয়ে এলো, আজ আমি বিষয় সম্পত্তির অংশ থেকে নিজের প্রাপ্য হারিয়েছি'—

'—আপনিই তো বহুদিন ওর সঙ্গে থাক্‌লেন—চলে এলেন কেন?—

'—আমার ভালো লাগলো না, সে এখন ছবিতে নাম্‌তে আরম্ভ করেছে, আমিও দেখ্‌লাম এর সঙ্গে থেকে আত্মতৃপ্তি কোথায়, আমার কথা ছেড়ে দিন, আপনি তাকে আবার নিলে তার হয়তো জীবনটা

একটা বিশিষ্ট ছন্দের মধ্য দিয়ে চল্‌তে পার্‌বে—আমি একরকম যাযাবর, নিজের সম্বন্ধে নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পারি নি—'

'—আপনি বরং ছন্দাকে জীবনের সঙ্গিণী করে নিলে সুখী হবো, আমাকে দেশের কাজ করতে হবে—আমার মত ও পথ বদ্‌লে গেছে এপথে আমাকে এনেছে বা খিন—এই বর্ম্মা-তরুণীর কাছে আমি চিরঋণী—'

এমন সময়ে শৈলেন আসিতেই এ সকল প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল।

শৈলেন গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল—'কি কবি! এ দেশ কেমন লাগ্‌ছে—'

'—মন্দ কি, তুমি তো এখানে এসে একেবারে বর্ম্মারমণীর প্রেমে পড়ে গেছ—'

'কেন তোমার চাই! বলো তো ব্যবস্থা কর্‌তে পারি—'

'—আমার আর দরকার নেই—'

পরাগ ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া হাসিতে লাগিল।

পরাগ বলিল—'বাহিরের ভিড় আজ কম্‌বে না দেখ্‌ছি—ওঁরা ভিতরে এলেই পারেন—'

সন্দীপ বলিল—'এলে রক্ষে আছে, পিঁপড়ের সারির মত লোক ভিতরে ঢুক্‌তে আরম্ভ কর্‌বে—'

বাহিরে মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়া অমিয় মহলনবিশ বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে শ্রোতৃমণ্ডলী করতালি দিয়া আবেগে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে।

অমিয়বাবু বলিতে থাকেন—'এখন বক্তৃতার যুগ শেষ হয়ে গেছে কর্ম্মীর প্রয়োজন আছে, দেশকে নানা ভাবে গড়্‌তে হবে তার জন্যে আপনারা প্রস্তুত হন—যে দেশের লোক একটু পাতে নুনও পায় না

আমার অন্তরাত্মা তাদের ছেড়ে থাকতে পারে না ওর প্রতীকার করতে হবে—'প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া অমিয় বাবু সকলকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। লোকের ভিড় কমিয়া গেল।

ঐদিন বৈকালে 47th streetএ ভারতীয়েরা অমিয়-সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করায় দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর কোনরূপে বিশ্রাম লইয়া সভায় উপস্থিত হইতে হইল। ভারত এবং বর্ম্মার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা দিলেন। সন্দীপ স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিল। বর্ম্মার 'ফ্রিডমব্লকের পক্ষ হইতে মানপত্র দেওয়া হইল।

বিপাশা স্বামীর এই সম্বর্দ্ধনায় মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিল।

বা থিন বলিল—'আজ এই যুদ্ধে বাঙালীর শৌর্য্য বীর্য্য পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে—'

পরদিন প্রভাতে এরোড্রোমে আসিয়া পরাগ, বিপাশা সন্দীপ এবং অমিয় মহলনবিশ 'প্লেনে' উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বা থিন, শৈলেন এবং আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাদিগকে see off করিতে আসিলেন। এরোড্রোম হইতে সকাল ৭টায় take off করিয়া এরোপ্লেন উপরে উঠিতে লাগিল। নীচে হইতে সকলে রুমাল উড়াইলেন। 'জয় হিন্দ' শব্দে গগন পবন মুখরিত হইল। নানা দেশ পার হইয়া প্লেন ছুটিতে থাকে। সন্দীপ বলিল—'যদি এঞ্জিন বন্ধ হয়ে forced landing করতে হয়—তা হলে ?—'

অমিয় মহলনবিশ বলিলেন—'এত ভয় করেন কেন ? আপনারা কবি, কল্পনা রাজ্যে উড়ে বেড়াতে পারেন, আর এতেই অত ভয়—এ যুদ্ধে আমরা প্লেনে উঠে বোমা ফেলেছি, Joyride দিয়েছি জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি—'

—আপনি প্লেন চালাতে পারেন না কি ?—'

—নিশ্চয়ই, সিঙ্গাপুরে ট্রেনিং নিতে হয়েছিল—'

বিপাশা বিস্ময়ের সহিত শুনিতে লাগিল।

'সিডিউল' টাইমে দমদম্ পৌঁছান যাইবে কিনা সেই ভাবনাই পরাগের বেশী হইল।

পরাগ বলিল—'দেখছেন না Crosswind মাঝে মাঝে আমাদের কোর্স থেকে দূরে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে—'

'—কিছু ভাববেন না, হুঁসিয়ার হয়েই navigate করে যাচ্ছেন—ঠিক সময়ে পৌঁছুবো—'

'—সময়ে পৌঁছুতে পার্‌লে হয়, কত লোক আকাশের দিকে এক দৃষ্টি দিয়ে অপেক্ষা কর্‌ছে—'

'—আমরা গড়ে ঘণ্টায় প্রায় ৮০ মাইল বেগে উড়ে চলেছি—প্রায় ভোরের দিকে ল্যাণ্ড করতে পারা যাবে—'

মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, নদী খাল বিল অতিক্রম করিয়া নানা সহর ও গঞ্জ পশ্চাতে রাখিয়া দূরে ভাগিরথীর জলের রেখাটি চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল। ক্রমে বারাকপুরের ওয়াটার ওয়ার্কস—বি. এণ্ড এ রেল লাইন বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতি পার হইয়া দমদম এরোড্রোমের উপর প্রায় ছয়টার সময় প্রভাতে প্লেন উপস্থিত হইল। সকলের মনে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

ল্যাণ্ড করিবামাত্র নানাদিক হইতে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সুদীর্ঘ পথ প্লেনে আসিয়া অবতরণকারিগণের মাথা ভোঁ ভোঁ করিতেছিল। চতুর্দ্দিক হইতে ইনক্লাব জিন্দাবাদ, জয়হিন্দ, থ্রিচিয়ার্স ফর লেফ্‌ন্যাণ্ট মহলনবিশ প্রভৃতি ধ্বনিত হইল।

মাল্যদানের হুড়োহুড়ি, ফটোগ্রাফারদের অনুরোধ, প্রেস

প্রতিনিধিদের হাজার প্রশ্ন একসঙ্গে সকলকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

জনতাকে ঠেলিয়া হঠাৎ দুইটি মহিলা কোনরূপে অমিয় মহলনবিশের সম্মুখীন হইল। অমিয় মহলনবিশ ইহাদের মধ্যে একজনকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—'কে ? মালবিকা—'

মালবিকা হাসিয়া বলিল—'তুমি তো আমাকে ঠিক চিনেছ—'

স্বরচিত 'পথের পুঁথি' অমিয় মহলনবিশের হস্তে দিয়া কণ্ঠে পুষ্পমাল্য দ্বারা অভিনন্দিত করিল। দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বিপাশা বিস্মিত হইয়া এ দৃশ্য দেখিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী তরুণীকে পরিচয় করাইয়া বলিল—'ইনি মিস্ ছন্দা চৌধুরী—চিত্রতারকা—আমার 'পথের পুঁথি'তে ভূমিকা নিয়েছেন—'

ছন্দা অমিয় মহলনবিশকে মাল্যদান করিল। পরাগ ও সন্দীপ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল—সেও দৃষ্টি-বিনিময় করিল। কোন কথা হইল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ হইতে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া অমিয় মহলনবিশকে বালিগঞ্জের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পমাল্য বর্ষিত হইতে লাগিল।

ছন্দা ও মালবিকার অন্তর্লোকে একদিকে আনন্দ, অপর দিকে বেদনা পুঞ্জীভূত। ছন্দা পরাগ ও সন্দীপকে দেখিয়া কাহাকেও চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে পারে না। পরাগ অপেক্ষা সন্দীপই তাহার গভীরতম হৃদয় প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। প্রকৃত প্রেমের পাত্র সে, অথচ পরাগকে বহুদিন পরে দেখিয়া ছন্দার মন চঞ্চল হয়। সে অপমান করিয়া বাদলরাত্রে তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। নারীর মন বড়ই কোমল, একটুতে ভাঙিয়া পড়ে। ছন্দারও তাহাই হইল।

বাসায় আসিয়া অদ্ভুত চিন্তা তাহার দেহ মনকে আচ্ছন্ন করিল—

সমস্তই অস্পষ্ট আর এলোমেলো, দ্রুত প্রবহমান স্রোতের দুই তীরস্থ আকার বিহীন দৃশ্যের মত—একটির পর একটি ছায়া তাহার মনের মধ্যে চলাফেরা করিতে থাকে, কোনটিই স্পষ্টভাবে রূপায়িত হয় না—কখন পরাগ, কখন সন্দীপ দ্বন্দ্ব আনিয়া দেয়। অথচ তাহারা কেহই কাছে নাই।

প্রাচীন দিনের মত আন্তরিক সারল্যভরা ব্যবহার সে সন্দীপের নিকট হইতে পাইয়াছে কিন্তু পরাগের নিকট হইতে পাইয়াছে রূঢ়তা, পাইয়াছে অত্যাচার ও নির্য্যাতন। এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে করিতে সে ঠিক করিল সন্দীপকে যেমন করিয়াই হউক তাহার জীবনের সাথী করিয়া লইতে হইবে। পরাগ যত বড়ই হউক না কেন তাহাকে অবহেলা এবং উপেক্ষা করিয়াছে। আত্মসম্মানের পশ্চাতে যখন একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন আসিয়া দাঁড়ায় তখন সে জিজ্ঞাসা চিহ্নের উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয়—সে উত্তর মিলিল; সন্দীপকে চাই নিজের মনে বলিয়া উঠিল।

মালবিকার মন অমিয় মহলনবিশকে দেখিয়া এরূপ উদ্বেলিত হইয়াছে যে স্বামী ও সংসার দূরে রাখিয়া তাহারই পদপ্রান্তে আত্ম-নিবেদন করে। সে ভাবে—হ্যাঁ. ওর স্ত্রী আমার চেয়েও সুন্দরী বটে, তবু সে কি আমার দিকে কৃপা দৃষ্টি করতে পারে না। পরক্ষণে মনে হয় সে যে পরের বধূ—অমিয় মহলনবিশ পরপুরুষ। আর ভাবিতে পারে না। চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হয়।

স্বামী নরেশবাবু হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন মালবিকা কাঁদিতেছে। বলিলেন—'ওকি কাঁদ্‌ছ কেন?—'

'—না, কিছু না—'বলিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

সহস্র দিনের কল্পনায় গড়া ইন্দ্রজালের পৃথিবী তাহার দিকে যেন

ব্যাকুল চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। মালবিকার মনে অতীতের কামনা লোলুপতার অকস্মাৎ উচ্ছ্বাস যেন অমিয় মহলনবিশকে দেখিয়া জাগ্রত হইল। কোন মতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারে না।

অমিয় মহলনবিশের বাড়ীতে জনতার সমারোহ। সন্দীপ ও পরাগ সকলকে অভ্যর্থনা করিতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়। নেতাজীর সম্বন্ধে শুনিবার জন্য সকলে আগ্রহশীল। অমিয় মহলনবিশ নেতাজীর কথা বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে জনতার হ্রাস সন্ধ্যার পর দেখা গেল। রাত্রিতে বিপাশা জিজ্ঞাসা করিল—'মালবিকার সঙ্গে তোমার কিরূপভাবে আলাপ হোলো—'

'—আমরা কলেজে এক সঙ্গে পড়্তাম, ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল—'

কৌতুহল দৃষ্টিতে বিপাশা বলিল—'হোলো না কেন ?—'

'—সব সময়ে কি সব কাজ হয় ? ওর সঙ্গে বিয়ে হোলে তো তোমাকে পেতাম না—'

'—তুমি বুঝি ওর প্রেমে পড়েছিলে ?—'

'—বিয়ের কথা উঠ্লে যদি প্রেম হয় তা হোলে প্রেম হয়েছে বল্তে হবে বৈকি !'

এমন সময়ে টুলু অমিয়র কোলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল।

'—টুলুকে কত টুকু দেখে গেছি—'

'—ওকে বুকে নিয়েই তো সুদীর্ঘ দিন কাটাতে পেরেছি, নতুবা মরে যেতাম, মাঝে মাঝে ওর মামা এসে নিয়ে যেতো, বল্তেও পারি না কিছু—'

'—ওকে কোন স্কুলে দিয়েছ—'

'—সেণ্টজেভিয়াসে'—বেশ ইংরেজিতে কথা বলতে পারে—'

'—তাই না কি ? বেশ—'

বহুদিনপরে পুত্রকে কোলে লইয়া অমিয় মহলনবিশের স্নেহের নির্ঝর ধারা অন্তরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পার্শ্বে বসিয়া বিপাশা গল্প আরম্ভ করিল। সন্দীপের কথা উঠিল।

বিপাশা বলিল'—ওঁকে আমার এখানে রেখেছি, ভদ্রলোকের বড় কষ্ট, মেসে থাক্‌লে খাওয়ার সুবিধে হয় না—উনি আজকালকার একজন বড় কবি—আমার বহু লেখা উনি ছাপিয়েছেন—আমার কবিতার একজন বিশেষ সমজদার—'

'—বেশ তা হোলে কাব্য চর্চ্চা করে তোমার দিনগুলো বেশ কাটছে—'

'—একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো—'

এদিকে নীচের তলায় পরাগ ও সন্দীপের মধ্যে কথা হয়।

পরাগ বলিল—'বর্ম্মা থেকে চলে এসে ভুল কর্‌লাম কি না তাই ভাব্‌ছি—'

'—কেন ?—'

'—সেখানে বা থিন আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াতো কিন্তু এখানে আমাকে কে চালাবে ? এখানকার রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এখানে কি আমার স্থান হবে ? তাই ভাবছি আবার বর্ম্মায় ফিরে যাবো কি না—'

'—দু চার দিন দেখুন, আগেই ব্যস্ত হচ্ছেন কেন,—'

'—একবার ভাব্‌ছি দেশ থেকে ঘুরে আসি, আবার ভাব্‌ছি কোন্ মুখ নিয়েই বা দেশে যাবো—বরং বিদেশে যথেষ্ট খাতির—'

'—আমার মনে হয় দেশের লোক আপনাকে না নিয়ে গেলে কেন যাবেন ? ওতে আপনার position থাক্‌বে না—'

'—দেখি, লেফ্‌টেনাণ্ট মহলনবিশ কি বলেন—'

কিছুক্ষণ পরে অমিয় মহলনবিশ নীচে নামিলেন। পরাগ সমস্তই আদ্যোপান্ত বলিল। তিনি বলিলেন—'আপনার কাছে, মিঃ হালদার, বিশেষভাবে ঋণী—আমার জমিদারী তো আছে, কোথাও কিছু না কর্‌তে পারেন আমার জমিদারী দেখবেন আর এষ্টেট থেকে মোটা টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে নেবেন, এর জন্যে এত ভাবনা কেন—বর্ম্মায় তা বলে আপনার ফিরে যাওয়া হবে না—এখন বার্ম্মিজদের ভেতর anti India feelings—বা থিনকে নিয়েই তো সমগ্র বর্ম্মাকে বিচার করা যায় না—'

অমিয় মহলনবিশের কথায় পরাগ আবার আলোক দেখিল।

—পঁচিশ—

করবীর বিবাহ হইয়া গেল। উঠানের এক পাশে একটুখানি আল্পনা—চতুঃপার্শ্বে কলার চারা হুমড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—এখানে ওখানে কলার পাতা, ভাঙ্গা মাটির গেলাস, এক কোণে দুই চারিটি গ্যাসষ্টাও ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সামিয়ানার এক কোণ খসিয়া মাটিতে লুটাইতেছে—সমস্ত বাড়ীটা উৎসব শেষে মৌন ম্লান, সর্ব্বত্র শৈথিল্যের আবহাওয়া।

পাড়ার সমবয়সী মেয়েরা ভিড় করিয়া করবীকে বিদায় দিতে আসিল। বিদায়ের সজল ব্যথা প্রত্যেকের চোখে ফুটিয়া উঠিল।

বরকর্ত্তা প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন—'তাড়াতাড়ি নিন, ট্রেণের সময় হয়ে আস্‌ছে—সাজানো তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, এর পর ঢের সাজাবেন—'

কথাটা হয় তো বেঠিক নয় কিন্তু ছাড়িয়া দিতে মায়ের প্রাণে যে ব্যথা বাজে সে কি করিয়া বুঝিবে।

করবীকে দ্বিতলের ঘরে ক্ষণিকা সাজাইয়া দিতেছিল। পাশের বাড়ীর ইন্দুমতী দাঁড়াইয়া ছিলেন। অন্নদা ঠাকুরাণীর স্বর অশ্রুভারাক্রান্ত।

আজ করবী এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিবে এই কথাটি শুধু অন্নদা ঠাকুরাণীর নয়, লোকেন্দ্র বাবুরও মর্ম্মপীড়াদায়ক হইল। সুদূর ফরিদপুরে সে চলিয়া যাইবে! করবীর মুখখানি ম্লান! হওয়াই স্বাভাবিক—এতদিন সে বাপের বাড়ী ছিল, এখন সে অপরিচিত পরিবারে লক্ষ্মীর ঝাঁপি মাথায় করিয়া উঠিবে—আদর পাইবে কি অনাদর পাইবে তাহা কে জানে!

তাহার শিক্ষিতা বউদিদিও এসংসারে আসিয়া কম যন্ত্রণা পায় নাই। সেই সব কথা স্মরণ হয়। কত দিনের পথ-চাওয়া প্রতীক্ষায় সে রহিল, তাহার দীপুদা আসিল না। ভাবিয়াছিল অন্ততঃ বরযাত্রী হিসাবেও আসিবে, তাহার বর্ত্তমান স্বামীর সহিত হৃদ্যতা আছে শুনিয়া ছিল—কই আসিল না তো! তবে কি সে অভিমান করিয়াছে!

শাঁখ বাজিয়া উঠিল। করবীর বুকখানি কাঁপিল। লোকেন্দ্র বাবু বৈঠকখানায় বিমর্ষ হইয়া বসিয়াছিলেন। বলিলেন—'করবী যাচ্ছে বুঝি!'

বর কনে তাঁহাদের সকলকে প্রণাম করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিল।

প্রদীপ কুমার ষ্টেসনে তাহাদিগকে বিদায় দিতে গেল।

ক্ষণিকা শ্বাশুড়ীকে প্রবোধ দিয়া জোর করিয়া কিছু জল খাবার খাওয়াইল।

সংসারে প্রত্যেকের ঘরেই এমন হয়—যে দিন মেয়ে ভুমিষ্ঠ হয় সে দিনই মনে রেখাপাত করে একদিন সে বড় হইয়া স্বামীর ঘর করিবে—পুতুল খেলায় তাহারই ইঙ্গিত থাকে। মেয়েদের মা হইবার কত সাধ!

লোকেন্দ্র বাবু চোখ মুছিতে মুছিতে বলেন—'করবী আমার বড় অভিমানী ছিল, কোন দিন আব্দার করেনি, কোনদিন চেয়ে খায়নি—'

অন্নদা ঠাকুরাণী ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকেন। ক্ষণিকা বলে—'ছিঃ কাঁদে কি, ওতে যে করবীর অকল্যাণ হবে—'

সত্যই তো—অন্নদা ঠাকুরাণী প্রকৃতিস্থ হইলেন।

ক্ষণিকা নিজের মনে বলে—'এই হাসি কান্না, প্রেম, বিরহ স্নেহ মমতা মায়া কিসের জন্যে? কে কার?—'

প্রদীপ কুমার ট্রেণে করবীকে উঠাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিল। বাড়ী আসিতেই ক্ষণিকা বলিল—'বাবা মা বড় কাতর হয়ে পড়েছেন—'

'—আমরা কি হইনি?—' বলিয়া প্রদীপের চোখের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল। রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া সোজা উপরের ঘরে গিয়া শুইয়া করবীর কথা ভাবিতে লাগিল। ক্ষণিকা স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে আসিল।

প্রদীপ কুমার বলিল—'এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার কোন দরকার ছিলনা, ভেবেছিলাম অধ্যাপিকা হবে—'

'—তুমি ভাব্‌লে কি হবে, বিধাতা ভেবে রেখেছেন অন্য রকম—আমরা তা বলে আমাদের tradition নষ্ট কর্‌তে পারিনে—[illegible]

যত দোষই থাক্ না কেন, সমাজকে কেন পঙ্গু কর্‌বো ?—'

'—তোমার এতখানি সমাজ বোধ এসেছে ?—'

'—তা না হোলে সুদীর্ঘকাল তোমাদের সংসারে নির্য্যাতন পেয়েও চুপ করে রইলাম—তুমি সমাজকে ছেঁটে দিতে পারো, তুমি ধর্ম্মকে না মান্‌তে পারো কিন্তু আমি সব মানি—হিন্দুর মেয়ে এই আমার গর্ব্ব—'

'—তোমাকে হিন্দুমহাসভার প্রচারক করে দিলে মন্দ হয় না—'

'—পরিহাস বা বক্রোক্তি কর্‌বার অধিকার পেয়েছ, কর্‌বে বইকি—তুমি স্বামী—দেবতা, তোমার তো সাত খুন মাফ্—'

ইহার পর প্রদীপ কুমার কিছু বলিল না।

সন্দীপকে রমণী নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া আসিয়াছিল। সন্দীপের সহিত দেখা হয় নাই, সে তখন বর্ম্মায়। পত্র পাইয়া সন্দীপ ঠিক করিল পাকস্পর্শের দিন ফরিদপুর গিয়া বউয়ের মুখ দেখিয়া আসিবে। অবশ্য ছেলেবেলা হইতে করবীর মুখ দেখিয়া আসিতেছে, নূতন করিয়া আর কি দেখিবে! তবে সামাজিকতা এবং সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে ফরিদপুর যাইতে হইল।

রমণী ভাবিতে পারে নাই সন্দীপ এতদুর আসিবে!

সন্দীপকে দেখিয়া রমণী অত্যন্ত আনন্দিত হইল। বাংলার একজন বিখ্যাত কবি আসাতে স্থানীয় লোকেরা আসিয়া আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিল।

দেশের কথাই হয়। রমণী বলিতে থাকে—'এ সব জায়গায় জিনিষ পত্তর তরিতরকারী আগে কত সস্তা ছিল—এক সের খাঁটি দুধ চার পয়সায়—আর আজ চেয়ে দেখুন মাছ তরিতরকারী সব দারুণ মাগ্গি—হাটে জালি গামছাও নেই যে সবাই লজ্জা ঢাকে, চাউলের দর বেড়ে চলেছে এই তো দেশের অবস্থা—'

সন্দীপ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে—'সে দিন আর ফিরে আসবেনা, দেশের ওপর দিয়ে শোষণ, উৎপীড়ন চলেছে—সুযোগবাদীরা গাঁয়ের লোকের রক্ত শুষে সহরে গিয়ে বড় বড় প্রাসাদ গড়ে তুলছে—ওদের অপরাধের শাস্তি হয়না, ওরাই বড়লোক—ভদ্রলোক—'

রমণী বলে—'আমার ইচ্ছে দেশে থেকে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করব যাতে করে কেউ না দেশের এক তিল জিনিষও বাইরে যেতে দেয়—'

'—তুমি একা কি করবে রমণী—দেশে দলাদলি যতক্ষণ থাকবে সুবিধাবাদীরা ততক্ষণই দেশের হাড় চিবিয়ে খাবে—'

জনৈক প্রতিবেশী এতক্ষণ নীরব হইয়াছিল।

বলিল—'কেরোসিন সময় মত পাওয়া যায় না, চিনির চিহ্নই নেই, নুন তাও যেন সোনা হয়ে উঠেছে, এমন করে বারোমাস কি সংসার চালানো যায়—আমাদের এই দেশে মাছ খুব পাওয়া যেত্তো, এখন চালানি কারবারের চোটে মাছের মুখ দেখা যায় না—দু'আনার মাছ মহাজনরা কেনে এক টাকায়, কল্‌কাতায় গিয়ে মাছের দর উঠ্‌ছে তিন চার টাকা—বলুনতো আমরা কি খেয়ে বেঁচে থাকি, আমাদের মুখের দিকে তাকাবার কেউ নেই, বাংলা আর বাঙালীর নেই—'

সন্দীপ বলিল'—বাংলা দেশে এই রকম কষ্ট ভোগ বারোমাস করতে হবে উপায় নেই।'

সন্দীপ লক্ষ্য করিল প্রতিবেশী ভদ্রলোকটির পরিধেয় বস্ত্র শতছিন্ন, স্থানে স্থানে শেলাই করা রহিয়াছে।

ভদ্রলোকটি বলিতে থাকেন—'আপনারা সহরে থাকেন, অল্প স্বল্প হোক জিনিষ পত্তর পান, এখানে র‍্যাসানের ব্যাপার ফার্স বলা যায়—যে সুবিধে পাচ্ছে নিজের কোলে ঝোল টানছে—যার পয়সা আছে

ব্লাক মার্কেটে জিনিষ কিন্‌ছে—আমাদের কষ্টের অন্ত নেই—'

এমন সময়ে জল খাবারের জন্য সন্দীপকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য চাকর আসিল। সন্দীপ উঠিয়া গেল।

সন্দীপকে জল খাবার দিয়া রমণীর মা করবীকে বলিলেন—'বউমা, তুমি বসে খাওয়াও, আমি ভাঁড়ারের দিকে চল্‌লাম—'

একটি নির্জ্জন কক্ষে সন্দীপ জল খাইতে থাকে, করবী বসিয়া সন্দীপের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করে।

করবী বলে—'দীপুদা! আমার জীবনটা তুমি ব্যর্থ করে দিলে, কতদিন তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম, একবারও এলে না—আমি যে তোমারই ছিলাম দীপুদা, এম্নিভাবে আমার মাথাটি খেলে—'

সন্দীপ উত্তর দেয়—'করবী, ঈশ্বরের যা ইচ্ছে হবে তার এদিক ওদিক হবার জো নেই—সুখে ঘর্ সংসার করো, তোমার দীপুদাকে ভুলে যাও—যাকে অগ্নিসাক্ষ্য করে পতিরূপে বরণ করেছ, ছায়ার মত তারই অনুগামী হবে- রমণী সুন্দর ছেলে, ও তোমাকে সুখে রাখবে—'

'—আমি যে তাকে কোন মতে হৃদয়ে স্থান দিতে পাচ্ছি নে, যত বার তাকে স্থান দিতে যাই ততবারই দেখি তুমি সে স্থান অধিকার করে রয়েছ দীপুদা,—আমায় তুমি নিয়ে চলো, তোমার ছায়া হয়ে থাক্‌বো, সমাজ, সংসার পড়ে থাক, লোক নিন্দের ভয় করিনে—'

'—তা হয় না করবী, তোমার হৃদয় থেকে আমাকে সরিয়ে ফেল্‌তেই হবে—আমাকে ভায়ের মত ভাব্‌তে থাকো, এ মোহ তোমার কেটে যাবে—আমি তোমাকে প্রকৃতই ভালবাসি—প্রকৃত ভালবাসার লক্ষণ স্বার্থত্যাগ—ছেলেমানুষের মত গর্হিত কাজ করা চলে না, আমার স্বার্থত্যাগের ভেতর দিয়েই তোমার জীবন পবিত্র হয়ে উঠুক—

তুমি উপন্যাসিক মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিওনা করবী—'

সন্দীপ জল খাবার খাইয়া যখন উঠিতেছিল তখন তাহার পায়ে মাথা রাখিয়া করবী কাঁদিতে লাগিল।

সন্দীপ বুঝাইতে থাকে, তবুও সে কাঁদে এবং বলে—'একি হোলো আমার! দীপুদা তুমি আজ থেকেও নেই—'

সন্দীপ বলিল—'কেউ যদি টের পায়, তা হোলে পরিণাম বড় শুভ হবে না, তুমি স্থির হও করবী—বিধিলিপি খণ্ডন হয় না—সমাজ সংসার দু পায়ে দলে তোমার কোথাও যাওয়া হবে না—এই ঘরেই তোমাকে আদর্শ গৃহলক্ষ্মী হয়ে থাকৃতে হবে—আমাকে সত্যই যদি ভালবেসে থাকো, তাহলে আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে—'

করবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্দীপ বাহিরে আসিল। দূর হইতে মালবিকাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল।

প্রাঙ্গণে মালবিকা দাঁড়াইয়া ছিল। নমস্কার করিয়া বলিল—'কবি! আজ আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন, কলকাতায় একদিনও আমার বাসায় গেলেন না—'সন্দীপ প্রতি-নমস্কার দিয়া বলিল'—আমার সময় বড় কম, রমণী সব জানে—সংবাদপত্রের দপ্তরে কাজ বুঝ্ছেন তো—'

'—আমার 'পথের পুঁথি'র আপনি সুন্দর সমালোচনা করেছেন এজন্য কৃতজ্ঞ—'

'—সত্যি বইখানি খুব ভালো হয়েছে, অন্তঃপুরে থেকেও আপনি যে বর্ত্তমান সভ্যতার রূপ দেখিয়েছেন তা একেবারে নিখুঁত—চরিত্র গুলিও বলিষ্ঠ হয়েছে—'

মালবিকার পার্শ্বে দুই চারিজন দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা মৌন বিস্ময়ে সন্দীপের দিকে দৃষ্টি দিয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। মালবিকা

বলিল—'আপনার সঙ্গে দমদম এরোড্রামে দেখা, ভিড়ের ভেতর কথা বলবার সুযোগ পেলাম না—আপনি কি লেফ্‌টেনাণ্ট মহলনবিশের বাড়ীতে আছেন?—'

'—উপস্থিত ওখানেই আছি—'

'—ওঁর স্ত্রী লেখেন না কি?—'

'—হ্যাঁ—কবিতাই বেশী লেখেন—'

রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—'দাদা! বাইরে কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে—'

'—চলো যাই—'বলিয়া সন্দীপ মালবিকাকে নমস্কার করিয়া বাহিরের দিকে আসিল। মালবিকা প্রতি-নমস্কার জানাইয়া মহিলাদিগের সহিত সন্দীপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সানাইয়ের শব্দে বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

বিরলে বসিয়া করবী ভাবে অদৃষ্টের পরিহাস সম্বন্ধে। তাহার দীপুদার মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি আলোচনা করিতে করিতে নিজের মনে বলে—'দীপুদা! তুমি প্রেমের পূজারী, তুমি যে পথ দেখিয়ে গেলে সেই পথের আলো নিয়ে আমার পথ চলাই ঠিক করে নিলাম—'

—ছাব্বিশ—

কয়েক দিন ফরিদপুরে করবীর পাকস্পর্শ উৎসবে যোগদান করিয়া সন্দীপ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। 'স্বরাজ' পত্রিকার দপ্তরে গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সাংবাদিকের কাজ আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন সংবাদ সংক্ষিপ্ত করিতে করিতে নিজের মনে বলিল—'বুঝে আর ভেবে খবর সাজাবার চেষ্টা কর্‌তে হবে, বার্ত্তা-সম্পাদকের কটুবাক্য আর শোনা যায় না—'

পার্শ্ববর্ত্তী সহকর্ম্মী বলিতে থাকে—'দাদা আমার ভাগ্যবান পুরুষ, মহিলাদের সঙ্গে রোমান্স করে বেড়াচ্ছেন, এরোপ্লেনে বর্ম্মা ঘুরে এলেন—আমাদের কোন মেয়ে ডাকে না, কথাও বলে না—প্রেম চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে দাদার আমার মেদ বৃদ্ধিও হচ্ছে—'

সন্দীপ গম্ভীর হইয়া কাজ করিয়া যায়, কোন দিকে দৃষ্টি দেয় না।

অপর সহকর্ম্মী কথাগুলির টিপ্পনি প্রয়োগ করিয়া বলে—'ভায়া আমরা তো কবি নই, নারীর প্রেম পাবো কি করে? অসাধারণত্ব না দেখাতে পার্‌লে কি নারীর মন পাওয়া যায়—'

বেয়ারা আসিয়া সন্দীপকে একখানা পত্র দিল। পত্র খুলিয়া সন্দীপ পড়িতে থাকে। ছন্দা লিখিয়াছে—'অভিমান করে কবি কেন চলে গেলে, তোমার আশায় পথ চেয়ে আমার দিন কাটছে—কি করে আমার নৈরাশ্যের বেদনার কথা বর্ণনা কর্‌বো! ভাগ্যকে দোষ দিতে বসেছি, আমি তোমাকে পরিহার করবার কোন চেষ্টা করিনি, তোমার সেই আলিঙ্গনময় প্রলুব্ধ চাউনি, অপরিসীম আনন্দ আর অসহ্য তৃপ্তি দেবার জন্যে তোমার ব্যাকুলতা ভুলতে পার্‌বো না—তোমার

স্পর্শধন্যা আমি, কোন অভিযোগ করবো না—অমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি, উৎসাহী ও আত্মবিস্মৃত, বদান্য ও অবিশ্বাসী তোমাকেই ভালবাসি—বিশ্বাস করো আর নাই করো—আমার সকল দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করে আমার কাছে ফিরে এস—ওগো প্রিয় ফিরে এস—'

সন্দীপের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে চিত্ত স্থির করিতে পারিল না। নিজের মনে বলিল—'তবে কি ছন্দাকে ভুল বুঝেছি, স্ত্রীলোকের মনের কথা বুঝে ওঠাই শক্ত—'

কয়েকদিন পূর্ব্বের তারিখ দেওয়া পত্রখানি বারম্বার পড়িয়া আবার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল।

রাত্রি নয়টার পর বালিগঞ্জ হইতে মোটর আসিল। সন্দীপ সেদিনের মত কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেল। মোটরে উঠিয়া ছন্দার সম্বন্ধে ভাবিতে থাকে।

এখন সে চিত্র-তারকা, নিবারণের সহিত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ তবু আবার কেন স্মরণ করে! তবে কি নারী যাহাকে প্রকৃত ভালোবাসে তাহাকে ব্যতীত অপরকে হৃদয় দান করে না! ছন্দার নিকট যাইবার জন্য মন ব্যাকুল হয়। ভাবে সহজেই ধরা দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত হইবে! পত্রোত্তর দিবে কিনা তাহাও চিন্তা করিতে লাগিল। মোটর দ্রুত চলিতে থাকে।

রাত্রিতে ছন্দার চোখে ঘুম নাই। সন্দীপকে পত্র লিখিয়াও উত্তর না পাওয়াতে তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত। ভাবিয়াছে সন্দীপ আসিলে কত সোনালী স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিবে—সে কি আসিবে না! প্রতীক্ষার তীব্রতা ভেদ করিয়া পর পর কয়েকটি দিন অতিবাহিত হইল। পত্রের উত্তর না পাওয়াতে ভাবিয়াছে সে আসিবে—আসিলে মধুর করিয়া তুলিবে প্রণয়ের মহোৎসব। সে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, ঠোঁটের

প্রান্তে শুষ্কতা, চাঁপা রঙের সিল্কের শাড়ী বাতাসে এলোমেলো হইয়াছে, খেয়াল নাই—বুকের বসন মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করে। একটু চঞ্চল হইয়া ভাবে সন্দীপের অসুখ হয় নাই তো! সমর ক্ষেত্রে সৈনিকের পদক্ষেপের ন্যায় স্তব্ধতা দ্রুত ধাবমান। ছন্দা কিছুতেই তৃপ্তি পায় না।

ঘরে বিজলি বাতি জ্বলিতেছে মাথার উপরে পাখা ঘুরিতেছে—ঠাকুর চাকর সকলে ঘুমাইয়াছে—তাহার বিনিদ্র নয়ন বারম্বার সন্দীপের ফটো খানির দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। হৃদয়ে ঘনাইয়া আসিল আমাবস্যার অন্ধকার—অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা বোধ করিল। একটা অদম্য ইচ্ছা, ব্যর্থপ্রেমিকার একটা অদ্ভুত কামনা, তীক্ষ্ণ মনস্তাপের প্রবাহ রজনীর প্রহর গুলি বহন করিতে লাগিল।

ছন্দা নিজের মনে বলিল—'সত্যিকার ভালোবাসার এই কি অভিশাপ! যাকে ভালোবাসা যায় তাকে পাওয়া যায় না—'

রুদ্ধাভিমানে বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এখনও রাত্রি ভোর হইতে অনেক দেরী। শেষে নিজেকে শুভ্র শয্যার উপর বিছাইয়া দিয়া অব্যক্ত ক্রন্দনের স্পন্দনে দেহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অবরুদ্ধ চীৎকারে নিজেই চমকাইয়া উঠে। বলে'—সে কি আসবে না—'

সুটিংএর কাজ শেষ হইয়াছে। সুতরাং এখন সে বেকার। নিষ্ক্রিয় মন কেবল সন্দীপের জন্য ব্যাকুল।

পরদিন প্রভাতে নীতিশ আসিতেই ছন্দা ভয়ানক বিরক্তি বোধ করিল। উগ্রকণ্ঠে বলিল—'কাউকে কিছু না বলে ওপরে আসেন, এতো ভালো নয়—'

'—আমি তো আপনার অপরিচিত নই—'

'—এরকম পছন্দ করিনে,—'

'—মাফ্ করবেন, না বুঝে একটা কাজ করে ফেলেছি, আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি তা আপনি রাগই করুন আর নাই করুন—'

'—আমি তো ভালোবাসার দোকান সাজিয়ে বসিনি—'

'—এসব কথা বলে লজ্জা দেন কেন? আজ সিনেমায় যাবেন? রাত নটার ট্রিপে, নতুন শো হাউস ফড়িয়া পুকুরের কাছে খুলেছে—আজ ওদের উদ্বোধন—চলুন না—টিকিট কিনেছি—'

'—আমাকে না জানিয়ে টিকিট কেনা আপনার উচিত হয়নি—আমি দেখেছি আপনাদের মত এক শ্রেণীর তরুণ মেয়েদের পা জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ায় ঠিক কুকুরের মত একটু অনুগ্রহ পাবার জন্যে—এসব অন্তরের সঙ্গেই ঘৃণা করি—আপনি আমাকে কি মনে করেন?—'

নীতিশ হাসিয়া বলিল—'ভালোই মনে করি—'

ছন্দার তীব্র মন্তব্য পূর্ণ অপমান সূচক কথাগুলি নীতিশ অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া বলিতে থাকে—'আপনার সঙ্গে বোধ হয় beauty competition এ কোন বাঙালীর মেয়ে দাঁড়াতে পারে না—'

'—কেন? আপনি কি আমার রূপে পতঙ্গের মত পুড়ে মরতে চান—'

'—তা বলছিনে—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না—'

'—আপনি তো আগেই বললেন আমাকে ভালোবেসেছেন—আপনার ভালোবাসাই তো সবটুকু নয়—আমি বাসতে পারি নে—জানেন প্রেম, ভালোবাসা যাই বলুন না কেন দেহ বাদ দিয়ে হয় না—নারী পুরুষের দেহ সমন্বয়ে ভালোবাসার প্রকাশ—'

নীতিশ কোন কথা বলিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল—'তা হোলে আজ রাত্রি নটার টিপে—'

'হ্যাঁ, যাবো, যখন টিকিট কিনেছেন আর অনুরোধ করছেন, তবে এর পর কখন ওরকম করবেন না, আমাকে পূর্ব্বে না জানিয়ে আসবেন না—'

স্মিতহাস্যে নীতিশ বলিল—'আচ্ছা—'

তারপর একটু বসিয়া প্রস্থান করিল ছন্দার সহিত বিশেষ কথা হইল না।

নীতিশ চলিয়া গেলে ছন্দা নিজের মনে বলে—'এই শ্রেণীর মেয়ে-ক্যাঙলা পুরুষগুলোকে দেখলে রাগ হয়—এদের কোন stamina নেই,—'

কিন্তু ছন্দা হাজার হোক নারী। সে কি করিয়া নীতিশের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিবে! তাহাকে বিপন্ন করিবার যে প্রচ্ছন্নতা লইয়া নীতিশ বারে বারে আসিতেছে তাহা একটু ভাবিবার অবকাশ যদি সে পাইত তাহা হইলে সিনেমায় যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত না। অভিজাত ঘরের মেয়ে ভাগ্যচক্রে সে আজ ঘূর্ণীহাওয়ার পাকে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। সঙ্কীর্ণ চিত্তের পরিচয় দিতে সে তো জানে না, তাই সহজভাবেই সিনেমায় যাইবার সম্মতি দিল।

রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে নীতিশ একখানি ফিটন গাড়ী লইয়া আসিল। নীচে হইতে চাকরকে ডাকিয়া ছন্দাকে খবর দিল, উপর তলায় উঠিল না। নীচের বেঞ্চিতে বসিয়া রহিল। নিজের মনে বলিল—'নিবারণ বাবুর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে, ফিল্মে অভিনয় করে নাম করলো এখন ছন্দাকে জব্দ করতে পারি তবে তো আশাপূর্ণ হবে—'

ভাবিতে ভাবিতে মিনিট দশেক উত্তীর্ণ হইল। ছন্দা সাজিয়া ফিটনে আসিয়া উঠিল। গাড়ী নানা গলির মধ্য দিয়া চলিতে থাকে—কিছুক্ষণ এইরূপ যাইবার পর ছন্দার মনে ভয় হইল। ভাবিল কোথায়

লইয়া যাইতেছে, শেষে মুখখানি ম্লান হইল। বলিল—'আর কতদূর, ব' রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলুন না—'

নীতিশ হাসিয়া বলিল -'short cut করা যাচ্ছে '

'—আমরা যেন ফড়িয়া পুকুর ছেড়ে এসেছি বলে মনে হচ্ছে—চলুন আপনার কি অভিপ্রায় আমিও দেখে নিতে চাই—'

কিছুক্ষণ পরে এমন একটা গলির ধারে আসিয়া পড়িল যেখানে একদা মালবিকা মহলনবিশ গাড়ীতে বসিয়া সন্দীপের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এখানেই নীতিশ ছন্দাকে অত্যাচার করিবার সঙ্কল্প করিয়া ফিটন থামাইতে বলিল। ফিটন থামাইয়া নীতিশ বলিল—'এইবার তোমাকে কে রক্ষা করে দেখি—'

ছন্দা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে নীতিশ তাহার মুখ চাপিতে গেল। এ দিন 'স্বরাজ' অফিসের কাজ শেষ করিতে সন্দীপের বিলম্ব হইয়াছিল। মোটরে উঠিয়া ঐ গলি দিয়া যাইবার সময় নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সোফেয়ারকে গাড়ী থামাইতে বলিল। ফিটনের কাছে আসিয়া দেখে নীতিশ ছোরা বাহির করিয়া ছন্দাকে ভয় দেখাইতেছে এবং তাহার মুখে রুমাল বাঁধিয়াছে। একি বীভৎস দৃশ্য! একি পৈশাচিক উল্লাস! গলির এই স্থানটা একটু অন্ধকার—রাস্তায় লোক চলাচল নাই। ফিটনের গাড়োয়ান অন্তরালে লুকাইয়াছে। সোফেয়ার ও সন্দীপ অতর্কিতভাবে নীতিশকে আক্রমণ করিল। সোফেয়ার শিখ,—সে তাহার কৃপাণ খুলিয়া নীতিশকে ধরিতেই সে ভূতলে পড়িয়া গেল এবং তাহার হস্ত হইতে ছোরাও পড়িয়া গেল। ছন্দা সেই ছোরা কুড়াইয়া লইয়া কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। শেষে শোফেয়ারকে ছোরাখানি দিল।

সন্দীপ ছন্দাকে দেখিয়া বিস্ময় বিহ্বল হইয়া বলিল- 'তোমাকে হত্যা করবার জন্যে এখানে এনেছে—'সন্দীপকে নিকটে পাইয়া ছন্দা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। নীতিশকে শোফেয়ার এরূপ প্রহার করিতে লাগিল যে সে অর্দ্ধমৃত হইল এবং ফিটনের গাড়োয়ানটীকে দেখিতে পাইয়া তাহার চাবুক দিয়াই তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল। সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাহাকেও অর্দ্ধঅচৈতন্য অবস্থায় রাখিয়া ছন্দার মুখ হইতে রুমাল খুলিয়া সোফেয়ার মোটরের নিকট আসিল।

ছন্দার হাত ধরিয়া সন্দীপ তাহাকে মোটরে তুলিল। মোটরে উঠিয়া ছন্দা সন্দীপকে জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল—কোন কথা বলিতে পারিল না। সোফেয়ার ষ্টার্ট দেওয়াতে মোটর চলিতে আরম্ভ করিল।

সোফেয়ার বলিল—'হুজুর, ওদের পুলিশের হাতে দিলে হোত না—'

সন্দীপ বলিল—'পুলিশের হাতে দিলে অসুবিধা আছে, মামলা আদালতে গেলে ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে আরও লজ্জার কথা—'

'—ঠিক বলেছেন, আমি যা ওদের মেরেছি তাতেই ওরা আধমরা হয়ে গেছে, বেঁচে ওঠে কিনা তাই দেখুন—'

'—কেন—'

'—ঐ ছোক্‌রা বাবুর বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছি, অন্ধকারে ছট্‌ফট্ করছিল—দেখ্‌লেন না—'

'—ভালো কাজ করোনি সোফেয়ার—'

'—ভালো কাজ করিনি সত্য মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার করতে এলে মগজ ঠিক রাখা যায়—বলুন তো ?

'—তোমার কাপড়ে রক্ত নেই তো—'

'—বাবু, আমরা শিখ, অসাবধানী নই—'

সন্দীপ আর কোন কথা বলিল না। ছন্দাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পথে আসিয়া একটা 'লিমন স্কোয়াস' খাওয়াইতে ছন্দা হৃতশক্তি ফিরিয়া পাইল—বরফের টুক্‌রা তাহার চোখে মুখে বুলাইয়া দিয়া সন্দীপ বলিল—'এখনকি রকম বোধ কর্‌ছ—'

'—অনেকটা ভালো—'

'—চলো, তোমার চাকরকে খবর দিয়ে বালিগঞ্জে যাই—আজ তোমার পক্ষে একা বাসায় থাকা হবে না—আবার কেউ যদি কিছু করে—'

ছন্দা সন্দীপের হাত ধরিয়া বলিল—'আর তোমাকে ছাড়বো না—'

রাত্রি প্রায় বারোটা। ঠাকুর চাকর ব্যস্ত হইয়া ভাবিতেছে তাহাদের মনিব ফিরিয়া আসে না কেন ?—নানারূপ জল্পনা করিতেছে, এমন সময় সন্দীপ আসিয়া কড়া নাড়িল। দরজা খুলিতেই সন্দীপ বলিল—'তোমাদের মা আমার সঙ্গে বালিগঞ্জে যাচ্ছেন—তোমরা ঘুমোওগে, কাল আস্‌বেন—'

চাকরটী বলিল—'আচ্ছা হুজুর—'

মোটর চলিতে আরম্ভ করিল। ছন্দা একটু একটু সুস্থতা অনুভব করিতে থাকে এবং সন্দীপের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে।

বলে—'ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছিলে, নতুবা মেরে ফেলে দিত—আমি ওর কি করেছি বলো তো—আমার মনে হয় এসব নিবারণ চক্রবর্ত্তীর কাজ—'

'—থাক্ ও নিয়ে কিছু চিন্তা করো না—'

'—দুবার তুমি আমার জীবন বাঁচালে কবি! এইবার এ জীবন তোমার পায়ে অর্ঘ্য দিলাম রাখতে হয় রাখো, না রাখতে হয় না রাখো, তোমাকে আর ছাড়বো না—'

বালিগঞ্জে আসিয়া সন্দীপ দেখিল প্রত্যেকে ঘুমাইয়া প'ড়িয়াছে। তাহার খাবার শুইবার ঘরে ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। খাবার খুলিয়া উভয়ে ভাগ বণ্টন করিয়া খাইয়া লইল। সন্দীপ একটি সিগারেট ধরাইল। ছন্দা বলিল—'তুমি যে ইন্দ্রপুরীতে বাস করো দেখছি—'

'—বাস করি বটে, তবে এ তো আমার নয়—যে কদিন দয়া করে থাকতে দেয়—বিপাশার দয়াতেই থাকা—মোটরখানিও ভোগ করবার সুযোগ পেয়েছি, এক প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে আছি, যা হুকুম করছি তাই হচ্ছে—'

'—কবি হওয়ার অনেক সুবিধে দেখ্‌ছি—'

'—তুমিও তো হোলে পারো—'

'—অত ঠাট্টা কেন, সবাই বুঝি কবি হোতে পারে—'

উভয়ে পালঙ্কে শুইল। শুইয়া ছন্দা বলিল—'কেউ যদি দেখে, কি ভাব্‌বে—'

'—ভাব্‌বার কি আছে, তুমি তো আজ থেকে পূর্ব্বের ন্যায় আমার শয্যাসঙ্গিণী নও, সহধর্ম্মিণী—'

এ কথায় ছন্দা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। বলিল—'হ্যাঁ পাঁকের ভেতর পদ্ম ফোটালে বটে—'

'—তা না হলে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কি!—সমাজ তোমাকে স্থান না দিতে পারে, পরিবারবর্গ তোমাকে আপনার না করে নিয়ে ঠেলে ফেল্‌তে পারে কিন্তু আমি পারিনে, আজ তুমি যদি হিন্দু না হয়ে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হোতে তোমাকে এমন করে ঠেলে ফেল্‌তো না—'

পরদিন প্রভাতে বিপাশা ও অমিয় মহলনবিশ সন্দীপের নিকট আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। বিপাশা পূর্ব্বেই ছন্দার জীবনের কাহিনী সন্দীপের নিকট শুনিয়াছে, সুতরাং তাহার পক্ষে ছন্দার সহিত সন্দীপের সম্বন্ধ বুঝিতে কোন প্রকার অসুবিধা হইল না। পরাগ পূর্ব্ব দিনই কাউন্সিলের ভোটের ব্যাপার লইয়া ঢাকায় চলিয়া গিয়াছে—কংগ্রেসের ভোট সংগ্রহের জন্য সে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ছন্দার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না।

ছন্দা অবশ্য পরাগকে চায় না তবুও তাহাকে দেখিলে কিছু কথা-বার্ত্তা হয়তো হইত। পরাগ না থাকায় ছন্দাও মানসিক সুস্থতা বোধ করিল।

সকলে একত্র হইয়া চা পান করিতে করিতে বিপাশা বলিল'—যুগসঞ্চিত অন্ধসংস্কারকে ঠেলে দিয়ে আপনি মিস্ চৌধুরীকে তো জীবনসঙ্গিনী করে নিতে পারেন? মিস্ চোধুরীর বোধ হয় আপত্তি হবে না—'ছন্দা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অমিয় মহলনলিশ বলিলেন—'মৌনং সম্মতিলক্ষণং এ আর বুঝছো না বিপাশা—'ছন্দার হাসি ঠোঁটের কাছে আসিয়া মিলিয়া গেল।

সন্দীপ বলিল—'তা হলে মিস্ চৌধুরীকে ওঁর বাসায় রেখে আসি—'

বিপাশা ব্যগ্রভাবে বলিল—'সে কি. হয় কবি! উনি তো জলে পড়েন নি—কাল রাত্রে অত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আততায়ীরা এখনো হয়তো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে—উনি আমার বোনের মত—ওঁকে যেতে দিতে পারিনে—বরং ওঁর যা কিছু জিনিষ পত্র আছে সব এখানে আনবার ব্যবস্থা করে বাড়ী vacate করার ব্যবস্থা করুন—'

সন্দীপ ও ছন্দা অন্তরে অনুভব করিল এই পরিবার কত মহানুভব!

অমিয় মহলনবিশ বলিলেন—'বিপাশা ঠিক বলেছে, এরকম অবস্থায় ওঁর কোথাও না যাওয়া ভালো—'

তারপর অমিয় মহলনবিশ সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ করিলেন। সকলেই গল্প শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া মহলনবিশের কথা চলিল এমন সময় সংবাদপত্র আসিতেই বিপাশা পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল—'এই দেখুন কবি—হত্যাকাণ্ডের খবর বেরিয়েছে, ছোক্‌রাটা মারাই গেছে, সকালে মৃতদেহ গলির মধ্যে দেখতে পাওয়া গেছে—'

অমিয় মহলনবিশ বলিলেন—'যাক্ এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব হয়ে যেতে হবে, কেউনা ঘূণাক্ষরেও জান্‌তে পারে—'

সন্দীপ কিছুক্ষণপরে ছন্দার বাসার দিকে মোটর লইয়া চলিয়া গেল।

'ছন্দাকে লইয়া বিপাশা গল্প করিতে আরম্ভ করিল।

অমিয় মহলনবিশ নীচে অবতরণ করিলেন।

বিপাশা বলিল—'আপনি আর ফিল্মে নাম্‌বেন না, এইটী আমার অনুরোধ—'

—'ইচ্ছে করে কি দিদি নেমেছি—পেটের দায়ে, ভাবিনি জীবন এমনভাবে বিপন্ন হবে—'

—'কাল রাত্রে যে ঘটনা ঘটেছে তা শুনে এখনও আমার গা কাঁপছে—খুব বেঁচে গেছেন, ভগবান রক্ষে করেছেন—'

'—আমাকে অমন ভাবে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেল্‌বে কল্পনাও করিনি, তবে গাড়োয়ানটা কোন active part নেয়নি এই রক্ষে—'

'—সেও ঈশ্বরের দয়া, এক এক সময়ে ভাবি আমাদের দেশের মেয়েরা সত্যই অভাগা, এদের জন্যে কেউ ভাবে না, এরা যে জাতির

প্রাণশক্তি সে কথা ভেবে দেখবার কারো অবকাশ নেই—মেয়েদের চোখের জলেই এতখানি অধঃপতন এসেছে—'একথার পর ছন্দা কিছু বলিল না সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল।

তারপর বিপাশা বলিল—'এইবার আপনাদের দুজনের দুইহাত এক করে দিতে পারলে হয়—আনুষ্ঠানিক হিন্দুমতেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে—এ বিষয়ে মিঃ মহলনবিশের সঙ্গে কথাটা পাড়তে হবে—অবশ্য আমার কথায় তিনি সম্মতি দেবেন—'

ছন্দার অন্তরে ভাবী দিনের রঙীন আভাস ফুটিয়া উঠিল।

—সাতাশ—

হরগোবিন্দ বাবু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিন শয্যাগত অবস্থায় রহিয়াছেন। ইন্দুমতী চিন্তামগ্ন। স্বামীর উপর তাঁহার প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে—জগতে আপনার বলিতে আর কেহ নাই। বন্ধুর উপর আশা ভরসা ছিল, তাহাকে ভগবান কাড়িয়া লইয়াছেন। সন্দীপ একখানি পত্র দিয়াও খোঁজ লইবার চেষ্টা করে না। হরগোবিন্দ বাবু ইন্দুমতীকে বলিলেন—'তোমার জন্যে ছেলে আমার পর হয়ে গেল, আজ সে কত বড় কবি হয়েছে—দশ জনের একজন হয়েছে—ওর মা যখন মারা গেল তখন বিয়ে না করাই ছিল ভালো, তা হলে ছেলেটাকে কাছে পেতাম—রোগ শয্যায় পড়ে আছি, সে যদি আস্‌তো—'

স্বামীর একথায় ইন্দুমতী অপ্রসন্ন হইলেন, কোন নারীই একথায় প্রসন্ন হইতে পারে না। পাছে স্বামীর অসুখ বৃদ্ধি পায় ইন্দুমতী কোন কথা বলিলেন না—অশ্রুভারাতুর আঁখি—বিষণ্ণ দৃষ্টি—স্বামীর মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন হইল করবী পিত্রালয়ে আসিয়াছে।

বৈকালে গা ধুইয়া বেশ ভূষার পারিপাট্য সাধন করিয়া তাহার জ্যেঠামশাই হরগোবিন্দ বাবুকে দেখিতে আসিল।

পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া বলিল—'আজ কেমন আছেন জ্যেঠামশায়—'

'—কিছু ভালো বুঝ্‌ছি না মা, ডাক্তারও কিছু বললেন না—'

'—সেরে যাবে ভয় কি—'

'—এখন যেতে পার্‌লে হয়, বেঁচে কোন সুখ নেই—'

'—জ্যেঠাইমার দিকটা তো দেখ্তে হবে—'

'—তোমার জ্যেঠাইমার কোন অভাবই রাখিনি, দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনে দিয়েছি, ওতেই ওর চলে যাবে—ভালো কথা, শুন্ছিলাম দীপু নাকি তোমার বৌভাতে গিয়েছিল—'

'—হ্যাঁ, গিয়েছিলেন—'

'—কি রকম দেখ্লে, মোটা সোটা হয়েছে, না সেই রকমই আছে—'

'—একটু মোটা হয়েছেন—'

'—সে এখন কি করে—'

'—শুনেছি 'স্বরাজ' পত্রিকার এসিষ্ট্যাণ্ট এডিটর—দু'শো টাকা মাইনে পান—'

'—ওকে একখানা চিঠি লিখ্লে হয়—হাজার হোক ছেলে তো, সে কি এত নিষ্ঠুর হবে, বৃদ্ধ বাপের কথা ভুলে যাবে—আজ কতদিন হয়ে গেল তাকে দেখিনি—মনে হচ্ছে একটা যুগ—' বলিয়া বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

'—বলেন তো, চিঠি দিতে পারি—'

'—চিঠি নয়, টেলিগ্রাম করে দাও—তোমার বাবাকে ডেকে নিয়ে এসো—'

করবী চলিয়া গেল। ইন্দুমতী বলিলেন—'টেলিগ্রাম করে তাকে ব্যস্ত করে তুল্বার দরকার কি?—'

'—তা তো বটে, সৎমার মত কথাই বলেছ—কিন্তু আমি যে তার বাপ, সে আমার রক্তে গড়ে উঠেছে, আমার প্রাণে যে কি হয় তা আমি জানি—সে এমন কোন অপরাধ করেনি—'

ইন্দুমতী নিরুত্তর। নিজের মনে বলিল—'মতিবুদ্ধি খারাপ না হলে

এসব কথা বলে, টেলিগ্রাম করলেই ছেলে আস্‌বে সেই আশায় বসে থাকো বুড়ো—'

লোকেন্দ্রবাবু আসিলেন। বলিলেন—'এত মন খারাপ করছেন কেন ?—'

'—যাবার সময় দাদা ছেলের মুখ দেখে যাবোনা ? তার জন্যে কদিন ধরে বড়্‌ডো মন খারাপ হয়েছে—ওর মা স্বর্গ থেকে আমাকে ইঙ্গিত করছে বেশ বুঝতে পারছি—'আর বলিতে পারিলেন না। হরগোবিন্দ বাবুর অশ্রু করবী মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল'—কাঁদ্‌বেন না জ্যেঠামশায়—'

লোকেন্দ্রবাবু বলিলেন—'আচ্ছা, 'স্বরাজ' অফিসে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি—ভাববেন না—'

'—হ্যাঁ, আর একটা কথা, উইলটা বদলাতে হবে, আমি সন্দীপকে এই বাড়ীখানা আর বারো হাজার টাকা দিয়ে যেতে চাই—'

'—বেশতো, কাল উইল করা যাবে—'

ইন্দুমতীর অন্তর বিক্ষুব্ধ হইল। হরগোবিন্দ বাবুর আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। নিজের মনে বলিতে থাকেন'—কি করি কোথায় যাই—'

করবী অন্তরে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। একদিন তাহার দীপুদা ত্যজ্যপুত্র হিসাবেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। নিজের ক্ষমতাবলেই সে আত্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, দেশ বরেণ্য হইয়াছে। আজ পিতা তাহাকে বাড়ী ফিরিতে ডাকিতেছেন। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে ! সন্দীপের প্রতি করবীর যে ভালোবাসা তাহা স্বর্গীয় এবং পবিত্র। তাই তাহার যত আনন্দ হইল এত আনন্দ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

রাত্রি দশটা। রয়টারের একটি সংবাদ তর্জ্জমা করিয়া সন্দীপ সম্পাদকীয় টিপ্পনিপূর্ণ প্যারাগ্রাফ লিখিতে আরম্ভ করিল।

সহকর্ম্মী বলিল—'দাদার যে বউ হয়েছে'—একে চিত্রতারকা, তার ওপর—'

কথাটা বাধা দিয়া অপর একজন সহকর্ম্মী বলিল—'কি রকম গান শুন্‌লে বলো,—এখনও গানের কলিগুলি কানে বাজ্‌ছে

—আশার অতীত প্রিয় এলে হৃদি আঙিনায়—

দাদার কিছুদিন হনিমুনের জন্যে ছুটি নেওয়া উচিত—'

একথায় পার্শ্ববর্ত্তী একজন বলিল—'দাদার আবার হনিমুন কি হে—এতদিন ধরে—'

এমন সময়ে একখানি টেলিগ্রাম আসিল।

সন্দীপ টেলিগ্রামখানি পড়িয়া সহকর্ম্মীদের বলিল—'ভাই তোমরা সব কাজ কর্ম্ম দেখো, আমি দেশে যাচ্ছি, বাবার খুব অসুখ—'

সকলেই গম্ভীর হইয়া গেল এবং বলিল—'আপনি চলে যান, আমরা সব চালিয়ে নেবো'খন—'

সন্দীপ দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া মোটরে উঠিল এবং সোফেয়ারকে বলিল—'জোরে গাড়ী ড্রাইভ করো—'

বালিগঞ্জে আসিয়া বিপাশা ও অমিয় মহলনবিশকে টেলিগ্রাম দেখাইল। তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ছন্দা বলিল—'আমি তোমার সঙ্গে যাবো—'

বিপাশা বলিল—'কবি, এত রাত্রে মোটরে যাওয়া নিরাপদ নয়—বরং ভোরের দিকে আপনারা যাবেন, সোফেয়ারকে বলে রাখা যাক্—'

বিপাশার কথায় অমিয় মহলনবিশ নীচে গিয়া সোফেয়ারকে বলিয়া দিলেন, সেও সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

বিপাশা বলিল—'কবি আপনার একখানি পত্র আছে, সন্ধ্যেবেলা পাওয়া গেল—'

সন্দীপ ব্যগ্র হইয়া বলিল—'কই দেখি—'

বিপাশা পার্শ্বের ঘর হইতে খামে আঁটা চিঠি আনিয়া দিল।

খাম খুলিয়া সন্দীপ দেখিল পরাগ তাহাকে উল্লেখ করিয়া একখানি দীর্ঘপত্র লিখিয়াছে। সন্দীপ পড়িতে লাগিল—

ঢাকা

প্রীতিভাজনেষু ৫।৬।৪৬

কবি! আপনাদের পরিণয়োৎসবে অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হতে পার্‌লাম না, এরজন্য দুঃখিত। আপনি ছন্দাকে গ্রহণ করে যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রসংশনীয়—আমিই ছন্দার উপর অজস্র অন্যায় দেখিয়ে তার বুক ব্যথিত করেছি, তার জীবনকে বিষাক্ত ক'রে দিয়েছি, একথা যখনই মনে উদয় হয় তখনই অন্তরে বেদনা অনুভব করি। আমি তাকে অত্যাচারও করেছি এর জন্য অপরাধী। সে যেন আমাকে ক্ষমা করে।

সমগ্র জগতের দুঃখ দুর্দ্দশা, অন্যায় ও অমঙ্গল চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি—আরও দেখ্‌ছি আমার দেশের শোচনীয় অবস্থা। সুতরাং আমার পক্ষে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না। দেশের ও দশের সেবায় আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি। গণজাগরণ আনাই আমার লক্ষ্য। আজ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি বর্ত্তমান জীবনে কোন গণ্ডীবদ্ধ সমাজের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাক্‌তে পারে না,—সমাজকে ভেঙে

দূরে গড়্‌তে হবে। মানুষকে তার ক্ষুদ্রতা এবং অসম্পূর্ণতার মাঝে ফেলে রাখাই হচ্ছে ঈশ্বরের গৌরবময় সৃষ্টির অপমান ও অমর্য্যাদা করা, আপনি সে দিক দিয়ে মহানুভবতা দেখিয়েছেন। নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করে আপনি শক্তির পূজাই কর্‌লেন—জীবন ধর্ম্মের পুরোহিত হিসাবে আপনাকে নমস্কার জানালাম। আমি চির পথিকই রয়ে গেলাম—এর জন্য দুঃখ কর্‌বার কিছু নেই। ছন্দার যে একটা উপায় হোলো, সে যে আজ কুললক্ষ্মী হয়ে সমাজের কল্যাণব্রত পালন কর্‌বার সুযোগ পেলো ইহাই আমার সব চেয়ে আনন্দ।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের দাম্পত্য জীবন ভাবীযুগ সভ্যতার স্নিগ্ধ আলোক সম্পাত করুক। আমরা এখানে প্রচুর ভোট পাবো এরূপ আবহাওয়ার মধ্যে এসেছি।

ভবদীয়—

শ্রীপরাগ হালদার।

পত্রখানি ছন্দা ও বিপাশাকে সন্দীপ শুনাইল। বিপাশা বলিল—'মিঃ হালদার চিত্তের উদারতা দেখিয়ে যে পত্র লিখেছেন তা প্রশংসনীয় কর্ম্মবীরের কাছ থেকে এই রকম পত্রই আমরা আশা করি—'অমিয় মহলনবিশ উপরে আসিয়া পত্র পাঠ করিলেন এবং পরাগকে প্রশংসা করিলেন। এই পত্র, শুনিয়া ছন্দা বিস্মিত হইল। নিজের মনে বলিল—'পরাগের এত পরিবর্ত্তন!—'

কোনরূপে স্বামী স্ত্রীতে রাত্রি যাপন করিয়া ভোরের বেলায় চা বিস্কুট খাইয়া মোটরে উঠিল। বেলগেছিয়া দিয়া ক্রমে যশোহর রোডে আসিয়া পড়িল। দুই ঘণ্টার ভিতর বনগ্রামে গিয়া মোটর পৌছিল।

বাড়ীতে আসিয়া ছন্দা ও সন্দীপ যখন হরগোবিন্দবাবুর ঘরে প্রবেশ করিল তখন তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া মুখে কমলানেবুর রস ইন্দুমতি একটু একটু করিয়া দিতেছিলেন।

সন্দীপ পিতার কাছে গিয়া প্রণাম করিল, ছন্দাও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর অনুসরণ করিল।

সন্দীপ বলিল— 'বাবা কেমন আছেন ?—'

'—কে ? দীপু এলি—'বলিয়া হরগোবিন্দবাবু কাঁদিতে লাগিলেন।

ছন্দা চোখের জল মুছাইয়া দিল। তারপর ছন্দাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ইনি কে ?—'

'—আমার স্ত্রী—'

'তুমি বিয়ে করেছ ? কতদিন হোলো ?—'

'—তা প্রায় একমাস হয়ে যায়—'

'—আমাকে তো বাবা খবর দিতে পারতে—'

'—হঠাৎ হয়ে গেল—'

'—কোথায় বিয়ে কল্‌লে ?—'

'—টাঙ্গাইলে—প্রজেশ চৌধুরীর মেয়ে, এঁরা আমাদেরই মত রাঢ়ের শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—'

'—তোমার শ্বশুর কি করেন ?—'

'—বড় ব্যবসায়ী—'

'—বেশ তোমার বিয়ে হয়েছে শুনে সুখী হলাম, এখন সুখে ঘর সংসার করো এই আশীর্ব্বাদ করি—'বলিয়া ছন্দা ও সন্দীপের মাথায় করস্পর্শ করিলেন।

তারপর ছন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কতদূর পড়াশুনা করেছ মা—'

'—বি এ পাশ করেছি—'

'—অনার্স ছিল না কি ?—'

'—হ্যাঁ, ইংলিশে আনার্স, সেকেণ্ড ক্লাস—'

'—বেশ, বেশ, তোমার যেমন রূপ তেম্নি গুণ, এখন আমার বংশ উজ্জ্বল করো মা—'

ছন্দা ধীরে ধীরে বলিল—'এখন কেমন আছেন—'

'—ভালই আছি, রাত্রে জ্বর ছেড়ে গিয়েছে—'

সন্দীপ ও ছন্দা ইন্দুমতীকে প্রণাম করিল।

সন্দীপ বলিল—'মা—আমার বন্ধু—'

ইন্দুমতী ও হরগোবিন্দবাবু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। হরগোবিন্দ বাবু কোনমতে সামলাইয়া বলিলেন—'সে আজ কয়েক বছর হোলো আমাদের ফাঁকি দিয়ে জন্মের মত চলে গেছে—পৃথিবীর দেনা বোধ হয় শোধ করুতে এসেছিল—'

সন্দীপ কাঁদিতে লাগিল। বলিতে লাগিল—'বন্ধু যে আমার প্রাণ ছিল—হ্যাঁ—চলে গেল—'

এমন সময় করবী ও লোকেন্দ্রবাবু আসাতে সন্দীপ কোনমতে আত্মসম্বরণ করিল।

লোকেন্দ্রবাবুকে সন্দীপ প্রণাম করিল, ছন্দাও স্বামীর মত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। লোকেন্দ্রবাবু বলিলেন—'ইনি কে ?—'

হরগোবিন্দবাবু বলিলেন—'আমার বউমা, দীপুর বউ, বি এ তে ইংরেজী সাহিত্যে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছেন—'

'—বাঃ যেন লক্ষ্মী প্রতিমা বেঁচে, বর্ত্তে ঘর সংসার করুন—'

'—হরগোবিন্দবাবু বলিলেন'—আপনারা এই আশীর্ব্বাদ করুন—'

লেকেন্দ্রবাবু বলিলেন—'তা হলে উইলের কাজটা—'

'—নিশ্চয়ই—দীপুকে বারো হাজার টাকা আর বাড়ীখানা উইল করে দিতে চাই—'

করবী ছন্দা ও সন্দীপকে প্রণাম করিল।

সন্দীপ বলিল—'তুই কবে এলি—'

'—কিছু দিন এসেছি, তোমার বিয়ে হয়ে গেল বল্‌লে না—'

'—হঠাৎ হয়ে গেল—'

করবী ছন্দার হাত ধরিয়া নিজেদের বাড়ী লইয়া গেল। সন্দীপ তাহার স্নেহের বন্ধুর কথা ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষ হইয়া রহিল।

যে ঝড় সুদীর্ঘ দিন বহিয়া যাইতেছিল তাহা স্তব্ধ হইল।

ভাগ্যাকাশে মেঘের কোন চিহ্ন নাই—লাবণ্য প্রভাতের আলো চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ছন্দাকে বিবাহ করিয়া হয় তো সমাজের বিচারে সন্দীপ অপরাধী কিন্তু মানবিকতার দিক দিয়া যে মহত্তর কর্ত্তব্য সে পালন করিয়াছে এবং প্রকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে তাহা একদিন প্রতিপন্ন হইবেই।



গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

মধুচ্ছন্দা	(কাব্যগ্রন্থ)	১।০
নীরাজন	(কাব্যগ্রন্থ)	১৲
সায়ন্তনী	(কাব্যগ্রন্থ)	৩৲
নৈশবীথি	(কাব্যগ্রন্থ)	।০
প্রথম প্রণাম	(উপন্যাস)	২৲
উনিশে আষাঢ়	(উপন্যাস)	২॥০
রঙের ফসল	(উপন্যাস)	যন্ত্রস্থ